গ্লোবাল ডায়ালগ

১৭টি ভাষায় বছরে ৩টি সংখ্যা

৮.৩

ন্যান্সি ফ্রেজারের সাথে সমাজবিজ্ঞান নিয়ে আলাপচারিতা

ক্রিস্টিন সিকার্ট

বিপন্ন গণতন্ত্র

হাউকে ব্রুনখ্রস্ট
ক্রিশিয়ান ফুস
আন্দ্রেয়া সিলভা-তাপিয়া
লেনজিউই এনডিলভু
গেরাসিমোস কোজেলিস
হারয়াতি আব্দুল করিম
এস্তিবান টরেস ক্যাস্টানোস
এমি অস্টিন হোল্মস
পিটার ওয়াল

স্মরণে: এনিবাল কুইজানো

নিকোলাস লিঞ্চ
রাকেল সোসা এলিজাজা

দারিদ্রের মুখোমুখি

জোশুয়া বুডলেন্ডার
ভ্যাসিলিস আরাপোগ্লু
জুলিয়ানা মার্টিনেজ ফ্রেনজোনি
ফাবিয়ান ক্যাসেল
মুস্তোফা কক

তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

সুজাতা প্যাটেল

পোল্যান্ডের সমাজবিজ্ঞান

মার্থা বুচোল্ক
জান জারজাস্তি
জুলিয়াস গারদস্কি
অ্যাডাম ম্রোজোভিকি
ভেরা ট্রাপম্যান
কাতার্জিনা দেবস্কা
সারা হের্সজিংস্কা
জাস্টির্না কর্সিংস্কা
কামিল ট্রেপকা
মার্সেজ জোলা

ম্যাগাজিন

ভলিউম ৮ / সংখ্যা ৩ / ডিসেম্বর ২০১৮
http://globaldialogue.isa-sociology.org/

জিডি

International Sociological Association

> সম্পাদকীয়

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ নানাবিধ বাঁধা ও চাপের সম্মুখীন হচ্ছে। নতুন ও পুরাতন উভয় গণতন্ত্রের মধ্যে একনায়কতন্ত্রের ঝোঁক পরিলক্ষিত হচ্ছে: ঊর্ধ্বতন কর্তৃক নিম্নস্তরের নিয়ন্ত্রণের নেতৃত্ব আবারো প্রাধান্য পাচ্ছে, জাতীয়তাবাদের উর্ধ্বমুখী প্রসার ঘটছে এবং রাজনৈতিক অধিকার সীমাবদ্ধকরণের কারণে সুশীল সমাজ দুর্বল হয়ে পড়ছে। নারী ও সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রতিনিয়তই আক্রমণের স্বীকার। *গ্লোবাল ডায়লগ*-এর এই সংখ্যার শুরুর দিকে ন্যান্সি ফ্রেজার, যিনি বর্তমান নারীবাদী চিন্তাধারার উদ্দীপিত ও প্রসিদ্ধ নারীবাদীদের মধ্যে অন্যতম, এ সকল উন্নয়নের কিছু দিক নিয়ে আলোকপাত করেছেন। তিনি অন্তর্ভুক্তিমূলক নারীবাদী আন্দোলনের প্রশ্নে যুক্তিতর্ক উত্থাপন করেছেন এবং তাঁর মতবাদ ৯৯% শতাংশের নারীবাদ নিয়েও আলোকপাত করেছেন।

প্রথম অংশে "বিপন্ন গণতন্ত্র" শীর্ষক নিবন্ধগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গণতন্ত্র কিভাবে বিপন্নাবস্থায় পতিত হচ্ছে তা নিরীক্ষণ করে। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদোত্তর সময় থেকে খাঁটি রাজনীতি পর্যন্ত, যা গ্রীসের মত দেশেও গণতন্ত্রের ভূপাতন নির্দেশ করে এবং কিভাবে মিশরীয় আন্দোলনে নারীদের অবদানের চিত্র মুছে ফেলা হয়েছে তা আলোকপাত করে। যেখানে লেখকেরা নতুন উন্নয়ন, যেমন পুঁজিবাদে স্বৈরতন্ত্রের মোড়-এর বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করেন। এছাড়াও তারা বিভিন্ন ধারণা ও মতবাদ মূল্যায়ন করেন, যা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে আরও জোরালো করে।

২০১৮ সালের মে মাসে, পেরু তথা লাতিন আমেরিকার অন্যতম সমাজিবজ্ঞানী অ্যানিব্যাল কুইযানো ৮৭ বছর বয়সে মারা যান। তাঁর অবদান বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও "ক্ষমতার উপনিবেশায়ন" সর্বত্র সমাজবিজ্ঞানীদের বিভিন্ন প্রজন্মকে প্রভাবিত করেছে। তাঁর দুজন সহকর্মী তাঁর জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত ও আলোকপাত করে তাঁর অবদানের যশ জ্ঞাপন করেছেন।

"দারিদ্রতার মুখোমুখি" শীর্ষক দ্বিতীয় অংশে আমরা লেখা সংগ্রহ করেছি, যাতে ছিল বিভিন্ন ধরণের দারিদ্রতার বিশ্লেষণ, গ্রিসের খাঁটি রাজনীতির প্রভাব হতে লাতিন আমেরিকায় রাজনীতিবান্ধব অর্থনীতি সত্ত্বেও ক্রমবর্ধমান দরিদ্র নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে আলোকপাত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ছয়জন লেখককে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল তাদের নির্দিষ্ট অঞ্চলের দারিদ্রতার বিকাশ ও নীতি উন্নয়নে বাঁধা বিপত্তি নিয়ে আলোচনার জন্য।

বৈশ্বিক আধুনিকতার উপর লিখিত একটি নিবন্ধে সুজাতা প্যাটেল, ইন্ডিয়ার একজন প্রসিদ্ধ সমাজবিজ্ঞানী, বিশ্বায়ন তত্ত্বের প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বহু আধুনিকতা ধারণার একটি ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নিরূপণ করেন।

শুরু থেকেই পোল্যান্ডের চিন্তাবিদরা সমাজবিজ্ঞানের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। এই সংখ্যাটি পোল্যান্ডে সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভবের ইতিহাস নিয়ে আলোকপাত করে। আবার, এটি যে শুধু ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করে তাই-ই নয়, যা উক্ত দেশ সম্পর্কে জানতে উদ্দীপনা যোগায়। বরং সুস্পষ্ট সমাজবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্পর্কেও যা বর্তমান সময়ের বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। নিবন্ধগুলো বর্তমান গবেষণার সাথে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেয়, যেমন অন্যের অধীনে কার্যরত শ্রমিকদের উপর গবেষণা, ভোটের আচরণবিধি, জনগণের ক্ষেত্রসমূহের পরিবর্তন ও সমাজবিজ্ঞানে এর তাৎপর্য নিয়ে।■

ব্রিজিত আলেনবার্কার ও ক্লাউস দোরে,
গ্লোবাল ডায়ালগ-এর সম্পাদকদ্বয়

> আইএসএ-এর ওয়েবসাইটে **১৭ টি ভাষায় অনূদিত গ্লোবাল ডায়ালগ ম্যাগাজিনটি পাওয়া যায়।**
> **লেখা পাঠাতে পারেন** globaldialogue.isa@gmail.com**-এই ইমেইলে।**

International Sociological Association

GLOBAL DIALOGUE

> সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক: Brigitte Aulenbacher, Klaus Dörre.

সহকারী সম্পাদক: Johanna Grubner, Christine Schickert.

সহযোগী সম্পাদক: Aparna Sundar.

নির্বাহী সম্পাদক: Lola Busuttil, August Bagà.

পরামর্শক: Michael Burawoy.

গনমাধ্যম পরামর্শক: Gustavo Taniguti.

পরামর্শক সম্পাদক:
Sari Hanafi, Geoffrey Pleyers, Filomin Gutierrez, Eloísa Martín, Sawako Shirahase, Izabela Barlinska, Tova Benski, Chih-Jou Jay Chen, Jan Fritz, Koichi Hasegawa, Hiroshi Ishida, Grace Khunou, Allison Loconto, Susan McDaniel, Elina Oinas, Laura Oso Casas, Bandana Purkayastha, Rhoda Reddock, Mounir Saidani, Ayse Saktanber, Celi Scalon, Nazanin Shahrokni.

আঞ্চলিক সম্পাদনা পরিষদ

আরব বিশ্ব: Sari Hanafi, Mounir Saidani.

আর্জেন্টিনা: Juan Ignacio Piovani, Alejandra Otamendi, Pilar Pi Puig, Martín Urtasun.

বাংলাদেশ: Habibul Haque Khondker, Hasan Mahmud, Juwel Rana, US Rokeya Akhter, Toufica Sultana, Asif Bin Ali, Khairun Nahar, Kazi Fadia Esha, Helal Uddin, Muhaimin Chowdhury, Md. Eunus Ali.

ব্রাজিল: Gustavo Taniguti, Andreza Galli, Lucas Amaral Oliveira, Benno Warken, Angelo Martins Junior, Dmitri Cerboncini Fernandes.

ফ্রান্স/স্পেন: Lola Busuttil.

ভারত: Rashmi Jain, Jyoti Sidana, Nidhi Bansal, Pragya Sharma.

ইন্দোনেশিয়া: Kamanto Sunarto, Hari Nugroho, Lucia Ratih Kusumadewi, Fina Itriyati, Indera Ratna Irawati Pattinasarany, Benedictus Hari Juliawan, Mohamad Shohibuddin, Dominggus Elcid Li, Antonius Ario Seto Hardjana, Diana Teresa Pakasi, Nurul Aini, Geger Riyanto, Aditya Pradana Setiadi.

ইরান: Reyhaneh Javadi, Niayesh Dolati, Sina Bastani, Sayyed Muhamad Mutallebi, Vahid Lenjanzade.

জাপান: Satomi Yamamoto, Sara Maehara, Masataka Eguchi, Riho Tanaka, Marie Yamamoto, Kaori Hachiya, Ayana Kaneyuki, Erika Kuga, Kaya Ozawa, Tsukasa Shibagaki, Michiaki Yuasa, Rikuho Baba.

কাজাখস্তান: Aigul Zabirova, Bayan Smagambet, Adil Rodionov, Almash Tlespayeva, Kuanysh Tel, Almagul Mussina, Aknur Imankul.

পোল্যান্ড: Jakub Barszczewski, Iwona Bojadżijewa, Katarzyna Dębska, Paulina Domagalska, Krzysztof Gubański, Sara Herczyńska, Justyna Kościńska, Łucja Lange, Adam
Müller, Zofia Penza-Gabler, Anna Wandzel, Jacek Zych.

রোমানিয়া: Cosima Rughinis, Raisa-Gabriela Zamfirescu, Luciana Anăstăsoaie, Adriana Lavinia Bulumac, Cristian Chira, Denisa Dan, Diana Alexandra Dumitrescu, Radu Dumitrescu, Iulian Gabor, Alecsandra Irimie-Ana, Bianca Mihăilă, Andreea Elena Moldoveanu, Rares--Mihai Musat, Oana-Elena Negrea, Mioara Paraschiv, Alina Cristina Păun, Codruţ Pînzaru, Susana Maria Popa, Adriana
Sohodoleanu, Elena Tudor.

রাশিয়া: Elena Zdravomyslova, Anastasia Daur, Valentina Isaeva.

তাইওয়ান: Jing-Mao Ho.

তুর্কি: Gül Çorbacıoğlu, Irmak Evren.

বর্তমান বিশ্বের অনেক জায়গায় ***গণতন্ত্র*** *হুমকির সম্মুখে। চলতি সংখ্যায়, আটজন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রের প্রতিকূলতা, কিভাবে মানুষ অধিক গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম করছে, এবং বর্তমান রাজনীতির চর্চাকে সমালোচনা করে আলোচনা করেন।*

দারিদ্র্যের বিষয়গুলো ও ***দরিদ্র মানুষের*** *বাস্তবতা সর্বদা সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। চলতি সংখ্যায়, বিশ্বের পাঁচজন তাত্ত্বিক দারিদ্রতা দূরীকরণ নীতিসমূহের নির্দিষ্ট আঞ্চলিক উন্নয়ন (অথবা এর স্বল্পতা) নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং বিশেষ করে মানুষের মৌলিক চাহিদা যেমন খাদ্য নিশ্চয়তার সাথে জড়িত বিভিন্ন চক্র ব্যাখ্যা করেছেন।*

এই অংশটি ***পোল্যান্ডের সমাজবিজ্ঞানের*** *ঐতিহাসিক উন্নয়ন সম্পর্কে একটি ভূমিকা প্রদান করে। একইসাথে দেশটিতে চলমান সমাজবৈজ্ঞানিক গবেষণার অন্তর্দর্শন নিয়েও আলোচনা করে।*

জিডি

SAGE প্রকাশনীর উদার অনুদানে- *গ্লোবাল ডায়ালগ* প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

> চলতি সংখ্যায় থাকছে

সম্পাদকীয় ২

> সমাজবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা

নারীবাদ নব্যউদারনৈতিক প্রেক্ষাপটে:
ন্যান্সি ফ্রেজারের সাথে সাক্ষাৎকার
ক্রিস্টিন সিকার্ট, জার্মানি ৫

> বিপন্ন গণতন্ত্র

গণতন্ত্রের সংকটকাল
হাউকে ব্রুনখ্রস্ট, জার্মানি ৯

কর্তৃত্ববাদী পুঁজিবাদের উত্থান
ক্রিশিয়ান ফুস, যুক্তরাজ্য ১১

অবৈধ্য নাগরিকত্ব হিসেবে জাতিগত নাগরিকত্ব
আন্দ্রেয়া সিলভা-তাপিয়া, জার্মানি ১৩

১৯৯৪ পরবর্তী দক্ষিণ আফ্রিকায় গণতন্ত্রের ভুল ধারণা
লেনজিউই এনডিলভু, দক্ষিণ আফ্রিকা ১৫

এথেন্সে গণতন্ত্র
গেরাসিমোস কোজেলিস, গ্রিস ১৭

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম-একটি দ্বিমুখী ধারালো হাতিয়ার?
হারয়াতি আব্দুল করিম, মালয়শিয়া ১৯

আর্জেন্টিনাতে গণতান্ত্রিক পশ্চাদসরণ
এস্তিবান টরেস ক্যাস্টানোস, আর্জেন্টিনা ২১

মিশরের বিপ্লব থেকে নারীদের উচ্ছেদ
এ্যামি অস্টিন হোল্মস, মিশর ২৩

বৈশ্বিক শাসন:
একটি গণতান্ত্রিক বিশ্ব কাঠামোর ধারণা?
পিটার ওয়াল, জার্মানি ২৫

> স্মরণে: এনিবাল কুইজানো, ১৯২৮-২০১৮

বুদ্ধিজীবীর প্রতি গুণকীর্তন
নিকোলাস লিঞ্চ, পেরু ২৭

যোদ্ধার আনন্দ
রাকেল সোসা এলিজাজা, মেক্সিকো ২৯

> দারিদ্রের মুখোমুখি

বর্ণ বৈষম্য-পরবর্তী দারিদ্রতার মূল বৈশিষ্ট্য
জোশুয়া বুড়লেন্ডার, ইউএসএ ৩০

বেইলআউট-পরবর্তী সমৃদ্ধি: গ্রিসের দারিদ্রতার নতুন ভূচিত্র
ভ্যাসিলিস আরাপগ্লু, গ্রিস ৩২

ল্যাটিন আমেরিকাতে কেন অধিক মহিলা দরিদ্র?
জুলিয়ানা মার্টিনেজ ফ্রেনজোনি, কোস্টারিকা ৩৪

"দাতব্য অর্থনীতি": কল্যাণ রাষ্ট্রের পরিসরে
ফাবিয়ান ক্যাসল, জার্মানি ৩৬

খাদ্য নিশ্চয়তার জ্ঞানতত্ত্ব: ২১ শতকের চ্যালেঞ্জ
মুস্তোফা কক, কানাডা ৩৮

> তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

বৈশ্বিক আধুনিকতা
সুজাতা প্যাটেল, ইন্ডিয়া ৪০

> পোল্যান্ডের সমাজবিজ্ঞান

(যেখানে) আমাদের গুরুত্ব রয়েছে? পোল্যান্ডের সমাজবিজ্ঞানের দিকে তাকানো
মার্থা বুচোস্ক, জার্মানি/পোল্যান্ড ৪৩

পোল্যান্ড ও জার্মানির তরুণ অনিশ্চিত শ্রমিক
জান জারজাস্তি, জুলিয়াস গারদস্কি,
অ্যাডাম ম্রোজোভিকি, পোল্যান্ড, ও ভেরা ট্রাপম্যান,
যুক্তরাজ্য ৪৫

কেন সবাই ডান-পন্থা দলগুলোতে ভোট দিয়ে থাকে?
কাতার্জিনা দেবস্কা, সারা হের্সজিংস্কা, জাস্টিনা
কসসিংস্কা,ও কামিল ট্রেপকা, পোল্যান্ড ৪৭

সর্বজনীন পরিমন্ডলে সমাজবিজ্ঞানের সম্ভাবনা
মার্সেজ জোলা, পোল্যান্ড ৪৯

"বর্তমান সময়ে আমরা সাংস্কৃতিক, জাতি বা নৃতাত্ত্বিকভাবে আর নিজেদের একই রকম জাতি রাষ্ট্র হিসেবে চিন্তা করতে পারি না। নিরুত্তর বিষয় শুনতে চাওয়া একটি ঐতিহাসিক দায়বন্ধতা যা গণতন্ত্রকে আরও গভীর করার জন্য মিটানো উচিত।"

আন্দ্রে সিলভা-তাপিয়া

> নারীবাদ

নব্যউদারনৈতিক প্রেক্ষাপটে

নান্সি ফ্রেজারের সাথে সাক্ষাৎকার

ন্যান্সি ফ্রেজার বর্তমান সময়ের অন্যতম খ্যাতিমান ক্রিটিক্যাল নারীবাদী তাত্ত্বিক। তিনি নিউ ইয়র্কে অবস্থিত নিউ স্কুল অফ সোশ্যাল রিসার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন ও রাজনীতির অধ্যাপক। *Redistribution or recognition? A Political-Philosophical Exchange* (২০০৩) সহ আরও কিছু প্রকাশনায় তিনি ন্যায়বিচার ও অবিচার নিয়ে একটা তত্ত্বীয় ধারণা প্রদান করেছেন। তিনি দাবী করেছেন যে, ন্যায়বিচারকে দুইভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে- সকলের জন্য আইনের সমান প্রয়োগ এবং আইনের দৃষ্টিতে স্বীকৃতি। তার মতে, বর্তমান সময়ে বিদ্যমান অবিচারকে দূর করতে হলে এই দুই ধরণের ন্যায়বিচারই গুরুত্বপূর্ন। তিনি নারীবাদী গবেষক এবং এক্টিভিষ্ট হিসেবে নারীবাদ এবং এ সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে অনেকগুলো বই এবং প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি বই হল *Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis* (২০১৩)। তাঁর সাথে এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন **ক্রিস্টিন সিকার্ট**, যিনি এখন জার্মানীর জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগে উন্নতি পরবর্তী সমাজসমূহের উপর গবেষক দলের প্রশাসনিক পরিচালকের পদে কর্মরত। একই সাথে *গ্লোবাল ডায়ালগ*-এর সহকারী সম্পাদক।

ন্যান্সি ফ্রেজার।

***ক্রিস্টিনঃ** আপনার "Feminism, Capitalism and the Cunning of History" প্রবন্ধ প্রকাশের প্রায় ১০ বছর হয়তে চলল। এইখানে আপনি উল্লেখ করেছেন যে, মূলধারা বা নিওলিবেরাল নারীবাদকে পুঁজিবাদ নিজের লক্ষ্যের মধ্যে আত্মীকরন করে নিয়েছে। আপনার বক্তব্যটি কি সংক্ষেপে বলবেন?*

ন্যান্সিঃ আমি এই প্রবন্ধটি লিখেছিলাম একটি বিশেষ ঐতিহাসিক সময়ে যখন বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হয়েছিল এবং বারাক ওবামা প্রত্যাশা আর শুভ পরিবর্তনের আশ্বাস দিয়ে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেটা ছিল এমন একটা সময় যখন আমরা সকলেই এইটা উপলব্ধি করেছিলাম যে আমরা একটা বিভক্ত সমাজে শঙ্কার মধ্যে বাস করছি এবং এইটাও জানতাম যে ভালো কিছুই ঘটার মতো আশাবাদ ছিল। সেই সময়টার মধ্যে এমন কিছু ছিল যা আমাকে ইতিহাস এবং নারীবাদের নিয়ে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। একটা দীর্ঘ সময় ধরে আমি নিওলিবারেল বা মূলধারার নারীবাদ যে ধারায় চলছিল। এই জন্য আমি লিখেছি স্বীকৃতি বিষয়ে নারীবাদের অতি-আগ্রহ আর আইনের অধিকারের বিষয়ে অনাগ্রহ নিয়ে। কিন্তু এসময় আমি সমস্যাটিকে আরও পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারি।

আমি উপলব্ধি করি যে, পুঁজিবাদী সমাজ কাঠামোর মধ্যে যে একটা মৌলিক পরিবর্তন চলছিল, তার পাশাপাশি নারীবাদেরও বিকাশ ঘটছিলো। ১৯৬০ ও ১৯৭০ এর দশকে নারীবাদের ২য় ঢেউয়ের বিস্ফোরণকালে আমরা আসলে একটা ট্রানজিশনে ছিলাম। মনে করেছিলাম যে, আমরা একটা

>>

নিরাপদ সামাজিক-গণতান্ত্রিক, পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থার মধ্যে আছি। এও মনে করেছিলাম যে, এই ব্যবস্থার মধ্যে অর্জিত ফলাফলগুলো নিরাপদ, এবং এইখান থেকে আমরা আরও প্রগতিশীল সাম্যব্যবস্থা ও গণতন্ত্রের দিকে যাবো যেখানে নারীবাদ অন্যতম প্রধান নিয়ামক হিসেবে আবির্ভূত হবে।

কিন্তু যা ঘটল, তা কেবলমাত্র সামাজিক-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা একটা সংকটের দিকে নিয়ে গেল এবং নিও-লিবেরালিজমের জন্ম দিল। এইটা একটা সম্পূর্ন আলাদা ধরণের পুঁজিবাদ প্রগতিশীলদের মতো নারীবাদীরাও উপলদ্ধি করতে সময় নিল। সংক্ষেপে বললে, আজও আমরা স্বীকৃতি ভিত্তিক ইস্যু নিয়েই আন্দোলন চালাচ্ছি অথচ বুঝতে পারছিনা যে, রাজনৈতিক অর্থনীতি ব্যবস্থা বদলে গেছে।

ব্যাপারটা এই নয় যে, আমরা আইনের সমান প্রয়োগের কথা ভুলে গেছি, কিন্তু এটা থেকে মনোযোগ সরিয়ে রাখার মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে আমরা নিওলিবেরালিজমকেই শক্তিশালী করছি। আমরা লিওলিবেরালিজমকে এক ধরণের ক্যারিজমা ও গ্রহণযোগ্যতা দিচ্ছি। আমাদের মুক্তিবার্তাকে নিবর্তনমূলক শাসনের গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হতে দিচ্ছি।

এইটা ছিল আমার বক্তব্য। কারণ, ২০০৮-০৯ এ আমরা একটা সংকটময় সময়ে ছিলাম। ভেবেছিলাম এইটা ছিল বৃহৎ কিছু নিয়ে ভাবার জন্য উপযুক্ত সময়, গৎবাঁধা বুলির বাইরে গিয়ে নতুন করে নারীবাদী ধারণা প্রস্তাব করার মধ্য দিয়ে জ্ঞান ও কর্মসূচির পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রকৃত নিওলিবেরাল বিরোধী ভূমিকা নেওয়ার সযোগ। এগুলো আমি প্রবন্ধের একেবারে শেষের দিকে উল্লেখ করেছি।

ক্রিস্টিনঃ আমি অনুমান করতে পারছি যে, নিজেদেরকে নারীবাদী দাবী করেন এমন অনেক চিন্তাবিদ ও এক্টিভিষ্ট তাদের ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ হয়তে দেখে আপনার বক্তব্যের প্রতি এক ধরণের আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নিয়েছিল।

ন্যান্সিঃ আমিও অনুমান করেছিলাম যে, প্রবন্ধটি প্রকাশ হলে আমাকে বেশ সমালোচনার মুখে পরতে হবে। কিন্তু বাস্তবে আমি খুব কমই এমনটি দেখেছি। বিশেষ করে একাডেমিক পরিমণ্ডলে। এমনকি তারা পুরোপুরি বুঝতে না-পারলেও মনে করেছিল যে, আমি মূল্যবান কিছু একটা বলছি এবং নারীবাদের মধ্যে সমস্যা আছে। এই বোঝাবুঝিটা মোটামুটি সকলের মধ্যেই ছিল যে, আমরা যে পৃথবী গড়তে চেয়েছি আর যে পৃথিবীতে বাস করছি তারা আলাদা। আমার ধারণার থেকেও অনেক বেশি মানুষ এই বিষয় নিয়ে ভাবতে আগ্রহী ছিল।

আমি অনুভব করেছি যে, এইটা না দোষারোপ করা, আর না অকারণে প্রশ্নবিদ্ধ করা। বরং এইটা বোঝা জরুরি যে, কিভাবে একটা প্রগতিশীল, মুক্তিকামী নিওলিবেরাল হেজিমনি তৈরি হলো এবং মানুষের সাধারন জ্ঞানের স্থান দখল করতে সক্ষম হলো। আমি মনে করি আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, আমরা কি ভুল করেছি যাতে ভবিষ্যতে আমরা সঠিক কাজটি করতে পারি এবং নারীবাদকে সঠিক দিকে নিয়ে যেতে পারি। কোন সাদা নারীবাদী কালো নারীবাদীর কাছ থেকে এইটা শুনতে রাজি ছিল না যে, অসচেতনতা হেতু আমরা সাদা-আধিপত্যবাদের অনেক অনুমানকে গ্রহণ করেছি, এবং আমরা কালো নারীদের ভিন্ন ধরণের অবস্থানের বিষয়ে মনোযোগী ছিলাম না। কিন্তু আমাদেরকে এইসব শুনতেই হল, এবং মেনে নিতেই হলো। আর আমি মনে করি, আমার বক্তব্যের ব্যাপারটিও এমনই। প্রথম প্রতিক্রিয়াটি ছিল রক্ষনাত্মক। কিন্তু এটা সব সময় থাকতে পারে না।

ক্রিস্টিনঃ কিন্তু আমার মনে হয় লিবারেল নারীবাদীরা মনে করে যে তারা নিওলিবেরালিজমের হয়েই কাজ করছে না, বরং তারা লিঙ্গ ভিত্তিক সমতার জন্য সংগ্রাম করছে...

ন্যান্সিঃ এখানে প্রশ্ন হলো- সমতা বলতে আমরা কি বুঝি? সমতা হলো অন্যান্য কিছু মৌলিক ধারণার মতো যার ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। লিবারেলদের সমতার ধারণাকে আমি বলি মেধাভিত্তিক ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যায় অনুযায়ী, নারীরা পুরুষদের মতই কেবল ব্যক্তিমাত্র এবং ব্যক্তি হিসেবে তাদের নিজ নিজ মেধা অনুযায়ী তারা যতদূর যেতে পারে তার সুযোগের অধিকার থাকাই হলো সমতা। সমতা মানে হলো যে বাঁধাগুলো বৈষম্যের সৃষ্টি করে সেগুলোকে দূর করা। অসাম্যের মূলে হলো বৈষম্য, আর বৈষম্যমূলক বাঁধাগুলোকে অপসারণ করতে পারলে নারীরা ব্যক্তি হিসেবে তাদের নিজ নিজ মেধা অনুযায়ী যতদূর সম্ভব যেতে পারবে পুরুষদের মতো।

আমার প্রথম মন্তব্য হলো, এইটা একটা শ্রেণীগত ব্যাখ্যা। এইটার আসল দাবী হল এরা নিজ নিজ শ্রেণীর পুরুষদের সাথে সমতা। আমার নারীবাদী অবস্থানে সমতা মানে লিঙ্গ ভিত্তিক কাঠামোর অপসারণ নয়, বরং এটি আরও ব্যাপক এবং প্রগতিশীল। কাজেই, সমতার মেধা ভিত্তিক ব্যাখ্যাকে আমি সমতাই মনে করি না।

লিবেরালদের মেধাভিত্তিক এই সমতার ধারণা কিছু বাস্তব ফলাফল অর্জন করলেও তা মুষ্ঠিমেয় নারীদের জন্য। অধিকাংশ নারী এখনো অদৃশ্য বাঁধার প্রাচীর (গ্লাস সিলিং) ভাঙতে না পেরে নিচু তলাতেই রয়ে গেছে, সেখানে থেকে ভাঙ্গা কাঁচের টুকরা পরিষ্কার করছে। এজন্য আমি লিবেরাল মেধা ভিত্তিক নারীবাদের থেকে আলাদা এক ধরণের নারীবাদের ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে চেষ্টা করছি।

ক্রিস্টিনঃ আমেরিকা এবং ইউরোপে বেশ কিছু ডানপন্থী নেতার নির্বাচিত হওয়ার প্রেক্ষিতে একটা বিতর্ক শুরু হয়েছে যে, অর্থনৈতিক অসমতার বদলে আত্মপরিচয়-ভিত্তিক একপেশে রাজনীতিই ডানপন্থার সাফল্যের কারণ কিনা। নারীবাদের জন্য এই বিতর্ক কি অর্থ বহন করে যেখানে নারীবাদ সকল নারীর পক্ষে আত্মপরিচয়ের ভিত্তিতে সংগ্রাম করে?

ন্যান্সিঃ আমি মনে করি, এই বিষয়টি ভিন্ন ভিন্ন পরিসরে দেখতে হবে। তত্ত্বীয় প্রেক্ষিতে আমি মনে করি যে, কিছু আন্দোলন আত্মপরিচয়-ভিত্তিক আর কিছু শ্রেণীভিত্তিক এই ধারণা সঠিক নয়। শ্রেণীভিত্তিক আন্দোলনে দুইটা দিক থাকে। এর একটা দিক হলো কাঠামোগত যাকে আমি বণ্টনের দিক থেকে ব্যাখ্যা করি, যদিও আরও অন্যান্য ভাবেও একে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু শ্রেণীভিত্তিক আন্দোলনের পরিচয়গত একটি দিকও আছে।

আত্মপরিচয় নিয়ে শুরু না হলেও প্রত্যাকটি শ্রেণী সংগ্রামেই এইটা স্পষ্ট যে এই আন্দোলন কাদের, কারা এতে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমি মনে করি না যে, নারীবাদ এর থেকে আলাদা কিছু। পুঁজিবাদী সমাজে নারীর উপর চেপে বসা অধীনতা সর্ব প্রকারেই এইটা কাঠামোগত সমস্যা, শ্রেনীভিত্তিক শোষণের মতোই। কাজেই, আমি বিরক্ত বোধ করি যখন কেউ বলে যে, নারীবাদ একটা পরিচয়ভিত্তিক আন্দোলন আরে অন্য আরেকটি ইস্যু শ্রেণীভিত্তিক আন্দোলন। আমি মনে করি, আমাদের দাবীগুলোও মৌলিক দ্বান্দ্বিকতার মধ্যেই ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। একই সাথে, সকল প্রকার আন্দোলনেরই একটা পরিচয়গত ভিত্তিক আছে।

পরিচয়ের বিষয়টা কিন্তু আন্দোলনকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করতে পারে। আজকাল মূলতঃ একটা অর্থহীন শব্দ জনপ্রিয়তা পেয়েছে- আন্তঃবিভাজন। আমি এর সমালোচনা করলেও এক অর্থে এই বিতর্কটা সঠিক। এর মূল বক্তব্যটি হলো, সকল নারীর অবস্থান এক নয়, সকল শ্রমজীবি মানুষের অবস্থান এক নয়, সাদা নয় এমন সকল মানুষের অবস্থান এক নয়। এর সবগুলোই নির্দেশ করে নানা ধরনের কাঠামোগত অসমতা। কিন্তু যে নারীবাদী এই দাবী করে যে, "আমরা সেই সব বিষয়ে কথা বলব না, আমরা শুধু নারীদের নিয়ে কথা বলব", তারা মূলত একটা ক্ষুদ্র সুবিধাভোগী নারীদের হয়ে কথা বলে।

৬

>>

আমি মনে করি লিবেরাল মেধাভিত্তিক নারীবাদ এই কাজটিই করেছে। নারীবাদকে হতে হবে শ্রেণী, বর্ণ নির্বিশেষে পুঁজিবাদী সমাজের যাবতীয় নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে।

ক্রিস্টিনঃ অন্যান্য কিছু প্রখ্যাত নারীবাদীদের সাথে আপনি নিজেও সম্প্রতি সকলের প্রতিনিধিত্বমূলক নারীবাদের ব্যাপারে সোচ্চার এবং "৯৯%-এর জন্য নারীবাদ" নামে একটা ধারণার সূত্রপাত করেছেন। এই বিষয়ে একটুই আলোকপাত করবেন কি?

ন্যান্সিঃ এইটা একটা জনপ্রিয় শব্দ যা আমরা অকুপাই আন্দোলন থেকে ধার করেছি। সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে মনে করতে পারো যে এই শব্দটা জুতসই নয়। কিন্তু আন্দোলনকারীদেরকে উজ্জীবিত করার জন্য এর একটা দারুণ ক্ষমতা আছে। এটি তাৎক্ষনিক জানিয়ে দেয় যে, এই নারীবাদ ক্রিস্টিন ল্যাগার্দ বা হিলারি ক্লিনটনের নারীবাদ না। এইটা খুবই কার্যকরি একটা শব্দ যা তোমার নিজেকে পরিচিত করাবে এই বলে যে, তুমি লিবারেল নারীবাদী না। এইটা খুব কার্যকরি উপায়ে নারীবাদের কার্যক্রম সংশোধনের পথ।

যেমনটি আমি দেখিয়েছি আমার লেখায়, সাম্প্রতিক দশকগুলোতে মূলধারা নারীবাদ নিওলিবেরাল শক্তিগুলোর সাথে একটা গাটছরা বেঁধেছে এবং এর হয়ে ওকালতি করছে। কাজেই, নিওলিবেরালিজম যা" প্রতিনিধিত্ব করে মাত্র ১% এর, তার বিপরীতে ৯৯% এর প্রতিনিধিত্ব করার জন্যই আমরা প্রস্তাব করি ৯৯% এর জন্য নারীবাদ। এইটা খুব সরল একটা বাকচাতুর্যের কৌশল। মজার ব্যাপার হলো, আমরা মাত্র কয়েকজন এইটা নিয়ে কথা বলা শুরু করলেও বেশ দ্রুতই এইটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই থেকে আমার কাছে মনে হয় যে, এই জাতীয় একটা কিছুর প্রয়োজন ছিল এবং বাস্তবিকই এইটা দরকার।

প্রকৃতপক্ষে, এই ৯৯% এর জন্য নারীবাদের মূল বিষয় হলো অধিকাংশ নারীর অবস্থা নিয়ে যারা সামাজিক পুনরুৎপাদনের এবং মজুরি শ্রমে নিয়োজিত এবং যাদের জীবন এই নিওলিবেরাল, আর্থিক পুঁজিবাদের অধীনে দূর্বিষহ হইয়ে উঠেছে। এখনকার পুঁজিবাদ অন্যান্য ধরণের পুঁজিবাদের চেয়ে অধিক লম্বা সময়ের জন্য মজুরী শ্রম দাবী করে, সকল প্রকারের সমাজসেবা এবং সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাগুলো ধ্বংস করে এবং ঋণকে অস্ত্র হিসেবে শক্তিশালী করে।

এইসব আঘাতের প্রথম শিকার হচ্ছে নারীরা। ৯৯%-এর জন্য নারীবাদ এই বিষয়টাকে বিদ্যমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ফসল হিসেবে চিহ্নিতকরে। আমরা এই কাঠামোটির নাম দিতে চেষ্টা করছি। আর যেখানে লিবেরাল নারীবাদ এই কাঠামোর মধ্যে শরিক হতে যাচ্ছে, আমরা বলছি কিভাবে এই কাঠামোই আমাদের জীবনকে অসহনীয় করে তুলছে।

ক্রিস্টিনঃ কিন্তু ২০১৬ সালের নির্বাচনে ৫৩% সাদা নারী ভোটার ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছে, যে কিনা শুধুমাত্র নারি বিদ্বেষীই নয়, বরং কোন প্রকারের লিঙ্গভিত্তিক সমতার ধারে কাছেও নেই। ৯৯% এর জন্য নারীবাদ কি সেইসব নারীদের কাছে পৌঁছাতে পারবে?

ন্যান্সিঃ তাদের সকলেই নয়, কিন্তু অধিকাংশ। অবশ্যই তাদের কেউ কেউ ঠিক সেইসব পুরুষের মতো যারা ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছে। তারা রিপাবলিকান, হিলারিকে তাড়া ভোট দিবে না, অথবা ব্যবসায়ী শ্রেণীর, যারা অবাধ বাজার চায়। তাদের একটা উল্লখেযোগ্য সংখ্যক রিপাবলিকান ভোটার, তবে সবাই নয়। তাদের কেউ কেউ এমন সব এলাকার শ্রমজীবি নারী যেখান থেকে শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আয় উপার্জন বন্ধ হয়ে জীবন দূর্বিসহ হয়ে পড়েছে।

তাদের কেউ কেউ দক্ষিণাঞ্চলের নারী, যারা নতুন নতুন কিছু শিল্পায়নের ফলে আয় উপার্জন করতে পারলেও শ্রমিক ইউনিয়নের অনুপস্থিতিতে চরমভাবে শোষিত হচ্ছে। এরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আরও আছে গ্রামীণ নারী, আছে ক্ষুদ্র শহরের নারী, যারা সকলেই চরম বেকারত্বের, মাদকাসক্তি, ইত্যাদি সমস্যায় জর্জরিত।

মূল বিষয় হল- এইসব নারীরা সীমিত-নারীবাদ বা লিবেরাল নারীদের আর যেকোন ধরণের কাছে থেকেই কোন প্রকার ভালোকিছু পাবে না।

এখন পর্যন্ত তেমন কোন মানসম্পন্ন এথনগ্রাফিক গবেষণা করা হয় নি এইটা জানতে যে, কেন এইসব নারী ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছে, কিন্তু হবে। আমি কিছু কিছু সাক্ষাৎকার দেখে উপলব্ধি করেছি মানুষ কি ভেবেছে। যখন তারা *Hollywood Access tapes* থেকে নারীদেরকে যৌনাঙ্গ ধরা নিয়ে ট্রাম্পের বক্তব্য শুনেছে, এইসব নারীরা বলেছে যে, তাড়া এতে খুব খারাপ বোধ করেছে, তাড়া এমন বক্তব্য পছন্দ করে নি।

কিন্তু এরপরেও সার্বিক বিবেচনায় তাদের পথম পছন্দ ছিল ট্রাম্প। এছাড়াও আরও লোকজন ছিল যারা ট্রাম্পের মেক্সিকান বা মুসলিম বিষয়ক মন্তব্যগুলোকেও মেনে নিতে পারে নি। কিন্তু এরসব চরম অবমাননাকর মন্তব্যের পাশাপাশি ট্রাম্প এইসব লোকেদের আর্থিক দূরাবস্থার উন্নতির কথাও বলেছে।

আমি অবশ্যই সকল ট্রাম্প-সমর্থনকারীদের বর্ন বিদ্বেষী বলতে চাই না। ট্রাম্পের ভোটারদের মধ্যে অবশ্যই বর্ণ বিদ্বেষী আছে। কিন্তু আমি তাদের কাছে পৌঁছাতে চাই না এবং তাদের নিয়ে কোন আগ্রহও আমার নেই। কিন্তু তাদের মধ্যে একটা বড় অংশ আছে যাদের কাছে বামপন্থিরা পৌঁছাতে পারবে। আমরা জানি যে, ৮.৫ মিলিয়ন আমেরিকান যারা ২০১২ তে ওবামাকে ভোট দিয়েছিল তারা ২০১৬ তে ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছে।

সব থেকে গুরুত্বপূর্ন বিষয় হল, যখন নভেম্বরে নির্বাচন এলো, দেখা গেল একমাত্র পথ হিলারি ক্লিনটন, অর্থাৎ প্রগতিশীল নিওলিবারেলিজম। বার্নি স্যান্ডার্স অন্য কিছুর প্রতিনিধিত্ব করতেন, কিন্তু তিনি ততদিনে নির্বাচন থেকে ছিটকে পড়েছেন।

ক্রিস্টিনঃ তারমানে, আপনি বলতে চাইছেন যে, এই ৮.৫ মিলিয়ন আমেরিকানকে বামপন্থার মাধ্যমে দলে ভেড়ানো যাবে?

ন্যান্সিঃ আমি যে রাজনীতিকে সাপোর্ট করি, ৯৯% নারীর জন্য নারীবাদ যার একটা অংশ, তার লক্ষ্য হচ্ছে বার্নি স্যান্ডার্সের মতো একটা কিছুর পুনরুজ্জীবিত করা। প্রত্যেকটি প্রগতিশীল আন্দোলনকে বিশ্লেষণ করে এসবের মধ্যে কারা ৯৯%-এর পক্ষে আর কারা ১%-এর পক্ষে তা আলাদা করে সবাইকে একীভূত করা। বার্নি স্যান্ডার্সের আন্দোলনের মধ্যে এই ধারণা ছিল যে, শ্রমজীবী, মজুর, এবং "দিন আনি দিন খাই" স্তরের পরিবারসমূহের সমস্যাগুলোকে একত্রে মোকাবিলা করা, যেমন সকলের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্যবিমা, ব্যাংকগুলোকে নিয়ন্ত্রণ, অবৈতনিক শিক্ষা, ইত্যাদি।

যখন আমি বলি শ্রমজীবী মানুষ, আমি শুধুমাত্র সাদাদেরকে নির্দেশ করি না। আমেরিকার শ্রমজীবীদের মধ্যে অসংখ্য অ-সাদা এবং নারী অন্তর্ভূক্ত আছে। কাজেই, পেতে-ভাতের বিষয়কে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে, যা ৯৯%-এরই ইস্যু, তার সাথে অপরাধদমন ব্যবস্থার সংস্কারের বিষয়টি যুক্ত করা যায়, যেটি অ-সাদা মানুষের অন্যতম প্রধান ইস্যু, সন্তান-জন্মদানের ইস্যু যুক্ত করা যায়, যা সকল নারীর অন্যতম মূল ইস্যু। একইভাবে, আরও অন্যান্য কাঠামোগত এবং বস্তুগত ইস্যুকে সংযুক্ত করা যায়, যেগুলোকে অত্মপরিচয়ের ইস্যু মনে করে ভুল করা হয়।

>>

কাজেই, আমি মনে করি, ৯৯%-এর জন্য নারীবাদ এমন একটি দৃষ্টান্ত যা অন্যান্য সামাজিক আন্দোলনগুলোকে অনুসরণ করতে পারে। যেমন ধরা যাক, ৯৯%-এর জন্য পরিবেশবাদ। আমরা এইধারায় কিছু কিছু আন্দোলনকে ইতোমধ্যেই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সেসবকে এই নামেই ডাকা হোক এবং সুস্পষ্ট ভাবে সেই পথেই পরিচালনা করা হোক। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
ন্যান্সি ফ্রেজার <frasern@earthlink.net>

> গণতন্ত্রের সংকটকাল

হাউকে ব্রুনখর্স্ট, ফ্লেনসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়, জার্মানি

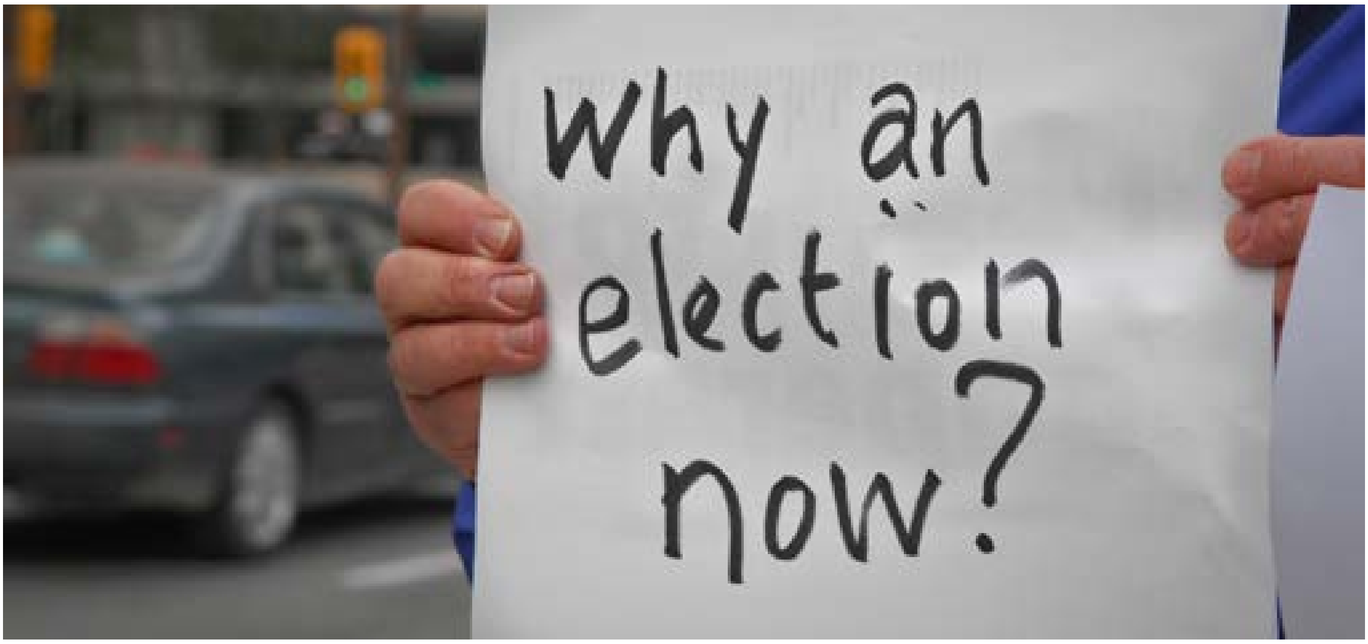

সংকটে যে গণতন্ত্র তা বর্তমান সামাজিক বিজ্ঞানে ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে।
Flickr/ItzaFineDay। স্বত্ব সংরক্ষিত।

এক শতক মারাত্মক, রক্তাক্ত এবং নিষ্ঠুর শ্রেণী বৈষম্য, বিশ্বব্যাপী গৃহযুদ্ধ এবং বিশ্ব বিপ্লবের পর, *পুঁজিবাদী রাষ্ট্র* সর্বজনীন হয়ে উঠেছিল (উদাঃ ২৩ ধারা থেকে ২৬ ধারা, জার্মান মৌলিক আইন), *গণতান্ত্রিক* ও *সামাজিক রাষ্ট্র* (২০ ধারা এবং ২৮ ধারা, জার্মান মৌলিক আইন)। বিশ্বের উত্তরে ন্যায়বিচার একটি "বিদ্যমান ধারণা" হয়ে দাঁড়ায় (হেগেল)।

সম্পত্তি ব্যক্তিগত ও জনসাধারণের মধ্যে অগণিত স্বতন্ত্র ভাগে বিভক্ত হওয়ার মাধ্যমে উৎপাদনের সম্পর্কগুলি আংশিকভাবে সামাজিকীকরণ করা হয়েছিলো। পুঁজিবাদী ও কর্মী একই সমুদ্র উপকূলবর্তী রিসোর্টে তাদের ছুটি কাটিয়েছেন, প্রথম উল্লেখিতরা সমুদ্রের দৃশ্যের, পরবর্তীরা রাস্তার দৃশ্যের সাথে। কিন্তু তাদের একই পানিতে সাঁতার কাটতে হয়, একই সৈকতে খেলতে হয় এবং প্রধান সমস্যা হল - তাদের বাচ্চাদের একই পাবলিক স্কুলে পাঠাতে হয়। শ্রমিকেরা ছোট গাড়ি চালাত, কর্ম প্রধান বড়গুলো, কিন্তু শেষমেশ তাদের প্রত্যেকেরই একই ট্র্যাফিক জ্যামে আটকা থাকতে হতো, যেহেতু ধনী ব্যক্তিদের জন্য তখনও হেলিপ্যাডযুক্ত আকাশচুম্বী অট্টালিকা ছিল না; না ছিল গরীবদের জন্য পর্যাপ্ত অগ্নি সুরক্ষা ছাড়া সুউচ্চ ভবন।

তারপরও দক্ষিণের বিপর্যয়ের চড়া দামের ফলে উত্তর বিশ্বের সমৃদ্ধি এসেছিল। রাষ্ট্রের কল্যাণ জাতীয়ভাবে সীমাবদ্ধ ছিল *সাদা, পুরুষ,* এবং *বিষমকামী*তে। কোন বিদ্যমান ন্যায়বিচার নেই "বিদ্যমান দ্বন্দ্ব" ব্যতীত (হেগেল)। গণতন্ত্রের সমাপ্তি হয়েছে- এবং এটি সব জায়গাতেই হয়েছে- *বর্ণের ক্ষেত্রে* এবং *লিঙ্গের ক্ষেত্রে*। ১৯৬০-এর দশক হতে, নতুন সামাজিক আন্দোলন বারবার প্রতিবাদ করেছে এবং বর্ণ, নারী মুক্তি, বিকলাঙ্গ অধিকার, যৌন আত্মনির্ভরতা, পরিবেশ সুরক্ষা এবং একটি সর্বজনীন সংস্কৃতির মানুষের নাগরিক অধিকার, মানবাধিকার অর্জনে ক্রমবর্ধমান সফল হয়ে উঠছে। ১৯৬৮ সালের মে মাসে যখন প্যারিসে ছাত্র ও শ্রমিকরা একদল হয়েছিল, অবশেষে তখন আধুনিক পুঁজিবাদ (বোল্টানস্কি)-এর *শৈল্পিক সমালোচনার* এবং *সামাজিক সমালোচনার* সমন্বয় সাধনের স্বপ্ন প্রতীয়মান হয়েছিল। অসম্ভবের চাহিদা বাস্তবসম্মত হয়ে উঠেছিল। যাইহোক, অর্থনৈতিক মন্দা ছিল- যা রাজনৈতিক অধিকারকে কর্মক্ষেত্রে নিয়ে আসে।

> রাষ্ট্র-সংযুক্ত বাজার থেকে বাজার-সংযুক্ত রাষ্ট্র

চিলি (১৯৭৩) এবং আর্জেন্টিনায় (১৯৭৬) রক্তক্ষয়ী সামরিক অভ্যু-

ইংরেজি সংস্করণ: আইএসএসএন ২৫১৯-৮৬৮৮

>>

থানগুলি উদারভাবে পশ্চিমের দ্বারা সমর্থিত ছিল, এটি ছিল পরীক্ষামূলক সংকট, যখন গ্রেট ব্রিটেন (১৯৭৯) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (১৯৮১) এর নবনিযুক্ত নির্বাচনী বিজয়গুলি পথকে সুগম করেছিল এবং আমলাতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের আত্মাহুতী অবশেষে নব্য-উদারপন্থী বিশ্বায়নের শেষ বাধাটি অতিক্রম করিয়েছিল। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে, রাষ্ট্র-সংযুক্ত বাজারগুলি বাজার-সংযুক্ত রাষ্ট্র হয়ে ওঠে। ব্যক্তিগত আইন অনুসারে বিস্তৃত (এবং ক্রমবর্ধমান) সংখ্যাক আন্তর্জাতিক শাসন দ্বারা পাবলিক আইনের অগ্রাধিকার স্থানান্তরিত হয়েছিল, যা পূর্বকালীন রোমান নাগরিক আইনের ক্ষেত্রেও ছিল, বিশেষত সাম্রাজ্য জুড়ে শাসক শ্রেণীর স্বার্থগুলি সমন্বয় করার উদ্দেশ্যে কাজ করে। আইনি লৌকিকতা, যা আমাদেরকে অনানুষ্ঠানিক শাসন থেকে মুক্ত করে দেয়, একটি অত্যন্ত গতিশীল অনানুষ্ঠানিক আইন দ্বারা সম্পূর্ণ হয়েছিল। আনুষ্ঠানিক সংবিধিবদ্ধ আইন এবং অনানুষ্ঠানিক নিষ্পত্তিযোগ্য আইনের একটি নতুন "দ্বৈত রাজ্য" (ফ্রেনকেল)-এর সীমাসূচক রেখা প্রকাশ করে।

ইউরো গ্রুপ ছিল এর একটি দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ। ২০১৫ সালে সংকটের ক্রান্তিকালে এই দল থেকে তার বর্জনের পর, গ্রিক অর্থমন্ত্রী এই সিদ্ধান্তের আইনি সমর্থনের অনুসন্ধান করেছিলেন। ইউরো গ্রুপের চেয়ারম্যান তার আইনজীবীদের আহ্বান করে ব্যাখ্যা করেছিলেন যে এই গ্রুপের কোন পদ্ধতিগত আদর্শ ছিল না যেহেতু এটি আইনত ভাষায় মূলত অস্তিত্বহীন ছিল এবং এর সদস্যরা হত্যাকান্ড বাদে প্রায় সবকিছুই করতে পারত যা তারা চাইত।

রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করার অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে প্রয়োগযোগ্য বাজারের সাদৃশ্য দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়, তখন তার সাংগঠনিক শক্তি ও পুলিশ বাহিনী অক্ষত থাকে যাতে "কারখানার রক্ষণাবেক্ষণ স্কোয়াড" হিসাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে, "সামগ্রিক বাজারের আদেশ" এর ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করে এবং এখনো দৃঢ়ভাবে তার ক্ষমতা "স্থাপিত" করে (হায়েক)। বিশ্ব বাজারের সংস্থাপন নিশ্চিত করে যে বিনিয়োগকারীরা অবাধে তাদের পছন্দ অনুসারে দেশ নির্বাচন করতে পারবে, অপরদিকে রাষ্ট্রগুলি তাদের বিনিয়োগকারীদের নির্বাচন করতে পারত না এবং এভাবেই তারা জোরপূর্বক একটি নিষ্ঠুর জাতিকে আকর্ষণীয় উৎপাদন অবস্থার জন্য তলদেশে পোঁছায়। ফলস্বরূপ, শ্রেণী, জাতি, জাতীয়তা ও প্রজন্মের মধ্যে সামাজিক পার্থক্যগুলি অকল্পনীয় উচ্চতায় ধাবিত করে।

ফুটবল অনেক উপায়ে বিশ্বব্যাপী সমাজের প্রতিফলন। যেখানে ১৯৮৫ সালে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের পেশাদার খেলোয়াড়রা সাধারণ সমর্থকদের থেকে প্রায় দ্বিগুণ উপার্জন করত, সেখানে এখন তারা ২০০ গুণ বেশি উপার্জন করে। খেলোয়াড়দের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি টিকেটের দাম বেড়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ফুটবল সমর্থকেরা, খাপ খাওয়াতে অক্ষম হয়ে ইস্তেফা দেয় এবং দূরে থাকেন, এবং বেশী উপার্জনক্ষম মানুষের দ্বারা সে স্থানগুলো পূর্ণ ছিল। একই দৃশ্য স্টেডিয়ামের বাইরেও: অসচ্ছল প্রতিবেশীকূলের নতুন সমাজে প্রবেশ করার আর সামর্থ না থাকায় তারা রাজনৈতিক উদাসীনতা, মদ, ড্রাগ-সম্পর্কিত পতিতা বৃত্তিতে ডুবে যায়। নির্বাচনের ফলাফল ৩০% এর কম যেখানে শহরে ধনী অংশগুলিতে ৯০% এরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, সাম্প্রতিক ভ্রম হিসাবে উন্নতির শীর্ষে থাকাকে কাজে লাগিয়েছে এবং যদিও প্রাথমিকভাবে প্রদর্শিত অগ্রগতির চেয়ে ফলাফল অনেক নগণ্য ছিল, তবে অন্তত একপক্ষের পকেট ভর্তি থাকত। স্বাভাবিকভাবেই, বাম দলগুলি, যারা ধারাবাহিকভাবে ভোটারদের হারাচ্ছিল, প্রতিটি নির্বাচনে ডান দলগুলির দিকে এগিয়ে যান- যেমনটি কেউ বিবর্তনের অসীম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাজার অর্থনীতিতে প্রত্যাশা করে।

> সামাজিক বৈষম্য রাজনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে

প্রধান নারীবাদী এবং বহুসাংস্কৃতিক অর্জন তাদের "ন্যায্য মূল্য" (রাউলস) হারিয়েছে যা আধিপত্যের দশকের পুরোনো সম্পর্ককে ধ্বংস করে। বেকার, ইহুদী, সমকামী এবং পূর্বে দোষী সাব্যস্ত কালো নারী তার স্থানীয় মহল্লার "রক্তের সম্পর্ক" (মার্ক্স) ছেড়ে চলে যেতে পারত না যেখানে সে সকল সেমিটিক বিরোধী, সমাকামভীত এবং নারীবিদ্বেষী কুসংস্কার সমালোচনার পাত্র হিসাবে সেরকমই মোকাবিলা করত যেরকম সে লিঙ্গ বৈষম্যতা এবং পুলিশের সহিংসতা এবং দলবদ্ধ পুরুষদের বিরুদ্ধে করতো।

নির্বাচনী প্রচারাভিযান যদি বিশ্ববাজারের স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র-অর্থনৈতিক কৌশলগুলির সাথে খাপ খাওয়াতে *রাজনৈতিক বিকল্পের* নব্য-উদারপন্থী অর্থনৈতিক বাজারের পরিবর্তে শুধু *প্রযুক্তিগত বিকল্পগুলি* উপস্থাপন করে তাহলে গণতন্ত্র বিদ্যমান থাকে না।

শপিং মলগুলির "চমকপ্রদ যন্ত্রণা" (কান্ট) তাদের লিবিয়ার মরুভূমিতে, সমুদ্রে এবং আমাদের দক্ষিণ সীমান্ত বরাবর ক্যাম্পে তার ভয়ঙ্কর অ-চমকপ্রদ দিক প্রকাশ করে। গ্রিসের লেসবস দ্বীপের প্রাক্তন মরিয়া শরণার্থী ক্যাম্প এখন একটি নির্বাসন কেন্দ্র রূপান্তরিত হয়েছে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন একসময় যার জন্যে রুখে দাঁড়িয়েছিল এখন সেটাকে উৎসর্গ করল। "স্বাধীনতা, নিরাপত্তা এবং ন্যায়বিচারের ক্ষেত্র" (৪ ধারা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন পরিচালনার চুক্তি, তদপেক্ষা টিএফইইউ)" মৌলিক অধিকারগুলির প্রতি সম্মানের সাথে" (৬৭ ধারা, টিএফইইউ), আন্তর্জাতিক "আশ্রয়ের অধিকার" নিশ্চিত করে (১৮ ধারা, ইইউ এর মৌলিক অধিকারগুলির দলিল) এবং "*জোরপূর্বক আশ্রিতাদের নিজ দেশে ফেরত না যাওয়ার নীতির* সাথে সম্মতি" (৭৮ ধারা, টিএফইইউ), যেখানে "বর্ণবাদ এবং বিদেশাতঙ্ক" রোধ করা হয়েছে এবং সংহত করা হয়েছে (৬৭ ধারা, টিএফইউইউ), যা তিনটি ভিন্ন সীমানা দিয়ে ব্যাখ্যা করে- ভয়াবহ অস্বাস্থ্যকর, চিকিৎসা স্বল্পতা এবং লেসবসের মরিয়া ক্যাম্পের প্রচন্ড ঘনবসতিঃ প্রথমত, আটক শিবিরের সীমানা ইটের প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত, প্রত্যাক্ষিত আবাসন আশ্রয় প্রার্থীদের এবং নবীন অভিবাসীদের অবৈধভাবে অনুমোদন দেওয়া হয়। দ্বিতীয় সীমানার কাঁটাযুক্ত তার, পর্যবেক্ষণ টাওয়ার এবং সশস্ত্র রক্ষী বাহিনী কেন্দ্রস্থলে আটক ক্যাম্পকে রেখে আশেপাশে উদ্বাস্তু আবাসস্থলের আঙিনাকে ঘিরে রাখত। তৃতীয়টি হল সমুদ্র এবং দ্বীপ যা ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি কারো নেই। সমুদ্রের কল্যাণে, যা আমাদের বাজারের প্রকৃতিকে রক্ষা করে। সীমানা প্রাকৃতিক আইনের একটি উপাদান হয়ে ওঠে। কেউ আসলেই তাকে আটক করা হত যেন যাত্রা একটি অপরাধ ছিল। ক্যারোলিন উইডেম্যানের ভাষ্যমতে: "মরিয়ার মতো জায়গাগুলি ইইউ জুড়ে পরিকল্পিত। তাদেরকে 'নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্র' বলা উচিৎ [জার্মান ভাষায়: কন্ট্রোলিয়েরটে জেনেট্রেন'] এই শিরোনামটির [জার্মান] সংক্ষেপকটি কী হতে পারে তা অনুমান করতে পছন্দ করবে না কেউই"। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
হাউকে ব্রুনখ্রস্ট <brunkhorst@uni-flensburg.de>

> কর্তৃত্ববাদী পুঁজিবাদের উত্থান

ক্রিশিয়ান ফুস, ওয়েস্ট মিনিস্টার বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অতি ডান রাজনীতি তার ক্ষমতাকে সম্প্রসারিত এবং সুসংহত করেছে। আমাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্প (রিপাবলিকান পার্টি), হাঙ্গেরিতে ভিক্টর ওরবান (ফাইডস), অস্ট্রিয়াতে হিন্জ ক্রিশ্চিয়ান স্ট্রাইচ (ফ্রিডম পার্টি), নেদারল্যান্ডসে জিয়ার্ট উইল্ডারস (ফ্রিডম পার্টি), ভারতে নরেন্দ্র মোদি (ভারতীয় জনতা পার্টি), তুরস্কের রেসেপ তাইয়েপ এরদোগান (একেপি), জার্মানির বিকল্প, পোল্যান্ডে জারোস্লা কাকজানস্কি (আইন ও বিচার), ফ্রান্সের মেরিন লে পেন (জাতীয় ফ্রন্ট), ইতালির লেগ নর্ড, ভ্লাদিমির পুতিন (অল-রাশিয়া পিপলস ফ্রন্ট) রাশিয়া, ইত্যাদি রয়েছে। কিভাবে এই বিকাশ সর্বোত্তমভাবে চিহ্নিত করা যাবে? সমাজতাত্ত্বিক কোন বিভাগ এই কাজের জন্য সর্বোত্তম উপযুক্ত?

বিশিষ্ট পরামর্শ হল জনপ্রিয়তা ধারণাটি ব্যবহার করা উচিত। জন-ওয়ার্নার মুলার (২০১৭) সম্প্রতি এই প্রস্তাবটি তার বই *ওয়াট ইজ পোপুলিজম*-এ পুনর্নবীকরণ করেছেন? বইটিতে তিনি জনপ্রিয়তাকে *রাজনীতির একটি বিশেষ নৈতিক কল্পনা* হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, যা রাজনৈতিক বিশ্বেকে নৈতিকভাবে বিশুদ্ধ এবং পুরোপুরি ঐক্যবদ্ধ হিসেবে উপলব্ধি করার একটা মাধ্যম হিসেবে [...] শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধচারণকৃত মানুষদেরকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে মনে করে, অথবা অন্য কোনভাবে নৈতিকভাবে দুর্বল বলে মনে করে। [...] জনপ্রিয়তাবাদীরা সর্বদা এন্টি-বহুবচনবাদী: জনপ্রিয়তাবাদীরা দাবি করে যে তারা এবং *শুধুমাত্র তারা* জনগণকে প্রতিনিধিত্ব করে। "তিনি আরোও লক্ষ্য করেন যে জনপ্রিয়তা হলো "পরিচয় রাজনীতির একটি ব্যতিক্রমমূলক রূপ" যা "গণতন্ত্রের জন্য একটা বিপদ" ধারণ করে এবং "নাগরিক সমাজকে দমন করতে" লক্ষ্য করে।

এই পন্থাগুলো সিরাজ, ইভো মোরালেস, পডেমোসদের, বা বার্নি স্যান্ডার্সের বাম এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প, গার্ট উইল্ডারস, অথবা মেরিন লে পেনের ডান,একই শ্রেণীর জন্য ব্যবহার করা হয়। ফলাফলটি হলো, সর্বজনীনতাবাদ তত্ত্বের মতোই, মৌলবাদী ডানের সাথে বামের তুলনা করা হয় এবং এর ফলে প্রথমগুলোর বিপদগুলো তুচ্ছ হয়ে যায়। মুলারের মতে, ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং বার্নি স্যান্ডার উভয় জনপ্রিয়তাবাদী। বার্নি স্যান্ডার অবশ্যই একজন রীতিবিরুদ্ধ রাজনীতিবিদ, কিন্তু ট্রাম্পের বিপরীতে তার গণতান্ত্রিক অভিযোজন সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই।

এটি আমার ২০১৮ সালের বই *ডিজিটাল ডেম্যাগগগ: অ্যাক্টিভিটিরি ক্যাপিটালিজম ইন দি ট্রাম এন্ড টুইটারস*-এর মত দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন এবং সমালোচনামূলক রাজনৈতিক অর্থনীতি, মতাদর্শ সমালোচনা এবং সমালোচনামূলক মনোবিজ্ঞানকে সংহত করে। ডানপন্থী কর্তৃত্ববাদ (আরডাব্লিউএ) চারটি উপাদানকে প্রকাশ করে (চিত্র ১ দেখুন): শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বের প্রয়োজনে বিশ্বাস; জাতীয়তাবাদ; বন্ধু /শত্রু প্রকল্প; এবং জঙ্গি পিতৃতন্ত্র (আইন ও আদেশ নীতি; যুদ্ধ ও সৈন্যদের আদর্শায়ন; নির্মিত শত্রুদের দমন; রক্ষণশীল লিঙ্গ সম্পর্ক)। আরডাব্লিউএ সামাজিক সমস্যার ভিত্তি এবং কারণ হিসাবে শ্রেণী কাঠামো এবং পুঁজিবাদের ভূমিকা থেকে মনোযোগ বিভ্রান্তির মতাদর্শগত উদ্দেশ্য প্রদান করে। উদ্বাস্তু, অভিবাসী, উন্নয়নশীল দেশ ও মুসলিম ইত্যাদির মতো বেকুবদের, কম বেতন, অর্থনৈতিক স্থগিতাদেশ, জনসাধারণের সেবা হ্রাস, হাউজিং সঙ্কট, এবং অপরাধের মতো সমস্যাগুলির জন্য দোষারোপ করা হয়। আমেরিকা যে তাদের পুঁজিবাজারে এবং আউটসোর্সিং মূলধনের গন্তব্যস্থলগুলোতে চীনের সোয়েট শপগুলোতে এবং মেক্সিকান ম্যাকুইলাডরাসদের শোষণ করেছে। সেগুলোকে কখনো উল্লেখ না করেই-,ট্রাম্প মেক্সিকো ও চীনকে *অশিল্পায়ন* এবং সামাজিক পতনের জন্য দোষারোপ করেছে।

চিত্র ১: ডানপন্থী কর্তৃত্ববাদ মডেল

তথ্যসূত্র: সি ফুস, ২০১৮।

>>

আরডাব্লিউএ না চেতনা, না কাঠামো কিংবা সমাজের কোনো এক-টিরও ধরন নয়। এটি একটি প্রক্রিয়া যা সমাজের বিভিন্ন স্তরে হতে পারে: ব্যক্তি (কর্তৃত্ববাদী ব্যক্তিত্ব গঠন, চেতনা, এবং ব্যক্তিগত রাজনৈতিক আচরণ), রাজনৈতিক দল এবং আন্দোলন, মতাদর্শ, প্রতিষ্ঠান, অথবা সমাজ সামগ্রিকভাবে হতে পারে। ডানপন্থী চরমপন্থা ও ফ্যাসিবাদ আরডাব্লিউএ-এর তীব্রতা, যা সহিংসতা ও সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক উপায়ে শারীরিক সহিংসতা ও সন্ত্রাসকে অনুসরণ করে।

আরডাব্লিউএ উত্থানের সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যাগুলি দাবি করে যে "পরবর্তী-বস্তুবাদী" সমাজের উত্থানের ফলে একটি প্রজন্মের গ্যাপ সৃষ্টি হয়েছে, যার মধ্যে পুরোনো প্রজন্ম রক্ষণশীল মূল্যবোধ ধারণ করে এবং অতীতের ক্ষতি সম্পর্কে আর্তনাদ করে। কিন্তু উদাহরণস্বরূপ, বস্তুবাদ পরবর্তী অনুমানটি ব্যাখ্যা করতে পারে না, কেন ২০১৭ সালে অস্ট্রিয়ায় ফেডারেশন নির্বাচনে, ১৬-২৯ (৩০%) বছরের দূর-ডানপন্থীরা সর্বাধিক শক্তিশালী ছিল। কিন্তু ৬০+ বছর বয়সের মধ্যে কেবল তৃতীয় বৃহত্তম দল ছিল।

একটি বিকল্প ব্যাখ্যা রাজনৈতিক অর্থনীতি গুরুত্ব সহকারে নেয়। এই উদ্দেশ্যে, সমালোচনামূলক রাজনৈতিক তাত্ত্বিক ফ্রাঞ্জ এল. নিউম্যানের ১৯৫৭-এর প্রবন্ধটি এয়্যাংজাইটি এয়ান্ড পলিটিক্স সহায়ক। এই ব্যাখ্যা অনুসারে ডানপন্থী কর্তৃত্ববাদের উত্থানে শ্রম বিচ্ছিন্নতার সাথে কাজ করতে হয়েছে (পরিসংখ্যান ২ এবং ৩ দেখুন); ধ্বংসাত্মক প্রতিযোগিতা; সামাজিক বিচ্ছিন্নতা যা সামাজিক পতনশীলতার ভয় সৃষ্টি করে; রাজনৈতিক ব্যবস্থা, রাজনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক দলগুলি থেকে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা এবং দূর-ডানপন্থী গোষ্ঠীগুলি নিয়ে উদ্বেগের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, যা ভয়ঙ্কর রাজনীতির ভয়ে ভীত হয়ে অগ্রসর হয়।

চিত্র ২: ইউএসএ ও ইইউ-তে বিভিন্ন সময়ের জিডিপিতে মজুরির পরিমান

তথ্যসূত্র: এমিকো।

চিত্র ৩: ইউএসএ ও ইইউ-তে বিভিন্ন সময়ের জিডিপিতে মূলধনের পরিমান

তথ্যসূত্র: এমিকো।

কর্তৃত্বপূর্ণ পুঁজিবাদ নব্য-উদারপন্থী পুঁজিবাদের নেতিবাচক দ্বন্দ্বের ফল। বাজারের স্বাধীনতা ও সামাজিক স্বাধীনতার দ্বন্দ্বের ফলে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য ও সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল, যা ২০০৮ সালের বিপর্যয়ের পর একটি নতুন মানের রূপে পরিণত হয়েছিল। সামাজিক গণতন্ত্রের বুর্জোয়াকরণ এবং বিকাশ ও বাম দুর্বলতা এবং পরবর্তী আধুনিক পরিচয় রাজনীতির বর্গীকরণ এবং শ্রেণী রাজনীতি এবং শ্রেণী বিশ্লেষণের গুরুত্বকে কমিয়ে আনা, যা দূর-ডানপন্থী ও কর্তৃত্ববাদী পুঁজিবাদের উত্থানকে বাড়িয়ে তোলে। নব্য-উদারপন্থী পুঁজিবাদের ফলে বিচ্ছিন্নকরণের সার্বিকীকরণ ঘটে। হার্ভে, হাডর্ট এবং নেগ্রি এবং পাশাপাশি আমি নিজে অন্যত্র যুক্তি দিয়েছিলাম যে, নব্য উদারতা প্রায় সবকিছুই তৈরির জন্য আনা হয়েছে যা দ্বারা আমরা বিচ্ছিন্নতা এবং মূলধনের অধীনে সমাজের বাস্তব অবলম্বন দ্বারা চলমান আদিম সংমিশ্রণ অনুভব করেছি। ইনডেভিড হার্ভির এই শব্দগুলি: "ব্যাপক বিচ্ছিন্নতাবাদে আকৃষ্ট আন্দোলনের পাশাপাশি ডানপন্থী জনপ্রিয়তা এবং জাতীয়তাবাদী ও বর্ণবাদী আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প বিচ্ছিন্নতার রাষ্ট্রপতি"। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
ক্রিশিয়ান ফুস <christian.fuchs@triple-c.at>

> অবৈধ নাগরিকত্ব হিসেবে জাতিগত নাগরিকত্ব

আন্দ্রেয়া সিলভা-তাপিয়া, হামবোল্ড ইউনিভার্সিটি, বার্লিন, জাস্টাস লেইবাগ বিশ্ববিদ্যালয়, গিইসেন, জার্মানি

> বর্তমান ঔপনিবেশিক বিশ্বে নাগরিকত্ব ও জাতিরাষ্ট্রের গঠন

ধারণা হিসেবে নাগরিকত্ব অস্পষ্ট এবং এর অর্থ নিয়ে বিতর্ক ব্যাপক। কারো মতে এই প্রত্যয়টি জাতীয়তা বা দেশের অংশ হিসেবে আইনগত স্বীকৃতিকে বুঝায়, অন্য কারো মতে এটি একটি পরিচয়ের বাহক। বিভিন্ন সংজ্ঞার প্রেক্ষিতে এবং টি.এইচ. মার্শাল, মার্গারেট সমার্স, টি.কে.ওমেন, এঞ্জিন এফ. ইসিন এবং অন্যান্যদের মধ্যে প্যাট্রিসিয়া কে.উডদের মত ভিন্নধর্মী লেখকদের মত অনুযায়ী, নাগরিকত্বকে একটি রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক স্থানের সদস্য হিসেবে আধুনিক স্বীকৃতি হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তথাপি, নাগরিকত্বের ধারণা জাতিরাষ্ট্রের সাথে *আইনগত* এবং *সাংকেতিক সংশ্লিষ্টতাকে* প্রকাশ করে। এটি একটি সহজ সংজ্ঞা মনে হয় কিন্তু এটা আরো জটিল হয় যদি আমরা যেখানে নাগরিকত্বের ধারণা উত্থাপিত হয়, সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করি।

জাতিরাষ্ট্রের উৎপত্তির হাতে নাগরিকত্বের আধুনিক ধারণা গড়ে উঠেছে। নাগরিকত্ব আধুনিকতা, জাতিরাষ্ট্রের গঠন এবং অধিভুক্তির ধারণার সাথে যুগপৎ ভাবে সম্পর্কিত একটি ধারণা। একে ফরাসী বিপ্লব ও যুক্তরাষ্ট্রের বিপ্লব এবং ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের অন্তনির্ভরতায় প্রকাশিত ১৮ শতকের পরবর্তী জাতিরাষ্ট্রের ধারণার সাথে মেলানো যেতে পারে, যেটা জাতিরাষ্ট্রের গঠনের একই ধারা অনুসরণ করেছিল। আধুনিক জাতিরাষ্ট্রকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে যেখানে একটি লিখিত সংবিধান এবং সমতা ভিত্তিক নাগরিকত্বের শাসন থাকে। এভাবে আইনের নীতি রাজতন্ত্র দৈব অধিকার থেকে পরিবর্তিত হয়ে সাম্য নাগরিকের জাতির প্রতিনিধিত্বের দিকে পরিবর্তিত হয়। যাহোক, নাগরিকত্ব ও জাতিরাষ্ট্রের এই ধারণাগুলো জাতিরাষ্ট্র গঠনের এককেন্দ্র ভিত্তিক, যেখানে শক্তিশালী উপনিবেশ ছিল এবং এখনও আছে।

অবৈধ নাগরিকত্ব আমাদের বর্তমান পিতৃতান্ত্রিক, ইউরোপীয় এবং খ্রিস্টান কেন্দ্রীয় বিশ্ব ব্যবস্থায় প্রবিষ্ট একটি ঔপনিবেশিক নাগরিকত্ব নামকরণেরর আরেকটি উপায়। এই ঔপনিবেশিক বিশ্ব পদ্ধতি বিশ্ব ব্যাপী জাতিগত আধিপত্যের মাধ্যমে পরিচালিত হয় যা কোন গোষ্ঠিগুলো প্রতিপত্তি পাওয়ার যোগ্য এবং কোনটি নয় তা নির্ধারণ করে। আনজা ওয়েইস যুক্তি দেখান যে, আমরা বর্ণবাদ নিয়ে কথা বলতে পারি "যখন একটি দীর্ঘমেয়াদী এবং স্থিতিশীল নির্ধারক অন্যের অভিযোগ প্রকাশের ভান করে এবং সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস, প্রথা, এবং প্রতিষ্ঠানকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যা জৈবিক কিংবা অন্য কোনো স্থিতিশীল প্রার্থক্যের নির্বিশেষে এই শ্রেনীর সমষ্টির স্বতন্ত্র অধিকারকে প্রভাবিত করে। এই জাতিগোষ্ঠির জাতিগত নাগরিকত্ব শুধু বিশ্বব্যাপী আদিবাসী ও সংখ্যালঘু গোষ্ঠির দ্বারাই অভিজ্ঞ নয়, আরো যুক্তরাষ্ট্রে ও ল্যাটিন আমেরিকানদের অথবা জার্মানিতে তুর্কিদের সাথে ঘটিত জাতিগত প্রক্রিয়ার শিকার এমন অভিবাসীদের দ্বারাও অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত হয়। এই জাতিগতকরণ পদ্ধতির অর্থ হল যে, একটি গোষ্ঠি তার জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে অবমূল্যায়িত হয় এবং একটি স্বজাতীয় গোষ্ঠি হিসেবে গঠিত হয়।

ইউরোপ কেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় জাতিরাষ্ট্রের এই ধারণায় জাতি হল এমন একটি বিষয় যার ওপর আধুনিক রাষ্ট্রগুলো নির্মিত এবং তাদের বৈধতার ভিত্তিতে। জাতি এবং আধুনিক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পর্ক মনে হয় স্পষ্ট এবং এটা সাধারণত আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রশ্ন করা হয় না। আমরা প্রায়ই পরিবর্তন করে "জাতি", "রাষ্ট্র", এবং "দেশ" প্রত্যয়গুলো ব্যবহার করে থাকি। এবং মাঝে মধ্যে আমরা নাগরিকত্বকে তাদের সবগুলোর সমার্থক হিসেবেও মনে করি।

> বৈধ ও অবৈধ নাগরিক

জাতিগত সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী হিসাবে জাতিকে সংহত করা নাগরিককে বৈধ নাগরিক বলে মনে করা হয়, অথচ জাতিগত নাগরিকরা অবৈধ ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত হয়। উত্তরসূরি দেশের নাগরিক হিসেবে বিবেচিত কিন্তু বৈধ বা "বাস্তব" নয়। জাতিগততা ও জাতি অবমূল্যায়ন সম্পর্কিত এই অবৈধতা একটি নির্দিষ্ট ধরনের বৈষম্য যা মানুষের মর্যাদা এবং তাদের জন্য উপলব্ধ সুযোগগুলি প্রভাবিত করে এবং বৈষম্য ও অপমানের দিকে পরিচালিত করে। এই বৈষম্য জাতি রাষ্ট্রের জন্মের সাথে নাগরিকত্ব বৈষম্য হিসেবে শুরু হয়েছিল, কিন্তু এটি শ্রেণীবিভাগ ও কাঠামো অনুসরণ করে যা পূর্বে থেকেই আসে (প্রাক-জাতি রাষ্ট্র অথবা ঔপনিবেশিক সময়গুলো)। জাতি রাষ্ট্র গঠন বা স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতারা একটি সমষ্টিগত জাতীয় পরিচয় প্রচার করেছিল যা অনেক বিশেষত্বকে একপাশে রেখেছে, যেমন ঘটেছে ম্যাপুকেস (চিলির একটি আদিবাসী সম্প্রদায়) অথবা উত্তর-পূর্ব ভারতের (যারা ভারতের বিভিন্ন জাতিগত গোষ্ঠিকে প্রতিনিধিত্ব করে, কিন্তু প্রযোজ্য এবং অনেকাংশে ছাঁটাইকৃত) এবং আজকের মত জাতিগত অভিবাসীদের (জার্মানিতে তুর্কি অভিবাসী) সাথে ঘটে। চিলির ম্যাপুকেস আর ভারতের উত্তর-পূর্ব বাসীরা স্বল্প শিল্পোন্নত এলাকায় বসবাস করে, যেখানে কম কর্মসংস্থান আর শিক্ষার সুযোগ রয়েছে। উভয় দল রাষ্ট্র এবং পুলিশের (উত্তর-পূর্বাঞ্চল বাসীদের সাথে

>>

"বর্ণত্ব নাগরিক, অবৈধ্য নাগরিককে সর্বদা একটা দলের অংশ হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয় এবং কখনই স্বতন্ত্র ব্যক্তি মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না।"

এমনকি সেনাবাহিনীর সাথেও) সাথে সংঘর্ষের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং তাদের পরিচয় কর্তৃত্ববাদী জাতীয় পরিচয় দ্বারা মুখোমুখি হয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্ষেত্রে, তারা অন্যান্য জনমানব থেকে সহিংসতা ও হয়রানি ভোগ করে, বিশেষত যখন তারা উত্তর-পূর্ব ছেড়ে চলে যায় এবং দিল্লী, মুম্বাই বা ব্যাঙ্গালোরের মতো শহরগুলিতে স্থানান্তরিত হয়।

আইনি স্বীকৃতি স্বত্ত্বেও বৈধ ও অবৈধ নাগরিকরা দুই ধরনের নাগরিক। যাইহোক, দ্বিতীয় পরবর্তীগুলোকে নির্বাসিত করে অন্তর্গত মাত্রা শুধু প্রাক্তনদের জন্য স্বীকৃত। অবৈধ নাগরিকদের কিছু ঘাটতি আছে, তাদের সংস্কৃতি এবং আচরণকে অসম্পূর্ণ হিসেবে দেখা হয়, এবং এটি বৈষম্য ও অপমানকে প্ররোচণা দেয় যা সমাজের বাকি অংশের কাছে অদৃশ্য।

> গণতন্ত্রের ফলাফলসমূহ

নাগরিকত্ব হল ব্যক্তিকে নির্দেশ নির্দেশ করা একটি ধারণা কিন্তু যখন একে জাতিগতকরণ করা হয়, তখন বিষয়গুলো থেকে ব্যক্তিকতাকে দূরে সরিয়ে নেওয়া হয়। জাতিগত নাগরিক, অবৈধ নাগরিককে সবসময় একটি গোষ্ঠির অংশ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়ঃ "অভিবাসীগণ," "আরব," "মুসলমানগণ," "আদিবাসী," উত্তরপূর্ব ভারতীয়," এবং কখনো স্বায়ত্বশাসিত ব্যক্তিগত বিষয় নয়। এই ব্যক্তিত্ব সাদাদের জন্য সংরক্ষিত। ফলস্বরূপ, একটি সাদা ইউরোপীয় বা ইউরোপীয় বংশধরদের ব্যর্থতা ব্যক্তিগত ত্রুটির জন্য দায়ী করা হয়; তারা স্বতন্ত্র নাগরিক হওয়ার সুবিধা তারা ভোগ করে। এটি "সাদা বিশেষাধিকার" হিসাবে ধারণা করা হয়েছে। অন্যদিকে, ঔপনিবেশিক বিষয়টির ব্যর্থতা, অবৈধ নাগরিকের ভুলগুলি তাদের সংস্কৃতি, জাতি, গোষ্ঠি, জাতিগততার ওপর চাপায়ে দেওয়া হয়, কিন্তু স্বায়ত্বশাসিত নাগরিক হিসাবে কখনো নয়। অবৈধ নাগরিকরা সব-সময় তাদের জাতিগত ও জাতিগত নাগরিকত্ব বন্দী হয়ে থাকে, যারা সাদা অধিকার ভোগ করে তারা নয়। সাদা বিশেষাধিকার একটি অদৃশ্য নিষ্পত্তি হিসেবে পরিচালিত হয়; কখনো সুযোগ প্রাপ্তদের জাতীয়তা উল্লেখ বা স্বীকার করা হয় না। এর অস্তিত্ব নেই এবং এটা সত্য যা ব্যক্তির স্বাধীনতাকে তুলে ধরে। বিশেষাধিকার প্রাপ্তদের অর্জন আর ব্যর্থতাকে ব্যক্তিগত অর্জন হিসেবে দেখা হয় এবং জাতিগত অন্তর্ভুক্তির অংশ হিসেবে নয়।

কিছু গোষ্ঠির অভিজ্ঞতাকে স্বীকৃতি না দেওয়া দ্বন্দ্ব এমনকি সহিংসতা-কে ছড়াতে পারে যদি তাদের চাহিদাগুলোকে গুরুত্ব সহকারে দেখা হয় না। বর্তমান বিশ্বে, আমরা পারি না সাংস্কৃতিকভাবে, জাতিগতভাবে, অথবা জাতিগতভাবে একক জাতিরাষ্ট্রের কথা চিন্তা করতে পারি না। যেসব কথা নিরব ছিল, সেসব মানুষের কথা শুনা হল একটি ঐতিহাসিক ঋণ যা গণতন্ত্রকে আরো গভীর করার শর্তে পূর্ণ করে দিতে হবে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
আন্দ্রেয়া সিলভা-তাপিয়া
<andrea.silva-tapia@sowi.uni-giessen.de>

> গণতন্ত্রের ভুল ধারণা

১৯৯৪ পরবর্তী দক্ষিণ আফ্রিকায়

লেনজিউই এনডিলভু, উইটওয়াটারস্রান্ড বিশ্ববিদ্যালয়, দক্ষিণ আফ্রিকা

বই নিয়ে দাঙ্গা ও লেখার প্রবণতা এসেছে #ফিসমাস্টফল আন্দোলন থেকে এবং শিক্ষার্থী কর্মীদের দ্বারা প্রবন্ধগুলো সংগ্রহ করা। স্বত্ব: এসডব্লিউওপি।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৯৭৬ সালে সোয়েতো ছাত্র বিদ্রোহের পর থেকে, তার জঙ্গিবাদে অভূতপূর্ব ছাত্র আন্দোলন কর্তৃক দক্ষিণ আফ্রিকা করায়ত্তে ছিল। ২০১৫ সালে #ফিসমাস্টফল আন্দোলন উত্থাপিত হয়েছিল এবং ২০১৬ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এই দাবিগুলি বিনামূল্যে মানসম্মত শিক্ষার অধিকার এবং উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির রূপান্তর এবং বিচ্ছিন্নীকরণের জন্য তৈরি হয়েছিল। এই আন্দোলন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে ছড়িয়ে পড়ে এবং ছাত্র ও বহিঃবিশ্ববিদ্যালয় কর্মীদের মধ্যে একটি অনন্য জোট দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিল। এই সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল গণতন্ত্রের ব্যর্থতা এবং ১৯৯৪ সালের পরে দক্ষিণ আফ্রিকানদের কাছে তুলে ধরা একটি "রৌদ্রোজ্জ্বল জাতির" ধারণাটির প্রতারণার সাথে সরাসরি সংঘর্ষ।

যদিও গণতন্ত্রের ধারণার বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে যা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার, স্বাধীন ও সুষ্ঠু নির্বাচন, এবং বিভিন্ন মানবাধিকার ও স্বতন্ত্র অধিকারগুলির অনুশীলন অন্তর্ভুক্ত করে, তবে দক্ষিণ আফ্রিকানদের কাছে গণতন্ত্রের অর্থগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার ঐতিহাসিক বর্জনের সাথে গভীরভাবে যুক্ত। দাসত্ব ও ঔপনিবেশিকতার কয়েকশত বছর ছাড়াও, ৪৬ বছর বর্ণবাদী বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়াই হয়েছিল যা ইচ্ছাকৃতভাবে সামাজিক-সাংস্কৃতিক জায়গা এবং অর্থনৈতিক সুযোগ থেকে কালো মানুষকে পৃথক করে বাদ দিয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার কালোরা গণতন্ত্রের স্পষ্ট অর্থ দাঁড় করাতে চেয়েছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, একটি "রৌদ্রোজ্জ্বল জাতির" ধারণা যা একটি অন্যতম সংগ্রামের প্রতিমূর্তি দ্বারা তৈরি হয়েছিল, বিশপ ডেসমন্ড টুটু প্রস্তাব করেছিলেন যে জাতিগত বৈষম্য দূর করে, জাতিগতভাবে বিভক্ত দক্ষিণ আফ্রিকানরা সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পদে সমান সুযোগ দিয়ে এক জাতি হয়ে উঠতে পারতো।

#ফিসসমাস্টফল আন্দোলনটি এমন একটি উপলব্ধি কেন্দ্রিক গড়ে উঠেছিল যা মনে করত যে গণতন্ত্র একটি প্রহসন এবং রৌদ্রোজ্জ্বল জাতি একটি পৌরাণিক ধারণা। যদিও বেশিরভাগ ঐতিহাসিকভাবে সাদা প্রতিষ্ঠান যেমন অন্যান্যদের মধ্যে উইটওয়াটারসান্ড (উইটস) এবং কেপ টাউন (ইউসিটি) বিশ্ববিদ্যালয় কালো ছাত্রদের সংখ্যা বাড়িয়ে শিক্ষার্থী জনসংখ্যা রূপান্তরিত করে নিজেদের গর্ব করে, এটি বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে। এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয় এখনও গভীরভাবে প্রোথিত সাংস্কৃতিক এবং মহামারী সহিংসতায় দেশের সবচেয়ে ব্যয়বহুল বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে পড়ে। তাছাড়া, যখনই কালো শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি সামাজিকভাবে, ভৌগোলিকভাবে, সাংস্কৃতিকভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র ব্যাকগ্রাউন্ডের শিক্ষার্থীদের কৌশলে বাদ দিয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায়, ১৯৯৪ সালের পরে পূর্বের বঞ্চিত দলগুলি গণতান্ত্রিক বিধান থেকে উপকৃত হবে বলে আশা করা হয়েছিল; প্রধান মুক্তিযোদ্ধা পার্টি, আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস (এএনসি), তাদের স্লোগান ছিল "সকলের জন্য উন্নত জীবন"। জনগণ তাদের জীবনকে সব ক্ষেত্রে উন্নত করার প্রত্যাশা করেছিল - স্বাধীনতা সনদ প্রস্তাব অনুযায়ী অবৈতনিক মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ সহ পুনর্নির্মাণ ও উন্নয়ন কর্মসূচি (আরডিপি) নীতিমালা নথিতে বর্ণিত যথাযথ আবাসন, পানি, বিদ্যুৎ,

>>

কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা। ১৯৯৪ সালের পরে কালো শহরব্যবস্থা ধ্বংস করে সেবা প্রদান সংক্রান্ত প্রতিবাদের তরঙ্গ, শ্রম খাতে এই ধরনের সহিংসতা যেমন ২০১২ সালের মারিকানা গণ হত্যা, এবং #ফিসমাস্টফাল বিক্ষোভ, অন্যান্য ক্ষেত্রে, গণতন্ত্রের প্রত্যাশিত ফলাফল প্রদানে দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রের ব্যর্থতা প্রদর্শন করে।

দক্ষিণ আফ্রিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বৃহৎ সামাজিক শৃঙ্খল থেকে পৃথক করা যায় না। ১৯৯৪ পরবর্তী গণতান্ত্রিক সংকট নিরসনের জন্য, আফ্রিকার অন্যান্য আলোচিত স্বাধীনতাগুলির মতো দক্ষিণ আফ্রিকার গণতন্ত্রের আলোচনার পরিবর্তনটি পুনর্বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। আলোচনা শুধু "শান্তিপূর্ণ রূপান্তর" অর্জনের চরম প্রচেষ্টা হিসাবে ছদ্মবেশী দলগুলোর আলোচনার কৌশলগত পুনরাবৃত্তিকে বুঝাতো। এর ফলে কালো দক্ষিণ আফ্রিকানরা কেবল ভোটাধিকার চর্চা করতে এবং সংগঠিত করতে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের অধিকার অর্জন করতে সমর্থ হয়- এমন একটি অধিকার যা ১৯৯৪ পরবর্তী রাষ্ট্র সহিংসতার মুখে অব্যহত। অন্যদিকে, ভূমি, ব্যাংক ও খনির মত অর্থনৈতিক শক্তি ও কৌশলগত সম্পদ একটি সাদা সর্বহারা ব্যবস্থার আধিপত্যকে চিরস্থায়ী করে পূর্ববর্তী মালিকদের হাতে অব্যাহত ছিল। এটি অর্থনীতি থেকে কালো জনসংখ্যার প্রায় ৮০% বাদ রাখতে অব্যহত ছিল। অতএব ১৯৯৪-এর পরবর্তী দক্ষিণ আফ্রিকার গণতন্ত্র সম্পর্কে কথা বলা কাঠামোগত অর্থনৈতিক বৈষম্যের মুখোমুখি হওয়া ছাড়া অসম্ভব হয়ে ওঠে।

#ফিসমাস্টফল আন্দোলন উদ্ভব হয়েছিল বঞ্চনার প্রশ্নগুলির মুখোমুখি হওয়ার জন্য এবং বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতির অবৈতনিক মানসম্মত শিক্ষার অধিকার, রূপান্তর, এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রকল্পের অনৌপনিবেশায়ন এবং বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতির দাবিতে। মজার ব্যাপার হল, ইতাহাস যতদূর স্মরণ করতে পারে, অন্যান্যদের মধ্যে ফোর্ট হের ইউনিভার্সিটির মতো ঐতিহাসিকভাবে কালোদের বিশ্ববিদ্যালয় (যেখানে আফ্রিকান সংগ্রামের অনেক পুরোধা পড়াশোনা করেছিল), এই সংগ্রাম করে আসছিল। যাইহোক, এটি অন্য সমস্যাযুক্ত ঘটনা- দক্ষিণ আফ্রিকার সাদা সর্বহারা মিডিয়া দ্বারা ঐতিহাসিকভাবে সাদা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর রোমান্টিকীকরণ এটি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সংগ্রাম জাগিয়ে তুলেছিল যেখানে এটি উইট ইউনিভার্সিটিতে শুরু করার মতো চিত্রিত হয়েছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, #ইউএসসি-র রোডসস্টফ্লাল আন্দোলন ইতিমধ্যে পাঠ্যক্রম এবং বৃহত্তর উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থার রূপান্তর ও বিচ্ছিন্নকরণের উত্থাপন করার কয়েক মাস পরে ফিসমাস্টফল হয়েছিল। বিশেষত ডিকোলোনিয়েশন প্রকল্পের সাথে যুক্ত হওয়ায় এই সংগ্রামগুলি স্বতাত্ত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক উন্নয়নের বিনিময়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাণিজ্যিকীকরণ ও বাজারজাতকরণের বৈশ্বিক প্রকল্পের সমালোচনার অংশ হয়ে উঠেছিল।

যদিও ঐতিহাসিকভাবে সাদা প্রতিষ্ঠান ছাত্র জনতার পরিপ্রেক্ষিতে রূপান্তরিত হওয়ার দাবি করে, তবে কাঠামোগত কৌশলি বর্জন জাতিগত সীমা ভিত্তিক বৈষম্য তৈরিতে অব্যাহত থাকে। অপ্রত্যাশিত ফি মানে যে যারা অর্থ প্রদান করতে পারে- প্রধানত সাদা সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী এবং কিছু মধ্যবিত্ত কালো- তাদের অধিকার থাকবে যদিও একটি রৌদ্রোজ্জ্বল জাতির ধারণাকে তুচ্ছ করে কালো বর্ণের শিক্ষার্থীরা কৌশলে বাদ পড়ে।

উপরন্তু, আন্তর্জাতিক এবং দক্ষিণ আফ্রিকান উভয় প্রাতিষ্ঠানিক কর্মীরা সাদা রয়ে গেছে, যেখানে একাডেমিক পাঠ্যক্রমটি মূলত ইউরোপীয়। এটি দ্বন্দ্ব এবং সাংস্কৃতিক সংঘর্ষ সৃষ্টি করে। বেশিরভাগ একাডেমিক কর্মীরা সত্তা তত্ত্বীয় এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক জ্ঞান সৃষ্টির আফ্রিকা কেন্দ্রিক পদ্ধতি গ্রহণে ব্যর্থতার কারণে দরিদ্র শহরগুলো থেকে আগত বেশিরভাগ কালো ছাত্রদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে।

মূর্ত গণতন্ত্র অর্জন এবং একটি রৌদ্রোজ্জ্বল জাতির স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার জন্য গণতান্ত্রিক বিধানের ব্যর্থতার মুখোমুখি হতে #ফিউসমাস্টফল আন্দোলন উত্থাপিত হয়েছিল। যদিও আন্দোলনগুলি বিশ্ববিদ্যালয় ও রাষ্ট্রের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল, তবে তার নিজেরও চ্যালেঞ্জ ছিল। তার প্রাথমিক পর্যায়ে আন্দোলন রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা, জাতি, এবং শ্রেণীভেদ জুড়ে ঐক্য দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। যাইহোক, শুরু থেকে এটি আদর্শিক বিষয়ে এবং লিঙ্গের প্রশ্নে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের সংকটে ছিল। যদিও নারীদের দ্বারা এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তখন সংগ্রামে আধিপত্য বিস্তার করে এবং নারী ও লিঙ্গের অসামঞ্জস্য বিষয়ের পতন ঘটিয়ে পুরুষ নেতাদের একটি স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ ছিল। যাইহোক #ফিসমাস্টফলের নারীরা দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ ছিল যে তারা যে পিতৃতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে সেগুলি পুনরায় ফিরে না আসে। এটি আন্দোলনকে বিভক্ত করেছিল, যেহেতু অনেকেই বিভ্রান্তিকর কথার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। উপরন্তু, রাষ্ট্র এবং বিশ্ববিদ্যালয় খুব দমনমূলক এবং সহিংস হয়ে ওঠেছিল। ক্যাম্পাস জুড়ে দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন করা হয় এবং অতিরিক্ত বাহিনী প্রয়োগ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ছাত্র কর্মীদেরকে লক্ষ্য, গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং কয়েকজনকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দমনমূলক প্রকৃতির কারণে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং সংগ্রামের অগ্রগতির বিকল্প উপায়গুলি আবিষ্কার করতে হয়েছিল।

#ফিউসমাস্টফল আন্দোলন বর্তমানে নিখুঁত। কিছু ছাত্র আন্দোলনকারী এখনও জেলে এবং কিছু আদালতের মামলায় হাজির হচ্ছে। যদিও দক্ষিণ আফ্রিকার দেশ দরিদ্রদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তবুও বিনামূল্যে মানসম্মত এবং ঔপোনিবেশিক শিক্ষার সংগ্রাম চলছে। গণতন্ত্র ১৯৯০-এর দশকে দক্ষিণ আফ্রিকার রাস্তায় অনুষ্ঠিত একটি ঘটনা হিসেবে রয়েছে। রোবেন দ্বীপ থেকে সাবেক সংগ্রামি পুরোধা নেলসন ম্যান্ডেলা এবং অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির মাধ্যমে এটি সমাপ্ত হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার বেশিরভাগ লোকের জন্য গণতন্ত্র একটি বিভ্রান্তি এবং রৌদ্রোজ্জ্বল জাতি একটি পৌরাণিক ঘটনা। #ফিউসমাস্টফল কর্মীদের জন্য, সংগ্রাম চলতে থাকে, এবং নারী ও অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠীর জন্য, গণতন্ত্র শতাব্দী ধরে সংগ্রামের মধ্যে অব্যাহত থাকে।■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
লেনজিউই এনডিলভু <hlengiepn@gmail.com>

> এথেন্সে গণতন্ত্র

গেরাসিমোস কোজেলিস, এথেন্স ইউনিভার্সিটি, গ্রিস

গ্রিসের সংসদের সামনে কঠোর নিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ।
Flickr/konterz। *স্বত্ব সংরক্ষিত।*

বর্তমান যুগে সরাসরি গণতন্ত্র নিয়ে বলতে গেলে একটু অদ্ভুত শোনাতে পারে যেহেতু এর বাস্তবিক প্রয়োগ-এর সম্ভাবনা খুবই সীমিত। সাম্প্রতিক কালের লেখায় সংসদের বাইরেও উল্লেখযোগ্য গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের যে ধারণা সেগুলোকে আজগুবি উপাদান সমৃদ্ধ আদিম মনে হয়। কিভাবে "ডেমোস" মানে জনগন যেকোন স্থানে ক্ষমতার চর্চা করতে পারে যেখানে তাদের সবকিছু অন্য কারো দ্বারা নির্ধারিত- এমন আন্তর্জাতিক সংস্থা যেগুলো গণতান্ত্রিকভাবে কাঠামোগত নয়? গ্রীসের অবস্থা যেমন গনতন্ত্রকে চিহ্নিত করার জন্য যেভাবে থাকা প্রয়োজন সেভাবে নেই। সংসদে জন প্রতিনিধি-স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারে না। কারন তাদের নেয়া সিদ্ধান্তগুলো বেশিরভাগই পূর্বনির্ধারিত।

জাতীয় সার্বভৌমত্ব আংশিকভাবে আপোস করা হয়েছে, যেমনটি করা হয়েছে সংসদের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রেও, যেটি বিবেচিত হতে পারে দেশের আর্থিক সংকটের প্রভাবে একটি পণ্য হিসেবে (অনেকের কাছেই সমর্থনযোগ্য) আর সেটি হল গ্রিসের ঋণ বোঝা। এই সংকট জাতীয় সার্বভৌম ক্ষমতাকে হ্রাস করার পাশাপাশি একে কঠোর হতে বাধ্য করেছে- প্রচলিত অর্থনীতিবাদ এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সঠিক- কিন্তু এটি মূলত ফিসকাল সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কারণে। এটার সম্ভাব্যতা ও প্রয়োজনীয়তা এই কারন হল সামাজিক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রন হারানো; প্রতিপক্ষের অনুপস্থিতিতে একটি বিধ্বংসী উদার মতাদর্শের প্রাদুর্ভাব; অর্থনীতিতে বিভিন্ন নিয়ামকের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে অনিয়ন্ত্রিত সম্পর্কের পুনঃগঠন; এবং বিশেষভাবে পুঁজির সমন্বয়সাধন অর্থনৈতিক ক্ষমতা সমৃদ্ধ ব্লক সংগঠন। এভাবে ক্ষমতার একটি নির্দিষ্ট সম্পর্কের কারনে সঙ্কটকে লালন ও শোষণ করা যায়।

যদিও নব্য-উদারতাবাদের আধিপত্য খুবই সহজ একটি ধারণা তবুও কিভাবে এই জ্ঞান তত্ত্বের কারণে গণতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পাশাপাশি এই আধিপত্যের কিভাবে বিস্তার হচ্ছে তা বোঝা সম্ভব। গ্রীক সংকটের দৃষ্টিকোণ থেকে গণতন্ত্রকে গভীরভাবে বুঝতে গেলে নব্য উদারতাবাদের কঠিন সত্যকে অনুধাবন করা যায়। এই জ্ঞান তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত উন্নয়নের ধারনা, এর ব্যবহার এবং ফলাফল, পুঁজিবাদী সম্পর্কের ধরন এবং স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা, এসবই *সামাজিক কর্তৃত্ববাদকে* শক্তিশালী করে।

আমি নিচে ২০১০-২০১৫ সালের কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয়ের তালিকা করেছি, রাজনৈতিক পরিবর্তনের আগেঃ

. উৎপাদনের বাইরে সামাজিক সংগঠনগুলোর বলয়ের মাঝে উন্নত অর্থনৈতিক শক্তি এবং তার হস্তক্ষেপ, যার বৈশিষ্ট্য হল কিছু কেলেঙ্কারির ঘটনা যেটা "অভিজাত শ্রেণিকে" প্রবেশ করার এবং রাজনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বার্থেকে জড়িত করার প্রয়াশ দিয়েছে।

. গণমাধ্যম এবং সাংস্কৃতিক অনুশীলনের সম্পূর্ণ বাণিজ্যিকীকরণ (বিশেষ করে একচেটিয়া গণমাধ্যম এবং দল ভিত্তিতে সংগঠিত সংবাদ মাধ্যম)।

>>

. রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব প্রক্রিয়ার পতন, এর বানিজ্যিকিকরণ। (দলগুলি রাজনীতি থেকে বেরিয়ে বাণিজ্যিক পণ্য হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে এবং টেলিভিশনে তাদের দেয়া হয়েছে "তারকা" তকমা)।
. একটি নতুন নীতির বিস্তার যেটা পন্যের সরবরাহকে (বাজার আসল ভূমিকা পালন করে) তার মূলমন্ত্র হিসেবে নিয়েছে।
. "গণতন্ত্র ব্যবস্থাপনা" নামে আইন পরিষদে একটি প্রক্রিয়া দীর্ঘ সময়-ব্যাপী প্রচারিত হয়েছিল (সংসদের অনুমোদন এবং বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপ ব্যতীত মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পরিচালিত যা স্বভাবত রাজনৈতিক ছিল)।
. জাতীয় সামাজিক গঠন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের সঙ্কোচন (দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে)।
. গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের বাইরে, কোনরূপ প্রচার ব্যতিরেকে এবং সংসদের আড়ালে এমন ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে যেমন রাজস্ব এবং আর্থিক নীতির ক্ষেত্র, কিন্তু এটার একটি বড় অংশ ব্রাসেলসের সিদ্ধান্তের উপর তৈরি।

যখন ২০১৫ সালে রাজনৈতিক পরিবর্তন হয় এসব বিষয়গুলোতে পরিবর্তন আসতে থাকে। সুতরাং, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণের স্পষ্ট উদ্দেশ্য যেটা সিরিজা-এর জন্য একটি কেন্দ্রীয় নীতিস্বরূপ- যেটা প্রচলিত নীতির বেশিরভাগই পরিবর্তন সাধন করেছে তবে সম্পুর্নভাবে নয়, সংসদীয় নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি পুনরুদ্ধার করা যায় নি কারন এখনো বেশিরভাগ সিদ্ধান্তগুলি বহিরাগত কেন্দ্রগুলি বা "প্রতিষ্ঠানগুলি" (এখন তথাকথিত) দ্বারা নির্ধারিত হয়।

প্রধানত, এই নতুন রাজনৈতিক শর্তটি এখন পর্যন্ত নাৎসি গোষ্ঠীগুলির সাথে খোলাখুলিভাবে সহযোগিতায় নিরাপত্তা বাহিনী দ্বারা বিপজ্জনকভাবে শক্তিশালী সুরক্ষা ব্যবস্থা, নজরদারি এবং কর্তৃত্ববাদী দমনের প্রতারণামূলক গতিবিধিকে সীমাবদ্ধ করেছে এবং সমাজকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বিকশিত হবার প্রেরণা দিয়েছে। দৈনন্দিন সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে গণতন্ত্র আবার "স্বাভাবিক" হয়ে ওঠে।

তবুও এখানে দুটি বিষয় রয়েছে যেখানে নব্য-উদারতাবাদ জ্ঞান তত্ত্বে কিছু শর্তারোপ করা অব্যাহত রেখেছে, যার ফলে এই নতুন নীতি কার্যকর হওয়া আরও কঠিন হয়ে উঠবে। এর প্রথমটি হল বাস্তবতার কঠিন সংজ্ঞায় ফিসকাল (রাজস্ব সম্বন্ধীয়) তথ্য, এমন অনেক কিছুর অন্তর্ভুক্তি যা জনগণ ধরতে বা বিচার করতে পারে না এমন এবং এককথায় যেটা অনিয়ন্ত্রনযোগ্য, এবং কোন গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা বা সমষ্টিগত সিদ্ধান্ত ছাড়াই গঠিত।

দ্বিতীয় বিষয়টি হল জনসাধারণের দাবির পুনঃগঠন এবং সেই কারণে, শব্দ বিচারের (ব্যক্তিগত মতামত) ভিত্তিতে জনমত গঠনের অসম্ভাব্যতা। আর মিডিয়া ডিসকোর্স-এর ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কারনে এর পদ্ধতিগত "বাস্তবতা বিনির্মাণ" একক দলের হাতে চলে এসেছে। রাজনৈতিক দৃশ্যপটের পরিবর্তন সত্ত্বেও, পরামর্শ এবং মতামত বিনিময় অস্বাভাবিক হয়ে গেছে।

এই দুটি বিষয়কে পরিবর্তন করার অক্ষমতা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলির পুনর্নির্মাণ যতটা না জড়িত নব্য-উদারতাবাদী সংকট ব্যবস্থাপনার তার চেয়ে বেশি সম্পর্কিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের দিকগুলো যা "পদ্ধতিগত" ভাবে স্বীকৃত হতে হবে এবং যাকে বর্তমান যুগে গণতন্ত্র সংকটের উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অন্য দিকে, অখ্যাত জ্ঞান তত্ত্ব যে সীমা পর্যন্ত গণতন্ত্রের সংকোচনকে সমর্থন করে তার পরিবর্তন হয়েছে। যেমন একটি "প্রয়োজনীয়" অধিকারের সীমাবদ্ধতা। এটি কেবল সামাজিক অধিকার নয় বরং উদ্বাস্তু সংকট, সন্ত্রাসী হামলা উভয়ই এবং জনসাধারণের অভিব্যক্তি (নির্বাচন ও গণভোট) -এর দাবিগুলি রাজনৈতিক অধিকারের পাশাপাশি দেখানো হয়েছে। সংকটের প্রথম পাঁচ বছরের মধ্যে, সরকার মূলত সামাজিক অধিকারগুলি (কাজ, সামাজিক কল্যাণ, স্বাস্থ্য) ত্যাগ করে এবং রাজনৈতিক অধিকার (নিয়ন্ত্রণ ও জনমত)-কে অস্বীকার করে, এই ধারণার প্রচার করে যে এগুলি সবই অভাবের মধ্যে "বিলাসবহুল" সম্পদ। নতুন সরকার হারানো গণতান্ত্রিক নীতিগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়ার মাধ্যমে দেখিয়েছে যে সঙ্কট শুধু একটি অজুহাত ছিল। যেখানে দৃশ্যপটের যথেষ্ট পরিবর্তন হয় নি এবং মতাদর্শগতভাবে সংকট চলছে, যেটা সকল নাগরিকের জীবনের সাথে সম্পর্কিত। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব এবং তাদের পরিবার, সম্প্রদায়ের ভবিষ্যতের পাশাপাশি তাদের নিজের জন্যও আশাস্বরূপ। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ কারণ এই দৃষ্টিভঙ্গির অভাব সর্বগ্রাসী এবং অগণতান্ত্রিক মনোভাবের লক্ষণ।

নব্য-নাৎসির শক্তি একটি হুমকি স্বরূপ বলা যায়। এটি প্রকৃতপক্ষে বিপজ্জনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এটি রাজনৈতিক সংগঠনের অভিব্যক্তির সাথে জড়িত, যেটা গ্রিসের জন্য একটি অভিনব ঘটনার পত্তন করে। গণতন্ত্র বর্তমানে দুর্বল অবস্থায় রয়েছে, এজন্য সতর্কতা প্রয়োজন। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
গেরাসিমোস কোজেলিস < gkouzelis@pspa.uoa.gr>

> সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও গণতন্ত্র

একটি দ্বিমুখী ধারালো হাতিয়ার?

হারয়াতি আব্দুল করিম, মালয়শিয়া সাবাহ্ বিশ্ববিদ্যালয় (ইউএমএস), মালয়শিয়া

মুঠোফোন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আমাদের রাজনৈতিক কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে। Flickr/Sakuto। স্বত্ব সংরক্ষিত।

সমাজের উপর সামাজিক প্রচার মাধ্যমের সবচেয়ে গভীর প্রভাবগুলির মধ্যে একটি নিঃসন্দেহে সাধারণ নাগরিকদের ভবিষ্যত জীবন নির্ধারণের ক্ষমতায়ন করার একটি হাতিয়ারের পরিমাণ। সামাজিক জীবন আজ ইন্টারনেট অ্যাক্টিভিজম দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, যার মাধ্যমে জীবনের সমস্ত প্রান্ত থেকে মানুষ সহজেই তাদের হাতের তালুতে স্মার্টফোনের মাধ্যমে জড়িত হতে পারে। এটি অবশ্যই নাগরিকদের অংশগ্রহণের জন্য এবং তাদের অপেক্ষাকৃত বেনামী থাকা অবস্থায় বাইরে দেশ এবং বিশ্বের সম্পর্কে জনসাধারণের আলোচনার ক্ষেত্রে আরো অবাধে যোগ দেওয়ার পথকে বাঁচায়। এটি বিশেষত মূল্যবান যেখানে মত প্রকাশের স্বাধীনতা সংস্কৃতি বা আদর্শ নয়।

মালয়শিয়া এই নতুন উন্নয়নের ব্যতিক্রম নয়। আজ, মালয়শিয়ার সব ধরনের সমস্যার বিষয়ে নিজেদেরকে প্রকাশ করার জন্য ধর্মীয়ভাবে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে, যেমনটি আগে কখনও হয়নি। তাদের সামাজিক মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলিতে ভিডিও এবং ওয়েবসাইটগুলি মন্তব্য করার, ভাগ করা বা আপলোড করা তাদের পক্ষে দৃঢ় হয়ে উঠেছে এবং তারা বন্ধুদের মধ্যে অনলাইন আলোচনা শুরু করে। ফেসবুক, ইনস্টগ্রাম এবং ইউটিউব হিসাবে সামাজিক মিডিয়া সব মালয়শিয়ার মধ্যে খুব জনপ্রিয়। ফেসবুক ব্যবহার করে প্রায় ৮১%

>>

মালয়শিয়ার ফেসবুক ব্যবহার করে ফেসবুক এটির শীর্ষে রয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৯০% স্মার্টফোনের মাধ্যমে এটি অ্যাক্সেস করে।

এটি এমন একটি মাত্রা যেখানে মালয়শিয়ানরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে স্বাধীন থাকেন এবং তাদেরকে এমন একটি কণ্ঠস্বর হিসেবে দেখা হয়ে থাকে যেখানে তারা সরকারী বিভিন্ন সংবেদশীল বিষয়ে খোলামেলাভাবে তাদের মত প্রকাশ করে যেমন বলা যায় ধর্ম এবং জাতিসত্তা এবং শুধুমাত্র যেসব আলোচনা বিদ্যমান আইনের পরিপন্থী নয় তা ছাড়া। এতে করে তারা জনগনের জন্য একটি স্বাস্থ্যকর এবং স্পন্দনশীল পরিবেশ তৈরী করে যাতে করে তারা এমন সব জাতীয় বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত হয় যা তাদের প্রভাবিত করে। রাজনীতির বাইরে বলতে গেলে, সামাজিক মাধ্যম মালয়শিয়ানদের এমন একটি পরিচয় বের করে আনে যা হাইব্রিড।

দেশে যেখানে রাষ্ট্রের দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, সরাসরি মিডিয়া মালিকানা বা আইনের মাধ্যমে, বিকল্প মতামতের জন্য যোগাযোগের চ্যানেল সীমিত হয়ে গেছে। অতএব, নতুন মিডিয়া মাধ্যমে মানুষকে গোপন জগতে যেতে বাধ্য করা হয়। সামাজিক মাধ্যমে জনতার মতামত আকারে বিকল্প সংবাদ পোর্টাল তুলনায় অনেক বেশি কার্যকর পাওয়া যায়। এর একটি উদাহরণ আরব বসন্তে ছিল যেখানে যোগাযোগের চ্যানেলগুলি ব্যাপকভাবে সীমিত ছিল এবং জনগণ সরকার ও মূলধারার মিডিয়াতে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল। সোশ্যাল মিডিয়া জনগণের তথ্যের একমাত্র উৎস হয়ে ওঠে এবং এমন একটি স্থান যেখানে তারা তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে।

মালয়েশিয়ায়, ২০০৮ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় সোশ্যাল মিডিয়া *রাজনৈতিক সুনামি* রূপে অবদান রেখেছিল, যাতে করে জাতীয় সমিতির (বারিশান সমকালীন বা বিএন) সরকারের আধিপত্য ধীরে ধীরে ভেঙ্গে পড়েছিল। বিএন-এর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, যা তখন অ্যালায়েন্স অফ হোপ (পাকাতান হারাপান বা পিএইচ) নামে পরিচিত ছিল, তা মূলধারার মিডিয়া থেকে বাদ দেয়ার পর গোপনে কর্মকান্ড চালায়। সোশ্যাল মিডিয়া পিএইচ-এর সাইবার সৈন্যদের এবং শক্তিশালী সমর্থকদের মানুষের কাছে তাদের মতামত প্রচারের জন্য একটি হাতিয়ার হয়ে ওঠে। তাদের ফেসবুক ফ্যান পৃষ্ঠাগুলি ব্যবহার করে, গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স (জিএসটি), জীবনযাত্রার উচ্চ মূল্য, এবং বিএন সরকারের প্রতারণাপূর্ণ অনুশীলনগুলি পদ্ধতিগতভাবে হাইলাইট করা হয়েছিল। এটি নাগরিকদের মধ্যে আলোচনার সৃষ্টি করে এবং একটি সার্বজনীন ক্ষেত্র তৈরি করে। ব্লগার যারা অ্যালায়েন্সের শক্তিশালী সমর্থক ছিলেন তাদের ব্লগে তাদের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে ব্যবহার করেছিলেন। সম্প্রতি শেষ হওয়া চতুর্দশ সাধারণ নির্বাচনে, হোয়াটসঅ্যাপ টুইটার এবং ফেসবুকের পাশাপাশি প্রচারাভিযানের সরঞ্জাম হিসেবে ব্যবহার করা শুরু করেছিল। ফেসবুকের মতামত, হোয়াটসঅ্যাপ ব্যক্তিগতভাবে সবার কাছে পৌঁছে যায়। পিএইচ এর প্রচারাভিযানের বার্তাগুলি নিয়ে আলোচনা করার জন্য তাদের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট গ্রুপের মধ্যে ব্যক্তিদের মধ্যে একটি সার্বজনিক গোলক তৈরি করা হয়েছিল।

সম্ভবত এটি খুব ভালভাবে পরিচালিত প্রচারাভিযানের কৌশল ছিল যেখানে পিএইচ নির্দিষ্ট বিষয়গুলিতে মনোযোগ দিয়েছিল এবং বার বার এটি জানিয়েছিল যে এটি ৬১-বছর-বয়সী বিএন সরকারকে উৎখাত করেছিল। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের দিকে তাকাতে ধীর গতিতে বিএনের গতিবেগ ছিল, কারণ এটি মূলধারার মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করেছিল। পিএইচ এর যোগাযোগ কৌশল ফলাফলটি ছিল ২২২ টিতে ১১৩ টি আসন জিতেছে, আর বিএন কেবলমাত্র ২০১৮ সালের ৯ মে নির্বাচনে ৭৯ টি আসনে জয়লাভ করেছিল।

যখন সোশ্যাল মিডিয়ার প্রশ্ন আসে, স্বাধীনতা, এবং গণতন্ত্র, সামাজিক মাধ্যম দ্বিমুখি তরোয়াল। যদিও এটি প্রকাশের স্বাধীনতা এবং স্ব-ক্ষমতায়নের জন্য আরও বেশি দরজা খোলে, এটি জাল নিউজ তৈরির জন্য এবং ভাইরাল হওয়ার পথকেও বাঁচায়। মালয়শিয়ার মধ্যে জাল সংবাদ একটি বড় বিষয় হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক সাধারণ নির্বাচনে সোশ্যাল মিডিয়ার সত্যিকারের সংবাদ রিপোর্টের পরিবর্তে ভোটাররা জাল নিউজ দিয়ে জমে গেছে। জাল সংবাদ বিকৃতির তথ্য পরিপূর্ণতার সাথে, এটি শেষ পর্যন্ত নাগরিকদের সত্য জানতে অধিকার অস্বীকার করে। তথ্যের একমাত্র উৎস হিসাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় অতিরিক্ত জালিয়াতি আরও জাল খবর সমৃদ্ধ করার জন্য অবদান রাখে কারণ নাগরিকরা কদাচিৎ ঘটনাগুলি ক্রস-চেক করে। ২০১৮ সালে এন্টি--ফ্যাক নিউজ পাস করে এই সমস্যাটির সমাধান করার সরকারের প্রচেষ্টাটি যখন সংবাদ পৌঁছেছে তখন এটি "জাল" গঠনের বিষয়টি স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে ব্যর্থ হয়েছে। যে কোন ক্ষেত্রে, আইনটি স্বল্পকালীন বলে মনে হয়, কারণ নতুন সরকার এটি প্রত্যাহারের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেছে।

সোশ্যাল মিডিয়া এখন আরেকটি হুমকি, যখন প্রভাবশালী শ্রেণীর সমর্থকদের রাজনৈতিক কট্টরতা সাইবার স্পেসে অন্যান্য মতামতের উপর শাসন করে। বিকল্প অবস্থানগুলির সাথে যারা সাইবার গুন্ডলির আওতায় পড়ে, তারা এতটা গণতান্ত্রিক আলোচনার অংশগ্রহন থেকে বিরত থাকে, অন্যরা রাজনৈতিক ভীতি প্রদর্শনের প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়। রাজনৈতিক উৎসাহীরা একসাথে সমাবেশ করে এবং এ ধরনের ব্যবহারকারীদের অশ্লীলতা, তাদের অধিকার ও স্বাধীনতা অস্বীকার করে তাদের মতামত প্রকাশের জন্য নিন্দা করে। সাধারণ মানুষের স্তরে নিরলসতা এবং যুক্তিসঙ্গততার অভাব জনসাধারণের বিষয়গুলির সুস্থ আলোচনার জন্য তাদের আত্মাকে দায়ী করে।

সামাজিক মাধ্যম সত্যিকার গণতন্ত্রের কার্যকর হাতিয়ার হতে, নাগরিকত্ব এবং গণমাধ্যমের সাক্ষরতা অবশ্যই নাগরিকদের মধ্যে একটি আদর্শ এবং সংস্কৃতি হতে হবে। নাগরিকদের যুক্তিযুক্ত যোগাযোগের অর্থ বুঝতে হবে। শুধুমাত্র তখনই জাতিটির প্রকৃত সংস্কার ধারণাগুলির বিনিময়ে স্থান নিতে পারে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
হারয়াতি আব্দুল করিম <haryati@ums.edu.my>

> আর্জেন্টিনাতে গণতান্ত্রিক পশ্চাদপসরণ

এস্তিবান টরেস ক্যাস্টানোস, করডোবা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও কোনিসেট (জাতীয় বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি গবেষণা পরিষদ) আর্জেন্টিনা

আর্জেন্টিনাতে নব্য অর্থনৈতিক সংকট গণতন্ত্রের জন্য নতুন নতুন প্রতিকূলতা নিয়ে এসেছে। Flickr/Alex Proimos. স্বত্ব সংরক্ষিত।

আর্জেন্টিনা প্রজাতন্ত্র গণতন্ত্রের একটি অসাধারণ পশ্চাদপসরণের সম্মুখীন হচ্ছে। গণতন্ত্রের তত্ত্বগুলি ব্যবহার করে এই পশ্চাদপসরণের বিস্তার এবং জটিলতা সম্পর্কে বুঝতে অসুবিধা হয় যে, সামরিক একনায়কতন্ত্র পতনের সাথে সাথে দেশটিতে এবং ল্যাটিন আমেরিকার বাম ও প্রগতিশীল শক্তির জন্য প্রভাবশালী বিশ্লেষণমূলক কাঠামো হয়ে উঠেছে। সমসাময়িক গণতান্ত্রিকীকরণ জনসংযোগের বাহিনী সম্প্রসারণের একটি সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচিত যা তিনটি জটিল মাত্রা দ্বারা গঠিত: একটি প্রযুক্তি-রাজনৈতিক মাত্রা, একটি প্রযুক্তি-অর্থনৈতিক মাত্রা, এবং একটি প্রযুক্তি-যোগাযোগমূলক মাত্রা। এদের প্রতিটিই একটি মুষ্টিমেয় মাত্রা দ্বারা গঠিত। এখানে আমি কেবল ২০১৮ সালের আর্জেন্টিনায় গণতন্ত্রের কাঠামোগত পুনরাবৃত্তি ঘটানোর মূল ঘটনাগুলি বর্ণনা করতে চাই। এই ঘটনাগুলি উপরে বর্ণিত রাজনৈতিক মাত্রার রাজনৈতিক দমনমূলক মাত্রা এবং সীমান্তবর্তী দেশের জন্য টেকনো-অর্থনৈতিক মাত্রার সর্বাধিক মাত্রাগুলির সাথে যুক্ত: রাষ্ট্রের স্বায়ত্তশাসন তার বৃহত অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের মাত্রা।

রাজনৈতিক দমনমূলক মাত্রা সম্পর্কে, একে অপরকে শক্তিশালী করার দুটি প্রধান ঘটনা হল ১) জাতীয় নির্বাহী ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত, আদেশ দ্বারা, সশস্ত্র বাহিনীর একটি মতবাদ এবং কার্যকরী রূপান্তর এবং ২) জাতীয় অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করতে সরকার নিজেই সমর্থন।

প্রথম ঘটনা সম্পর্কে, নির্বাহী ক্ষমতা রায় এন° ৬৮৩/২০১৮ দিয়ে প্রবর্তনকারী রূপান্তরের স্তম্ভটি হল সশস্ত্র বাহিনী স্বদেশ নিরাপত্তা কর্ম সঞ্চালন করতে সক্ষম হওয়ার অনুমোদন। এর সাথে, স্বদেশ নিরাপত্তা এবং জাতীয় প্রতিরক্ষার মধ্যে বাধাটি কার্যত দ্রবীভূত হয়ে যায়, যা ডিসেম্বর ২০১৫-এ ক্যাম্বেইমস (ক্ষমতাসীন জোট)-এর বিজয় থেকে দেশ জুড়ে বিস্তৃত সামাজিক প্রতিবাদকে অপরাধী করার সরকারী অভিপ্রায়কে শক্তিশালী করে। এই পরিমাপের মাধ্যমে, মরিসিয়া ম্যাকরির সরকার "মাদক পাচার বিরোধী ও সন্ত্রাসবিরোধী কর্মসূচির" পরিসেবা-দিতে সশস্ত্র বাহিনীকে রাখার চেষ্টা করছে, যার মাধ্যমে এটি মার্কিন পররাষ্ট্র নীতি বিষয়সূচির সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই নতুন রায় বাস্তবায়নের সাথে ডিক্রি এন° ১৯৯১/২০০৬ রায়টি বাতিল করা হয়েছে, এবং জাতীয় প্রতিরক্ষা আইন (১৯৯৮), স্বদেশ সুরক্ষা আইন (১৯৯২) এবং জাতীয় গোয়েন্দা আইন (২০০১) এর সাথে সম্পর্কিত

>>

আইনি কাঠামো ভাঙ্গনের মুখে। এই প্রবিধানগুলি, তিন দশকের গণতান্ত্রিক সম্প্রসারণের ফলাফল, জাতীয় ইতিহাসে তাদের পরিমাপে অভূতপূর্ব বহুমুখী প্রভাব থেকে নির্মিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় ঘটনা সম্পর্কে, সরকার আর্জেন্টিনীয় ভূমি মার্কিন সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার প্রচার করছে, যার প্রযুক্তিগত নির্দেশিকা দক্ষিণ মার্কিনের আধিপত্তে রয়েছে। তিনটি স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে: ট্রিপল বর্ডার (আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল এবং প্যারাগুয়ে), টিয়েরা ডেল ফুয়েগো (উশুয়ায়া) এবং নিউকুয়েন প্রদেশ। উভয় ঘটনা এক তৃতীয়াংশ দ্বারা শক্তিশালী হয়: স্থানীয় বাহিনীর সাথে যৌথ শাসন করতে এই বছর জাতীয় অঞ্চলে মার্কিন সেনাদের আগমন। উভয় দেশের কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছে যে, এই অনুশীলনগুলি "ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের অস্ত্রের বিরুদ্ধে" তথ্য সরবরাহের লক্ষ্যে সম্পাদিত হচ্ছে। বিদেশি সেনাদের আগমনের জন্য জাতীয় কংগ্রেসের অনুমোদন প্রয়োজন, কিন্তু ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক এ ধরনের অনুমোদন চাওয়া হয় নি।

এই ঘটনাগুলির পাশাপাশি, দ্বিতীয় সিরিজের ঘটনাগুলির দিকে মনোযোগ দিতে হবে, যা ইতিহাসে জাতীয় রাজ্যের বৃহত্তর অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়নের স্বায়ত্তশাসনের সম্পূর্ণ ক্ষতির কারণ। আমি বহিরাগত হাইপার-ঋণের নীতির কথা উল্লেখ করি যা ম্যাক্রি সরকার দেখিয়েছে। এখানে দুটি মূল সূচকগুলি হল আর্জেন্টিনার জিএনপি-এর সাথে বহির্ভূত ঋণের বিবর্তন এবং লেনদেনকারীদের করা প্রতিশ্রুতিগুলির বৈশিষ্ট্য। প্রাক্তনদের ক্ষেত্রে, এটি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব যে ক্যাম্বোমোসের আর্থিক ইতিহাসের নতুন শাসনের কাঠামোর মধ্যে জাতীয় ইতিহাসে বহিরাগত ঋণের দ্রুততম বৃদ্ধি ঘটেছে। কার্চনার সরকারগুলির অধীনে (২০০৩-২০১৫), রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক নীতিগুলি ঋণদাতাদের সাথে আলোচনায়কঠোর পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে বহিরাগত ঋণ হ্রাসের লক্ষ্য রাখে। উৎপাদন অর্থনীতির প্রচারের জন্য এই ধরনের আলোচনার আপেক্ষিক সাফল্য অনুমোদিত। একটি বিশাল পরিমাণে, এটি ১৯৭৬-২০০১ আর্থিক মূল্যের পরিত্যাগেরও অনুমতি দেয়। ডিসেম্বর ২০১৫ থেকে, ম্যাক্রি সরকার আর্থিক মূল্য ব্যবস্থার পুনঃসূচনা করার একটি মূল উপায় হিসাবে বাধ্যতামূলক বহিরাগত ঋণের কাছে ফিরে এসেছে। ২০১১ সাল থেকে জিএনপি থেকে বহিরাগত জনসাধারণের ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যখন এটি ১৪.২% প্রতিনিধিত্ব করেছিল, ১৯৮৩ সালে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পরে এটি সর্বনিম্ন স্তর। সেই মুহূর্ত থেকে ঋণটি বেড়ে উঠতে শুরু করেছে এবং জুন ২০১৮ সালে জিএনপি ৬৫.৫% পৌঁছনো পর্যন্ত মাক্রির ত্বরিত অধি-দায় নীতি অনুসারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং, আর্জেন্টিনার ঋণাত্মক গুণটি রেকর্ড সময়ের মধ্যে কম থেকে পরিচালনা স্তরের মধ্যে চলে গেছে। স্থানীয় ও বিদেশি মুদ্রায় ঋণের মোট পরিমাণ ১৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমতুল্য পৌঁছেছে, যা ২০১৬-১৮ এর সময়ের জন্য বিশ্বের উদীয়মান অর্থনীতির মধ্যে দেশকে বৃহত্তম সার্বভৌম ঋণ প্রদানকারীর কাছে পরিণত করেছে।

ঋণদাতাদের সাথে সম্পর্কের বিষয়ে, ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড (আইএমএফ) সংস্থার সাথে ঋণের নিষ্পত্তি করার চৌদ্দ বছর পর সেই সংস্থার সাথে পুনরায় অধীনতা সংযোগ স্থাপন করার সিদ্ধান্ত ঋণের এই নতুন চক্রের প্রধান ঘটনা । আইএমএফের কাছে ফেরত আসা অপেক্ষমান ঋণের অনুরোধের সাথে সম্পৃক্ত। আর্জেন্টিনা এবং আইএমএফ দ্বারা স্বাক্ষরিত সাবেক অপেক্ষমান ঋণের সাথে তুলনায় এই বড় ঋণের (৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) নতুনত্বটি কেবলমাত্র কর এবং আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা নয় মুদ্রাস্ফীতিরও তত্ত্বাবধান করা হবে। এইভাবে, ম্যাক্রি এর রাষ্ট্রপতি কার্যত জাতীয় অর্থনীতির ব্যবস্থাপনায় আইএমএফ-তে প্রতিনিধিত্ব করেন। এভাবেই, এটি আইএমএফ কর্তৃক অনুরোধ করা নগদীকরণ নব্যউদারনীতিবাদী সমন্বয় কর্মসূচির কার্যকরী অঙ্গ।

স্বদেশভূমি সামরিকীকরণ ও প্রকাশিত উচ্চ-ঋণের নীতিগুলি জাতীয় সার্বভৌমত্বকে নষ্ট করছে এবং জাতীয় অঞ্চলে ব্যাপক প্রতিরোধ ও বিক্ষোভ সৃষ্টি করছে। বিরোধী বাহিনী সামাজিক প্রতিক্রিয়াগুলির একটি বিস্তৃত বর্ণালী জড়িত করে যা এই ক্ষতিকারক সামাজিক রূপান্তর দ্বারা সমাজ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত বা বাদ দেওয়া হয়। যদিও গণতান্ত্রিকীকরণের সমর্থক এবং বিশ্বব্যাপী ব্যক্তিগত দীর্ঘ-রুপায়নের নতুন শাসনের সমর্থকদের মধ্যে ক্ষমতার সম্পর্কটি পরবর্তীকালে পক্ষে অসম্মানজনক, মাঝারি মেয়াদের জাতীয় রাজনৈতিক ভবিষ্যত অনিশ্চিত। মনে রাখা দরকার যে গণতান্ত্রিক ক্ষয়ক্ষতির বর্তমান প্রক্রিয়াটি কেবল বর্ণনা করাই যথেষ্ট নয়। গনতন্ত্রের বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনাটি নতুন সামাজিক প্রয়োগতত্ত্ব এবং সামাজিক ঐতিহাসিক পরিবর্তনের অন্তর্ভুক্ত এটি ব্যাখ্যা করার বিষয়। এই ধরনের একটি ব্যাখ্যামূলক পরিকল্পনা আমাদেরকে সামাজিক পরিবর্তনের একটি নতুন বাম কর্মসূচি পুনর্বিবেচনা করার অনুমতি দেবে যা সামাজিকভাবে বিনীতকরণের খেলাকে পরিচয় করায় যার ভেতর আমরা নিমজ্জিত হই। দেরী হওয়ার আগেই গণতন্ত্রের জন্য এটি আমাদের অর্জন করতে হবে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
এস্তিবান টরেস ক্যাস্টানোস <esteban.tc@conicet.gov.ar>

> মিশরের বিপ্লব থেকে নারীদের উচ্ছেদ

এ্যামি অস্টিন হোল্মস, আমেরিকান ইউনিভার্সিটি ইন কাইরো, মিশর

Flickr/lokha। স্বত্ব সংরক্ষিত।

তাহরির স্কয়ারের ব্যাপক সংঘর্ষের চূড়ান্ত রুপ আরব বসন্ত বিপ্লব অধ্যয়নে নতুন করে আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। প্রচলিত লেখালেখিতে ব্যাপক উদ্দীপনার সত্ত্বেও, মহিলারা প্রায়ই কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিত। এইচ,এ হেল্লের *A Revolution Undone* বইটি মিশরের বিপ্লবে অবদান রাখান ২৭ জনের টীকা দিয়ে শুরু হয়েছে। মাত্র একজন মহিলার নাম উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে ২৬ জন পুরুষের সাথে। ফিলিপ মারফ্লিট এর *Egypt: Contested Revolution* যদিও একজন নারীকে-এর কভার পেজে স্থান দিয়েছেন কিন্তু তার আলোচনায় খুব বেশি নারীদের কথা আসে নি। অন্যান্য লেখকরা যদিও নারীদের বিপ্লবে ক্ষয়ক্ষতির বর্ণনা দিয়েছেন, কিন্তু তাদের ভূমিকার কথা এড়িয়ে গেছেন। আরব বসন্ত নিয়ে লেখা লিটেরেচার এর সমুদ্রে যদি নারীদের অবদান খুঁজতে হয় তবে আপনাকে অবশ্যই নারীদের জন্য বিশেষায়িত লিঙ্গ অধ্যয়ন সাব ফিল্ডে খুজতে হবে। কারণ সাধারণ পুস্তকে তাদের অবদানের কথা অনুপস্থিত। ২০০৮ সাল থেকে কায়রোর একজন বাসিন্দা হিসেবে আমি নারীদের সকল আন্দোলনে উপস্থিত থাকতে দেখেছি। কিন্তু মিশরের সকল আন্দোলন এর ইতিহাস থেকে নারীদের অবদান মুছে ফেলা হয়েছে। ভবিষ্যত প্রজন্ম হয়ত ভাববে এসব আন্দোলনে নারীদের ভুমিকা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। কিন্তু এটা সত্য নাও হতে পারে।

নারীরা শুধুমাত্র নারীর অধিকারের পক্ষে সমর্থন দেয় নি। তারা মিশরের প্রায় সকল বিপ্লবী কার্যক্রমে সক্রিয় ছিল। হোসনি মুবারক এর একনায়কতন্ত্রের সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত, যখন রাষ্ট্রপতি সিসির অধীনে সরকার পুনর্গঠিত হয়। ২০০৫ সালে, জালিয়াতি প্রতিরোধে এবং মিশরের কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থায় জবাবদিহিতার প্রবর্তনের প্রচেষ্টায়, তিনজন নারী একটি গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যারা রাষ্ট্রপতি ও সংসদীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবে। তারা তাদের নাম দিয়েছিল "শায়ফেনকম" যার অর্থ দাড়ায় "আমারা তোমাদের দেখছি"। এই তিনজনের একজন ছিলেন বোথাইনা কামেল যিনি পরবর্তীতে আধুনিক মিশরের ইতিহাসে প্রথম নারী হিসেবে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হয়েছিলেন। বিপ্লবের পূর্বে, নাদিম সেন্টার ছিল নির্যাতনের শিকারদের চিকিৎসার জন্য মিশরের একমাত্র কেন্দ্র এবং এটি একটি মহিলা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার নাম ছিল ডঃ আইদা সেফ এল-দোলা এবং ২৫ জানুয়ারী, ২০১১ এর এক সপ্তাহ আগে ভাইরাল গিয়েছিল এমন ভিডিওটি তিনি কে করেছিলেন, যা লক্ষ লক্ষ লোককে রাস্তায় আসার এবং প্রতিবাদের জন্য অনুপ্রেরনা জুগিয়েছিল? তিনিও একজন মহিলা: ৬ এপ্রিল যুব আন্দোলনের আসমা মাহফুজ।

মুবারককে উৎখাত করার পর দেশটি সামরিক বাহিনীকে সাড়ে ১০ বছর ধরে শাসন করেছিল, যা আর্মড ফোর্সের সুপ্রিম কাউন্সিল নামে পরিচিত ছিল। যেহেতু আমি বলেছিলাম, বিপ্লবের সর্বাধিক মৌলিক দাবিগুলির মধ্যে ছিল সামরিক শাসন এর অবসান। এটি সংস্কার বা ক্রমবর্ধমান পরিবর্তন বা শাসনকক্ষ থেকে নিছক স্বৈর শাসককে অপসারণের বিষয়ে নয়, তবে মৌলিকভাবে রাষ্ট্র গঠনের পরিবর্তনের আহ্বান ছিল: ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সামরিক শাসিত একটি দেশে বেসামরিক শাসন চালু করা আহবান। মিশরীয় সামরিক বাহিনী সার্বজ-

>>

বৌথাইনা কামিল (ছবিতে), আজ্জা সোলাইমান, মোন হাসান, ইয়ারা সালাম, ও ফাতমা রামাদান অনেকের মধ্যে কয়েকজন যারা পাহাড়সম চাপের মুখেও প্রাণবন্ত ছিলেন; যেহেতু সিসি তার ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে তুলেছে। স্বত্ব: এমি অস্টিন হোল্মস।

নীন পুরুষ সনদ উপর ভিত্তি করে গঠিত। এভাবে নারীকে দেশে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান থেকে বাদ দেওয়া হয়। এটি কোন নিছক বিষয় হতে পারে না যে এই সামরিক-বিরোধী দলগুলির নেতৃস্থানীয় অনেক কর্মী নারী ছিল। নো মিলিটারি ট্রাইএলস গোষ্ঠী সামরিক সন্ত্রাসীদের বেসামরিক নাগরিকদের আচার-আচরণের অবসান দাবি করে এই দলের অন্যতম নেতৃবৃন্দ শাহীরা আবু লেইল ও মোনা সেফের অন্তর্ভুক্ত। আরেকটি দল পাবলিক স্পেসে ভিডিও স্ক্রীনিংয়ের মাধ্যমে সামরিক কর্তৃক সংঘটিত মানবাধিকার লংঘনের অনেকগুলি প্রকাশ করেছে। এই গোষ্ঠীকে আস্কার কেজোবুন বলা হত। যার অর্থ সৈন্যরা মিথ্যাবাদী, এবং কপটিক খ্রিস্টান নারীর স্যালি টোমার সহ-প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

নারীরাই সর্বপ্রথম অপ্রকাশিত সত্য সামাজিক নিষিদ্ধ বিষয়সমুহকে প্রথম সামনে নিয়ে আসে। সামিরা ইব্রাহিম আটক নারীদের উপর কুমারীত্ব পরীক্ষা করার সামরিক বাহিনীর অনুশীলন সম্পর্কে নীরবতা ভাঙ্গেন। পুরুষদের অধিকারের পক্ষে সমর্থন করার ক্ষেত্রে নারীদের একটি প্রধান ভূমিকা রয়েছে। মিসরীয় ইনিশিয়েটিভ ফর পার্সোনাল রাইটস (ইআইপিআর)-এর একজন গবেষক ডালিয়া আবদেল হামিদ মিশরের অভ্যন্তরে কয়েকজন লোকের মধ্যে একজন ছিলেন যিনি ২০১৭ সালের পতনের এলজিবিটিকিউ সম্প্রদায়ের উপর ক্র্যাকডাউনকে অস্বীকার করেছিলেন। যার মধ্যে ছিল সন্দেহভাজন সমকামী পুরুষদের উপর জোরপূর্বক শারীরিক পরীক্ষা।

লিনা আটল্লাহ মাদা-মাসার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক-ইন-চীফ ছিলেন, এটি একটি সংবাদ ওয়েবসাইট যা ২০১৫ সালে দ্য গার্ডিয়ান বলে যে, এটি মিশরে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বজায় রাখতে ভূমিকা পালন করে। তাদের বিপজ্জনক সত্য কথার জন্য, ২০১৭ সালে ব্লক হওয়া প্রথম ওয়েবসাইটগুলির মধ্যে মাদা মাসর এক বছর পরেও সেন্সর করা হয়েছিল।

নতুন প্রজন্মের নবীন কর্মীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট নারী রয়েছে। ফতমা ইমাম সংবিধান প্রণয়ন কমিটিতে কাজ করেছিলেন এবং মিশরীয় সংবিধানে প্রথমবার নুবিয়ার উল্লেখ করেছিলেন। একজন ব্লগার এবং গবেষক হিসাবে, তিনি সুদানের সাথে সীমান্ত বরাবর সামরিক নৃশংস জমি অধিগ্রহণ সহ সংবেদনশীল বিষয়গুলি নিয়ে সচেতনতা চালিয়ে যাচ্ছেন। ২০১৭ সালের বসন্তে, আসওয়ানের একজন যুবতী সেহাম ওসমান প্রথম মহিলা হিসেবে জেনারেল নুবিয়ান ইউনিয়নের সভাপতি পদে আসীন হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু চাপের মুখে তা প্রত্যাহার করে নেন।

অবশেষে মিশরের সবচেয়ে সুপরিচিত মানবাধিকার আইনজীবী মাহিনওর এল ম্যাস্রি। তিনি মুসলিম ব্রাদারহুডের ২১ মহিলা সমর্থকদেরসহ সকল মিশরীয়দের অধিকার রক্ষার জন্য পরিচিত, যদিও তিনি নিজে ব্রাদারহুডের বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্যী ছিলেন। তিনি সিরিয়ার উদ্বাস্তুদেরও প্রতিরক্ষা করেছেন এবং পুলিশ স্টেশনের পাশে ঘুমাতে জোর দিয়েছেন যাতে তারা নির্যাতন না করে বা নির্যাতন করা না হয়। ২০১৪ সালে, তিনি লুডভিচ ট্র্যারিয়াক্স মানবাধিকার পুরস্কার পান; ১৯৮৫ সালে নেলসন ম্যান্ডেলা একই পুরস্কার লাভ করেছিলেন।

এত ছোট জায়গায় আসলে সবার অবদান তুলে ধরা সম্ভব নয়। নারমিন আলম-এর *Women and the Egyptian Revolution* বইতে এই বিষয়ে আরো বিশদভাবে বর্ণনা পাওয়া যাবে। আমি আশা করি দেখাতে পেরেছি যে নারীরা শুধু নারীদের অধিকার নিয়ে বলেনা। তারা বড় আন্দোলনগুলোতেও ভুমিকা রেখেছিল। বিপ্লবের ইতিহাস থেকে নারীদের নিশ্চিহ্ন করা, বা লিঙ্গ অধ্যয়নে ক্ষেত্রে তাদের দমন করা, তাদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত পিতৃগত কাঠামোগতগুলিকে চিরস্থায়ী করার নামান্তর। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
এ্যামি অস্টিন হোল্মস <holmes@aucegypt.edu>

> বৈশ্বিক শাসন:

একটি গণতান্ত্রিক বিশ্ব কাঠামোর ধারণা?

পিটার ওয়াল, বোর্ডের নির্বাহী সদস্য, ওয়ার্ল্ড ইকোনমি, ইকোলজি ও ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (ডব্লিউইইডি), বার্লিন, এবং সহযোগী-প্রতিষ্ঠাতা, আতাক জার্মানি, জার্মানি

চিত্রায়নে আরবু।

১৯৯০ সালে বৈশ্বিক শাসন ধারণাটি প্রচলিত হতে শুরু করে। এটা একটি নতুন ও অনেক বেশি গণতান্ত্রিক ধরনের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাসহ মানবরূপ সদৃশ বিশ্বায়নের প্রতিশ্রুতি বহন করে। নতুন এই দৃষ্টিভঙ্গি মজার কিছু ধারণার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়।

প্রথমত, শাসন মানে সরকার নয়। এটা ফরাসি *gouverner* থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ গতি ফেরানো, পরিচালনা করা, নিয়ন্ত্রণ করা। বস্তুত, এই মূল বিষয়গুলোই সুশাসন ধারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

- বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। এটা মূলত নব্যউদারতাবাদের কারণে সম্ভব হয়েছে। যা বাজারের ওপর স্বনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, স্বাধীন কাঠামো প্রণয়ন, বেসরকারিকরণ ও অনিয়ন্ত্রণকে জারি রাখার ওপর নির্ভরশীল।
- নতুন বৈশ্বিক সমস্যা উদ্ভূত হয়েছে, যেমন- বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, যার সমাধান একান্তই প্রত্যেক জাতি রাষ্ট্রের নাগালের বাইরে।
- প্রথাগত আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে, যেমন- সামষ্টিক নিরাপত্তা, সামরিক জাতি, পারমাণবিক শক্তি বৃদ্ধি না করা প্রভৃতির ক্ষেত্রে ফ্রেশ/নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন।
- আনুষ্ঠানিক ও ধরাবাঁধা চুক্তিগুলোর মিশেল ঘটানো, বাধাহীন মানদণ্ড তৈরি, ঐচ্ছিক চুক্তি ও বহুমুখী বিস্তার ঘটানোর মাধ্যমে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ করতে একত্রে একটি শাসন-কে প্রতিষ্ঠা করে নতুনত্ব তৈরি প্রয়োজন।
- এসকল ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার কর্তা যেমন- সরকার ব্যবস্থা, বহুমুখী প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও সুশীল সমাজগুলোর মধ্যে নতুন ধরনের মিথস্ক্রিয়া দরকার। এক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তি, সহযোগিতা, সংলাপ, বিস্তার, সমঝোতা এবং স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা হল মূখ্য চাবিকাঠি।

স্নায়ু যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই ধারণাটির বাস্তব প্রয়োগের সুযোগ সামনে আসে। বৈশ্বিক শাসন ধারণাটি যুগবাদীদের মধ্যে পরিচিত হয় এবং জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের দ্য রিও সম্মেলন ইতিহাসের সব থেকে বড় সম্মেলন, যে সম্মেলনে ১০০ এর অধিক সংখ্যক রাষ্ট্রপ্রধান এবং বৃহৎ সুশীল সমাজের অংশগ্রহণ করেছে। এটিকে একটি প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা যায়। রিও হল "একক বিশ্ব"-এর প্রত্যাশী একটি ন্যারেটিভ, যা সমানভাবে উদার বিশ্বজনীনতাবাদ ও বামপন্থী আন্তর্জাতিকতাবাদকে সমূলে উপস্থাপন করে।

>>

যাই হোক, ক্রমেই হতাশার দিকগুলো সামনে আসে। পাঁচ বছর পর প্রথম মুল্যায়নপর্বের সম্মেলনের পর উদারনৈতিক পুঁজিবাদের বিশ্বায়ন তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। এখানে সমৃদ্ধি নেই, ছোট নৌকাগুলো টেনে তুলছে ও বড় স্টিমারদেরও একই অবস্থা হয়েছে। পরিবর্তে অনেক ক্ষতিগ্রস্থ তৈরি হয়েছে। মজার বিষয় হল, অনেকেই সমৃদ্ধ অর্থনীতির ছিল। এর ফলাফল হল, যে ডাইমেনশনগুলো আমরা আজ দেখি, যখন অনেক ক্ষতিগ্রস্থ মাত্রাহীন অধিকারের পথে হাঁটতে শুরু করে। ১৯৯৯ সালের সিয়াটলে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় অনুষ্ঠিত সভায় আলোচিত প্রতিবাদ তুলে ধরে যে, প্রচুর মানুষ এখন বিশ্বায়নের ঝুঁকির দিকগুলো অনুধাবন করছে। এগুলোর মধ্যে সামাজিক সমতা, পরিবেশ ও গণতন্ত্র রয়েছে।

অপরদিক থেকে, পুঁজিবাদী বাজারের সূচকগুলো টিকে গিয়েছে। ২০০৮ সালে আস্থার একটা জায়গা ছিল যে, আর্থিক বাজারগুলো চাঙ্গা হয়ে উঠবে এবং তারা নিশ্চিতভাবে রূপকথা হয়ে ওঠার বাইরে গিয়ে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করবে। আর্থিক পুঁজিবাদ নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়েছে। গ্রেট ডিপ্রেশনের পর এটা সব থেকে বড় আর্থিক সংকটে পরিণত হয়েছে। বৈশ্বিক শাসন এই প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারেনি, তার জোয়ারে ভাসাতেও পারেনি।

তবে কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রই নয় যে, যেখানে বৈশ্বিক শাসন ছাপ ফেলতে পারে নি। বৈশ্বিক শাসন-এর চেতন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও কোন কাজ করতে পারেনি। তথাপি, রাশিয়ার ইয়েল্টসিনের বিপরীতে ন্যাটোর পূর্বদিকে বিস্তার ১৯৯৭ সালে শুরু হয়। ১৯৯৯ সালে যখন ন্যাটো জাতিসংঘের ম্যান্ডেট ছাড়া পূর্বের যুগোস্লাভিয়ায় যুদ্ধ শুরু করে। তখনই একছত্র ক্ষমতার রাজনীতির সার্বিক ধারাবাহিকতা ও আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন শুরু হয়। এটাই পরবর্তী সময় ৯/১১ এর পর বৈশ্বিক "ইচ্ছার মৈত্রেয়তা"-র মাধ্যমে ইরাক আক্রমণ, ২০০৮ সালের ন্যাটোর অধীনে কসভোর একপাক্ষিক স্বাধীনতা, ২০১১ সালে লিবিয়ায় শাসন পরিবর্তনের মাধ্যমে "যুদ্ধ ও সন্ত্রাস" সূচনা করে। এর সবগুলোই বৈশ্বিক সুশাসন-এর বিপরীত বিষয়।

এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে, এমন নয় যে, কোন পাল্টা প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় নি। বিশেষ করে রাশিয়া ও বর্ধিতভাবে চীন স্নায়ু যুদ্ধ উত্তর শৃঙ্খল তৈরিতে কৌশলী হয়ে উঠেছে। এটা সাময়িক সময়ের জন্য নয়। এটা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার টেক্টোনিক রূপান্তরের গভীরে প্রোথিত। আমরা বর্তমানে বহুমুখী বৈশ্বিক শৃঙ্খলের দিকে পথ চলা প্রত্যক্ষ করছি। এর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে, বর্তমানে চীনের সুপারপাওয়ার হিসেবে আবির্ভাব। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হিসেবে রাশিয়ার বড় শক্তি হয়ে ওঠা, বিশ্বের অর্থনৈতিক শক্তির প্রাণকেন্দ্র এশিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়া, আপেক্ষিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাশ্চাত্যের আধিপত্যের ক্ষয়িষ্ণুতা।

নবাগতরা বিভিন্নভাবে সন্নিবেশ করছে এবং তাদের মধ্যে ইস্যুভিত্তিক বিভিন্ন মৈত্রেয় সম্পর্ক গড়ে উঠছে। যেমন- সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন কিংবা দ্য ব্রিক্স এদের মধ্যে অন্যতম। তারা বহুধাবিশিষ্ট অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান যেমন- দ্য এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (এআইআইবি) ইন্টারন্যাশনাল মনেটোরি ফান্ড ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। এরাই সিল্ক রুট-এর মত নতুন অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোর প্রজেক্টকে সপ্রতিম করে। এটা বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমান্তরাল ব্যবস্থাকে সামনে নিয়ে আসে। যেমন- সুইফট নামে একটি বিকল্প ব্যবস্থা- এটা চীন ও রাশিয়া প্রণীত বৈশ্বিক অর্থায়নের একটা ইলেক্ট্রনিক নিউরাল ব্যবস্থা এবং তাদের নিজেদের ক্রেডিট কার্ড ব্যবস্থা, যা মাস্টারকার্ড, ভিসা কার্ড ও আমেরিকান এক্সপ্রেসের বৈশ্বিক একচেটিয়াবাজারকে রোধ করে। বাণিজ্য চুক্তিগুলো মার্কিন আধিপত্যকে সরিয়ে দ্বিপাক্ষিকভাবে সম্মত ক্লিয়ারিং ইউনিটের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমানহারে মার্কিন ডলারকে প্রতিস্থাপিত করে। অন্য কথায়, এটা বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে পাল্টাধরনের একটা প্রতিক্রিয়া। এটা পাল্টা প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে সক্ষম, এমন ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। এর একটি উপাদান হল "বাছাই করে বিশ্বায়ন"।

অবশ্যই, আসন্ন বৈশ্বিক শৃঙ্খল নতুন ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এই অবস্থায় নবাগত ও দীর্ঘ সময় ধরে যারা প্রতিষ্ঠিত খেলুড়ে, তারা সংঘাত ও অস্থিতিশীলতা জন্ম দিচ্ছে। ট্রাম্প প্রশাসনের আগমনের পর "আমেরিকাকে মহান করে তোলার এক চরম একপাক্ষিকবাদে এই ঝুঁকি নতুন মাত্রা লাভ করেছে।

বৈশ্বিক শাসন কাজ করছে না কেন, এর প্রধান কারণগুলো হল:
. বিশ্বায়িত পুঁজিবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির ক্ষমতার সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্ধত্ব, কিংবা মার্ক্স যেভাবে দেখেছেন, অর্থনৈতিক সম্পর্কের নিরব সহিংসতা;
. আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার ক্ষমতার সম্পর্কের অন্ধত্ব;
. পুঁজিবাদী সমাজের জন্য এখনও প্রভাবশালী কাঠামো হিসেবে জাতিরাষ্ট্রের নিষ্ক্রিয়তা উপেক্ষা।

বৈশ্বিক সুশাসন শুরু থেকেই আদর্শিক ধারণায় ন্যস্ত। তথাপি, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এখনও প্রাসঙ্গিক এবং কঠোর সামাজিক তত্ত্ব ও তার প্রয়োগের ওপর ভিত্তি করে এগুলো বর্জন করা ঠিক হবে না। তবে এগুলোর দিকে একটি নিবিড় দৃষ্টি দিলে যারা সহযোগিতা করছে এবং যাদেরকে করছে, ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প তৈরির জন্য একটি বাস্তবসম্মত মূল্যায়ন দরকার। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
পিটার ওয়াল <peter.wahl@weed-online.org>

> বুদ্ধিজীবীর প্রতি গুণকীর্তন

নিকোলাস লিঞ্চ, সান মার্কস জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, পেরু

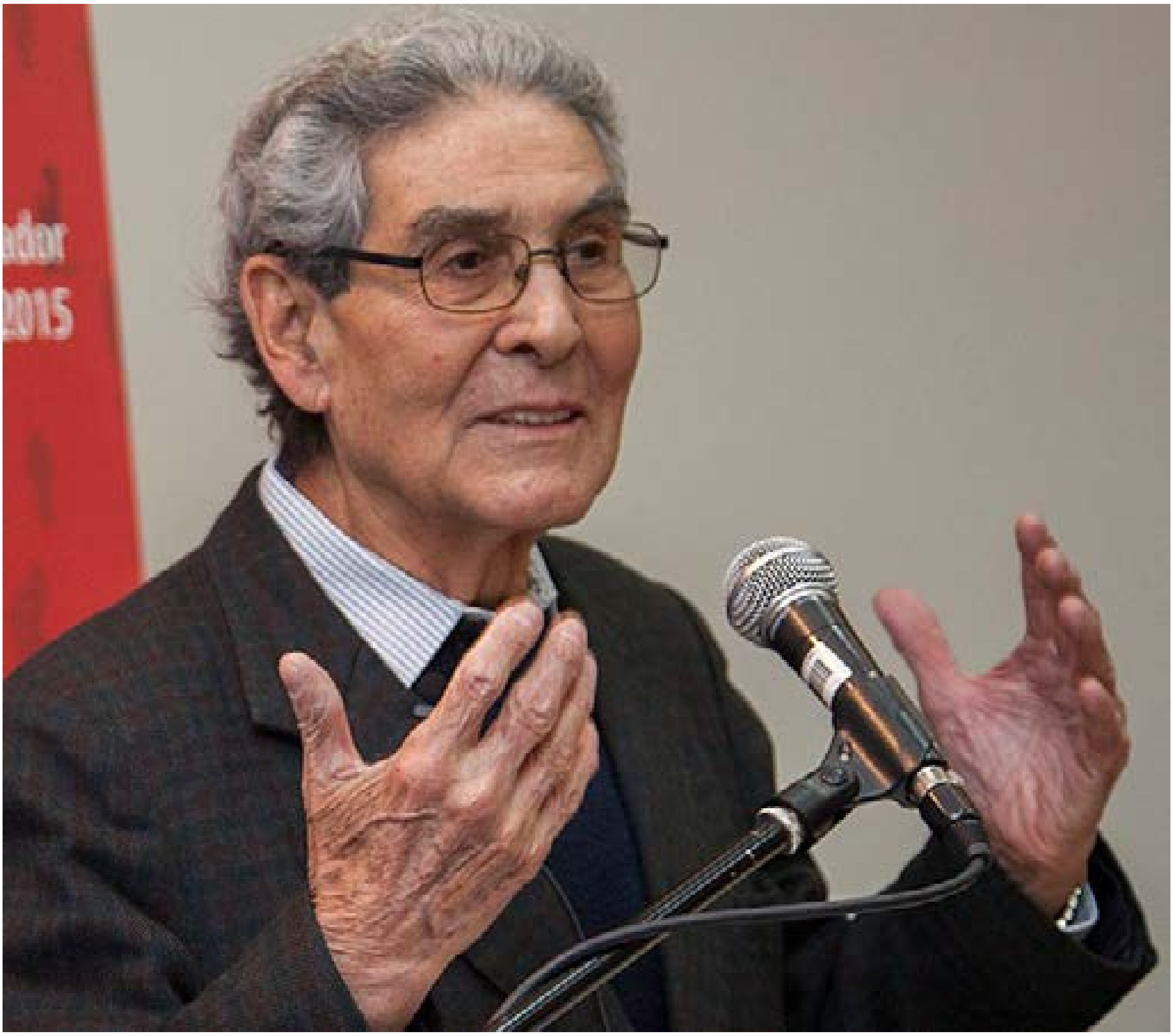

২০১৫ সালে এনিবাল কুইজানো। ক্রিয়েটিভ কমন্স।

এনিবাল কুইজানো (১৯২৮-২০১৮) পেরু এবং ল্যাটিন আমেরিকা শ্রেষ্ঠ সমালোচনামূলক বুদ্ধিজীবী, যিনি তার নীতিতে অটল ছিলেন। যখন ১৯৬০ এবং ১৯৭০ এর দশকে তিনি সমাজবিজ্ঞানী হিসাবে আবির্ভূত হলেন, তার অবস্থান ছিল সমালোচনার শীর্ষে। কুইজানো মার্কসবাদ--লেনিনবাদের সাইরেন কলে কখনোই গুরুত্ব প্রদান করেন নি। যা পরবর্তীতে শাইনিং পাথের সবচেয়ে বর্বর অভিব্যক্তিতে পৌঁছেছিল। বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের প্রভাবের ঊর্ধ্বে ১৯৯০ এর দশকে কিছু সামাজিক বিভাগের সাবালটেরনাইজেশন-এর বিরুদ্ধে তার সমালোচনা অবশেষে সমসাময়িক পেরু এবং ল্যাটিন আমেরিকাতে কর্মক্ষেত্রে কাজ করার প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিল।

>>

কুইজানো প্রধানত পেরুর লিমাতে অবস্থিত সান মার্কস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং গবেষক হিসাবে কর্মরত ছিলেন, পাশাপাশি ল্যাটিন আমেরিকা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়েও কর্মরত ছিলেন। ১৯৭০-এর দশকে *সিকাইড্যাড পো পোলিটিকা* পত্রিকা নিয়ে সরাসরি রাজনীতি-তে তার সংক্ষিপ্ত আগমনের ফলে, তাকে জুয়ান ভ্যালাস্কো আলভারাদোর সামরিক সরকার মেক্সিকোতে পাঠিয়ে দিয়েছিল। ফলে পেরু এবং ল্যাটিন আমেরিকার জনগ-ণের সংগ্রামে গভীরভাবে আত্মনিয়োগকৃত বু-দ্ধিজীবী হিসাবে আবির্ভূত হন তিনি। যে সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা আমাদের সমাজকে আকৃতি প্রদান করেছে সেগুলো কিভাবে কাজ করে সেই গবেষণায় তিনি তার জীবন ব্যাপী অবদান রেখেছেন।

তার অবদান প্রথমত জ্ঞানতাত্ত্বিক। তিনি এই অঞ্চলের সামাজিক প্রক্রিয়া ব্যাখ্যার জন্য "দক্ষিণ থেকে" একটি ব্যাখ্যা প্রদান করে। এভাবে, তিনি ঐতিহ্যগত সমাজবিজ্ঞান থেকে প্রাপ্ত ঐতিহ্য/আধুনিকতা দ্বিতত্ত্ব থেকে বের হয়ে আসেন এবং মূল বিবরণ হিসাবে ঐতিহা-সিক-কাঠামোগত বৈচিত্র্যের ব্যবহার করেন। তিনি ল্যাটিন আমেরিকার সমাজগুলিতে একটি অবিছিন্ন কাঠামো দেখেছেন, যার চারপাশে সংগঠিত ঘটনা কেবল জাতীয় নয় বরং আন্তর্জাতিক এবং সর্বোপরি বিশ্বব্যাপী।

কুইজানো এভাবে ল্যাটিন আমেরিকার শর্ত নির্ভর সমস্যার মোকাবেলা করেন। যদিও তিনি এই তথাকথিত "নির্ভরতা তত্ত্ব" উল্লেখ করতে অস্বীকার করেছিলেন, তবে এটি স্পষ্ট যে ১৯৫০ এর দশকে তিনি রাউল প্রিবিশ এবং সিইপিএএল (ইংরেজিতে ইসিএলএসি) এবং তারপরে কার্ডোসো এবং ফেলেটো এবং অবশেষে ১৯৬০ এবং ১৯৭০ এর দশকে রুয়ে মৌরো মেরিনী দ্বারা উদ্বোধিত আখ্যানের অংশ। শহুরে পরিকল্পনা ও কর্মশালার বিভিন্ন অবদান নিয়ে সেই বিতর্কের সাথে তার সম্পৃ-ক্ততা, তিনি যে বৈশ্বিক বৈশিষ্ট্যপ্রদান করেছি-লেন লাতিন আমেরিকার ক্ষমতা একত্রিতকর-নের প্রেক্ষিতে তার সাথে মিলে যায় দীর্ঘ তিন যুগ পরেও।

কিন্তু কুইজানো ল্যাটিন আমেরিকার পরি-চয়ের প্রশ্নেও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছি-লেন: পেরুতে ১৯৭০ এর দশকের প্রথম দিকে কলিফিকারিওনের প্রক্রিয়ার উপর তাঁর অবদান, জোসে কার্লোস মারিআতগুইয়ের লেখার পুনরুজ্জীবনের জন্য- যিনি ছিলেন ১৯৩০-এর দশকে ল্যাটিন আমেরিকার সমা-লোচনামূলক মার্কসবাদী চিন্তাবিদ এবং আদিবাসী জনগণের সংগ্রামের জন্য তার বিশেষ সহানুভূতি এবং বুয়েন ভিভির ধারণা যা বর্তমানে বিভিন্ন জাতিগত আন্দোলনের দ্বারা অনুপ্রাণিত।

পরিচয় বিষয়ক তার অবদান জাতিগত ধারণা ভিত্তিক। কুইজানোর দৃষ্টিভঙ্গিতে এই ধারণাটি ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকীকরণের ফলে উদ্ভব ঘটে যা পরবর্তীতে আমেরিকা বলে অভিহিত হয়েছিল এবং এই অঞ্চলে বি-দ্যমান সামাজিক অনুক্রমের শ্রেণী বিভাগের কেন্দ্রীয় উপাদান হয়ে উঠেছিল। পরিচয় নির্মিত হয় জাতিগতভাবে এবং তাই আধিপ-ত্যও তাই। নির্ভরশীলতার সাথে সাথে, ক্ষম-তার উপনিবেশিকতার নির্মাণে জাতিটির ধারণাই ছিল মূল চাবিকাঠি। কুইজানো যুক্তি দেন যে ক্ষমতার ঔপনিবেশিকতা বহিরাগত আধিপত্যকে, উপনিবেশ বা নতুন উপনিবে-শের উপর একটি সাম্রাজ্যের আধিপত্যকে বিস্তার করে, কিন্তু সমাজের বাকি অংশের উপর শাসক অভিজাতদের অভ্যন্তরীণ আধি-পত্যকেও বিস্তার করে -যা প্রধানত একটি বৈ-ষম্যমূলক জাতিগত কাঠামো নির্মাণের কারণে সংঘটিত হয়। সুতরাং ল্যাটিন আমেরিকাতে প্রকৃতপক্ষে জাতীয় ও বহুজাতিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য ক্ষমতার ঔপনিবেশিকতাই প্রধান চ্যালে-ঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমরা এখানে দেখতে পারি, অনিবল কুইজানো এর তাত্ত্বিক সৃজনশীলতা এবং এই অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসিত সামাজিক চিন্তাধারার ঐতিহ্যের মধ্যে তার অবস্থান তাকে পেরু সমাজবিজ্ঞান এবং বৃহত্তর মহাদেশে একটি উল্লেখযোগ্য অবস্থান প্রদান করে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
নিকোলাস লিঞ্চ
<nicolaslynch54@gmail.com>

> যোদ্ধার আনন্দ

রাকেল সোসা এলিজাজা, মেক্সিকো জাতীয় স্বায়ত্বশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়

"তার জীবনের মূলমন্ত্র ছিলঃ সীমার মধ্যে থাকো ও প্রতিরোধ করো"

হাজার হাজার যুদ্ধের নায়ক, এনিবাল কুইজানো অবাক হয়েছিলেন যখন কোস্টারিকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেছিল। মিলনায়তন ভর্তি মানুষ যখন দাড়িয়ে তাকে সম্মান প্রদর্শন করে তখন তিনি আরও অবাক হয়েছিলেন। তিনি কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষাবিদদের "আন্তরিকভাবে নিজের কাজের সাথে পরিচিত" করার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং তাঁর ধন্যবাদটির কারন হিসাবে জোর দিয়ে বলেছিলেন যে স্বীকৃতিটি জীবনের "একটি লেখার অর্থ কী এবং কোনটি মনে করে তা লিখা হয়েছে সেটি বোঝার অর্থ"। নম্রতা এবং সরলতার সাথে তিনি তার জীবনের উদ্দেশ্য বলেছিলেন জনসাধারণকে: "ভিতরে ও বাহিরে বেঁচে থাকুন" এবং তিনি যোগ করেছেন: "বিশ্বের এমন কোনও উপায় নেই যা ক্ষমতা, শোষণ এবং সহিংসতাকে একত্রিত করে।"

আমি অনেক বছর আগে এনিবাল কুইজানোকে দেখেছিলাম, আমার বাড়ির দেশে, যেখানে তিনি ১৯৭০ এর দশকের মাঝামাঝি নির্বাসনে এসেছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী চিন্তা ও সংগ্রাম; আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের চাহিদা ও সংগ্রামের সামাজিক জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস; নারী, যুবক, আদিবাসী, অভিবাসী, বিচ্ছিন্ন মানুষ এবং উদ্বাস্তুদের সাথে সংগ্রামের সহানুভূতির কারণে তাঁর সমবেদনা তাকে অগণিত ভ্রমণের দিকে পরিচালিত করে এবং তিনি স্বীকৃতি অর্জন করেন এমন অনেক জায়গা থেকে যেখানে তাত্ত্বিক মানুষের পায়ের ছাপ খুব কমই পড়েছে।

তার দীর্ঘ ইতিহাস তাকে বাধ্য করে সান মারকস বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান হতে যখন তিনি ১৯৯০-এর দশকের শুরুতে পেরুতে ফিরে আসেন স্বৈরাচারী ফুজিমরি সেনা বাহিনীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রন নিতে আদেশ দেয়ার পর। তাই একবার তিনি বিঙ্গামটন ইউনিভার্সিটি, প্যারিসে আশ্রয় পান এবং এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শুরু পর্যন্ত পেরুর রিকার্ডো পালমা ইউনিভার্সিটি উদারভাবে তাঁকে তার শেষ সময়কার যুদ্ধের জন্য একটি স্থান উপহার দেয়। তাঁর সমগ্র জীবন ছিল অটলভাবে সংগঠিত এবং একাডেমিক, রাজনৈতিক, এবং শিক্ষামূলক, এবং সর্বদা মানুষের কাছে পৌঁছানো ঘটনাগুলিতে অংশগ্রহন করা; সর্বদা গঠনমূলক এবং সর্বদা মহান সংহতি প্রদর্শন। তিনি অনেক বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষাবিদ যেমন এমানুয়েল ওয়ালারস্টেইন এবং পাবলো গনজালেজ কাসানভা যারা তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সহকারে বৈশ্বিক সামাজিক ফোরামে অংশ নিয়েছিলেন, তাদের সহযোগিতায় অনেক উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছেন।

ক্ষমতা ঔপনিবেশিকতা বিষয়ক তার দৃষ্টিভঙ্গি, যার জন্য তিনি পৃথিবীর সকল স্থানে স্বীকৃত হয়েছেন, রাজনৈতিক এবং একাডেমিক উভয় ক্ষেত্রের সংগ্রাম থেকে উদ্ভূত। প্রকৃতপক্ষে, আমি বলব যে এটি একটি নৈতিক মূল্যবোধ গঠন করে এবং প্রকৃতপক্ষে মর্যাদাকে একটি চাহিদা হিসাবে স্থাপন করে যাতে বিদেশী বা অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার শিকার হতে না হয়। এটি হল পরিবর্তনের জ্ঞান, একটি হাতিয়ার এবং অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রের দ্বারা পরিবর্তনের বদলে রূপান্তরের সত্য পথ খুঁজে বের করার আহ্বান, কলঙ্কিত, বঞ্চিত, বাদ পরা এবং পরিত্যক্ত জনগোষ্ঠীর সুবিধার জন্য।

তার পূর্বসূরি আইম সিএসায়ার, ফ্রান্টজ ফ্যানন এবং বিশেষ করে জোসে কার্লোস মারিআতগুইয়ের মতো, এনিবাল কুইজানো তাঁর কাজের প্রতি প্রকৃত ঐতিহাসিক অর্থ নিয়ে আসেন, যা ১৬ শতকের পর থেকে বিশ্বকে রূপান্তরিত করেছে তার উপায়ের উপর ভিত্তি করে, বর্ণবাদ ও দাসত্বের মতো পুঁজিবাদী বিকাশকে অর্থনৈতিক বাহিনীতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। নিপীড়ন ও বিচ্ছিন্নকরণের এই চক্রের বোঝা এবং অস্বীকার, যা আজ পর্যন্ত বন্ধ হয় নি, তার জীবনের ধ্রুবক তত্ত্ব হয়ে উঠেছে। প্রথা ও উদযাপন থেকে আলাদা, বিচ্ছিন্নতা বা অজ্ঞতার ব্যথা অনুভব না করে, ব্যক্তিগত ক্ষোভ বা রাজনৈতিক নিপীড়ন, তিনি ছিলেন যোদ্ধার আনন্দ। তিনি এমন একজন ছিলেন যিনি খুশি ছিলেন কারণ তিনি জানতেন যে তিনি তার চেয়ে বড় কারণের জন্য যুদ্ধ করছেন। এবং তিনি জীবন, সৌন্দর্য, তার পরিবার এবং তার বন্ধুদের উপভোগ করেছিলেন। আসুন আমরা তাঁর অসাধারণ উদাহরণ, তার দৃঢ়সংকল্প এবং তার সততাকে আত্মস্থ করি। ■

> বর্ণ বৈষম্য পরবর্তী দারিদ্রতার মূল বৈশিষ্ট

জোশুয়া বুডলেন্ডার, ম্যাসাসুয়েটস আমহার্ট বিশ্ববিদ্যালয়, ইউএসএ

১৯৯২ সালে ডিভোসে ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামে ফ্রেড্রিক উইলেম ডি ক্লার্ক ও নেলসন ম্যান্ডেলা। স্বত্ব: ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম

দারিদ্র মোকাবেলা উত্তর বর্ণ বৈষম্যবাদ দারিদ্রতার মূল বৈশিষ্ট্য এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ উক্তি যে ১৯৯৪ সালে যখন দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গরা তাদের প্রতি বর্ণ বৈষম্যনীতি অবসানের মধ্যদিয়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করল তখন প্রকৃত অর্থনৈতিক মুক্তি অনুরূপিতই থেকে গেছে। এই ধ্রুব সত্যটি তাই প্রায়ই সাধারণভাবে প্রকাশিত হয় অথবা কোনো নির্দিষ্ট ঘটনাকে বিশেষভাবে সঙ্গায়িত করার প্রেক্ষিতে। এখানে আমি যখন ব্যাপকভাবে বিস্তারকৃত প্রমাণগুলোকে একত্রিত করে কি পরবর্তীত হয়েছে বা হয় নি এটা প্রতিষ্ঠা করার জন্য তখন দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপক অর্থনীতিক দারিদ্রতার প্রশ্ন ওঠে।

> দক্ষিণ আফ্রিকার দারিদ্রতা ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে বর্ণ বৈষম্য নীতি

প্রথম এবং সবচেয়ে মূল বিষয় হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার জনসংখ্যার যে অনুপাত সেটা খুব বিভক্ত। যেমন দারিদ্র্য সীমার নিচে যারা তারা সাধারণত উত্তর বর্ণ বৈষম্য নীতির কোনো পরিবর্তন করতে পারে না। বিশেষ একটা সংখ্যার জনগোষ্ঠী দারিদ্র্য সীমাকে ব্যবহার করে নির্ভরশীল কিন্তু সাধারণত মোট জনসংখ্যার ৫০-৬৫ শতাংশ মানুষ দরিদ্র হিসেবে বিবেচিত হয়, এদের মধ্যে ১৯৯৪ সাল থেকে খুব কম সংখ্যক মানুষ উন্নতি করতে পেরেছে। দারিদ্র্যের ব্যাপকতা খুব সূক্ষ্মভাবে এখনও জাতিগত শ্রেণি বিভাজনের জরিপে দেখা যায়, যাদের মধ্যে ৯৩ ভাগ কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান, ১২ ভাগ ইন্ডিয়ান এশিয়ান এবং ২ ভাগ সাদা যারা সম্প্রতি দারিদ্র্য সীমার নিচে বলে বিবেচিত হচ্ছে। দারিদ্রতা কিছুটা কমানোর উদ্দেশ্যে সরকারের অনেক বেশি বর্ণ বৈষম্যনীতির বিস্তরের ফলে সামাজিক ভাতা যেটা নিঃশর্তভাবে নগদ টাকা কিছু শ্রেণীর গরিব লোকেদের উদ্দেশ্যে বিতরণ করা হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সব চেয়ে গরিব যে ৪০%পরিবার আছে, সামাজিক ভাতা এখন সাধারণত এই পরিবারের মোট আয়ের অর্ধেকের বেশি। উত্তর বর্ণবৈষম্যবাদের অর্থনৈতিক অবস্থার আরেকটি উন্নয়ন হচ্ছে, এটি অর্থনৈতিক বিষয়ের কিছু অবৈতনিক বিষয় নিয়ে সংশ্লিষ্টতা দেখায়। পানি, বিদ্যুৎ এবং শিক্ষায় সবার অধিকারের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রসার প্রচারণা চালাতে হয়েছে। অপুষ্টি এবং মৃত্যুহারের বিষয়টি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। এসব বিষয়ের উন্নতিগুলো বর্ণ বৈষম্য যুগের বঞ্চনা গঞ্জনাকে কিছুটা প্রতিফলিত করে। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় কিছু উন্নতি অনস্বীকার্য।

>>

আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে এতো উন্নতি সত্ত্বেও প্রত্যন্ত অঞ্চলে চরম দারিদ্রতা থেকেই যায় বিশেষ করে বৈষম্যের যুগে যেটাকে মাতৃভূমি হিসেবে ব্যবহার করা হতো সেখানে। যখন ক্ষতির সুযোগ দক্ষিণ আফ্রিকার দারিদ্রতা পরিমাপ করার জন্য ব্যবহার করা হয় তখন দেখা যায় যে পূর্বের মাতৃভূমিই সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত যেটা কিনা দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে উত্তরাধিকার পাওয়া একটি বিষয়কে নির্দেশ করে এবং তখন থেকেই এটি দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে পুনরায় যুক্ত হয়েছিল।

দারিদ্রতা শুধুমাত্র একটি গ্রামীণ সমস্যা নয়, এছাড়াও রীতি হীন এলাকের পরিবারগুলোর খানিকটা সুযোগ আছে দারিদ্রের কষাঘাত থেকে মুক্ত হবার কিন্তু এছাড়াও তারা উল্লেখযোগ্য বেশকিছু কাঠামোগত বাঁধার সম্মুখীন হয়। বর্ণবৈষম্যের সময়ে শহরে কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকদের জোরপূর্বক দূরের কোনো প্রান্তিক শহরে পাঠিয়ে দেয় হতো যে জায়গাগুলো উন্নত শহর এলাকার চাকরি সুবিধা ও অন্যান্য সুবিধা থেকে অনেক দূরে ছিল। উত্তর বর্ণবৈষম্যবাদ ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার রক্ষা এবং সরকারি নীতির সাথে যুক্ত যেটা সস্তা প্রান্তিক জায়গায় রাষ্ট্রীয় সহায়তায় বাসস্থান নির্মাণকে তরান্বিত করে।

> অল্প কাজের সুযোগ ও নিম্ন বেতন

জনগনের জন্য উন্মুক্ত যাতায়াত ব্যবস্থায় দক্ষিণ আফ্রিকার শ্রমিকদের অনেক বেশি সময় এবং অর্থ দিয়ে হয় যেগুলো আবার উপযুক্ত পরিবহন কর আদায়ে ভূমিকা রাখে যা শ্রমিকদের মুজুরির ৪০ শতাংশের কাছাকাছি। জাতি বৈষম্য নীতির শহরগুলো প্রান্তিক নাগরিকদের কাছে প্রথমেই একটা কাজ খুজে পাবার খুব কঠিন জায়গা। দক্ষিণ আফ্রিকার ত্রুটিপূর্ণ শ্রম বাজার খুব অল্প পরিমাণ কাজ এবং খুবই সীমিত পারিশ্রমিক যা কিনা উত্তর বর্ণ বৈষম্য নীতির দারিদ্রতার মূলে বিরাজমান। বেকারত্ব মিডিয়া এবং নীতি নির্ধারকদের আকৃষ্ট বা যেটা এটাকে আশ্চর্যান্বিতভাবে আরও তরান্বিত করে বেকারত্বের যথাযথ সঙ্গা অনুযায়ী দক্ষিণ আফ্রিকার বেকারত্বের পরিমাণ শতকরা ২৫% থেকে ৩০% মধ্যে বিরাজমান থাকে। বিস্তারিত সঙ্গা অনুযায়ী দক্ষিণ আফ্রিকার বেকারত্ব ৪০% পর্যন্ত উঠানামা করে যেটা বেশি গুরুত্ব বহন করে।

জনগনের বেকারত্বকে এই সময়ে ভালোভাবে উল্লেখ না করে থাকা উচিৎ নয়। এটা এমনিতেই কম মজুরির দিকে দৃষ্টিপাত করেছে যেটা দক্ষিণ আফ্রিকায় বিদ্যমান। দক্ষিণ আফ্রিকার পরিবারগুলোর মধ্যে যাদের পরিবারে একজন আয় করার মতো সদস্য আছে তার মধ্যে অর্ধেকই দক্ষিণ আফ্রিকার দারিদ্র্য সীমার নিচে চলে গেছে। ৮৮% পরিবার যাদের আয় করার মতো কেউ নেই একই দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছে।

যখন বন্টনের ক্ষেত্রে মজুরি বৃদ্ধি পেলো মধ্যস্থিত মজুরী আসলে অপরিবর্তিত ছিল ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত। এথনোগ্রাফিক গবেষণা দেখায় যে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্রমিকেরা চাকরি ছেড়ে দেয় কারণ মজুরী এতই কম যে সেটা বাস্তবিক ও মানবিক মূল্যের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে না (যেমন বিনিময় মূল্য এবং সমানহীনতার অভিজ্ঞতা) তাই তারা মনে করে এই চাকরি ছাড়া উচিৎ যদিও এটা মানে বেকারত্ব মেনে নেওয়া।

উচ্চ বেকারত্ব এবং নিম্ন মজুরীর কারণগুলো কি কি? একটা যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা হলো অনুন্নত শিল্প ব্যবস্থা। এই তত্ত্ব অনুযায়ী দক্ষিণ আফ্রিকা দক্ষতার অসামঞ্জস্যতার মুখোমুখি হচ্ছে যেখানে মালিকদের খুব বেশি মাত্রার দক্ষ শ্রমিক দরকার কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থা এতটাই অসামঞ্জস্য যে এটা সেরকম শ্রমিক তৈরী করতে পারছে না। এটা অবশ্য সত্য যে নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি না করা সত্ত্বেও দক্ষিণ আফ্রিকার শিক্ষাব্যবস্থা রাষ্ট্রের মধ্যে একটা সংকট তৈরী করছে যেমন দশম শ্রেণির ৮ জন ছাত্রের মধ্যে ৪ জনই ভালোমতো পড়তে পারে না। কিন্তু শিক্ষা পুরোকাহিনীটা ব্যাখ্যা করতে পারে না। একটা বিষয় যেটা অবশ্যই স্বীকৃত যে বেসরকারি ক্ষেত্রে প্রচুর শ্রমিক চাহিদা আছে।

> অনিশ্চিত ও গতিশীল দারিদ্রতা

১৯৯৪ সাল থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা বৈশ্বিক আউটসোর্সিং ধারা ও "শ্রমিক ভাড়া করা" অনুসরণ করে চলছে, যা বাড়িয়ে দিচ্ছে চাকরির অনিশ্চয়তা। দক্ষিণ আফ্রিকার দারিদ্রতা বিষয়ক গবেষণা মতে শতকরা ৪০ ভাগ স্বচ্ছল পরিবারে রয়েছে অস্বচ্ছলতার হুমকি এবং ৮০ ভাগ অস্বচ্ছল পরিবারকে বলা চলে 'চরম দরিদ্র', যাদের দারিদ্রতা বিমোচনের আশা খুবই ক্ষীণ।

সত্য কথা হলো দক্ষিণ আফ্রিকায় এই বিকল্প অর্থোনৈতিক স্বাধীনতা অবাস্তব হয়ে রয়েছে। তার জন্য সুস্পষ্ট কারণ রয়েছে। আমাদের এই বিষয়টিতেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ যে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতি, যা কিনা এখনও দেশটিতে বিদ্যমান, অর্থনীতিতে তার মৌলিক পরিবর্তনই পারে এই সমস্যার কারণ চিহ্নিত করতে এবং সমাধান দিতে। নিঃসন্দেহে অনুদান এবং মৌলিক সুবিধার বৃদ্ধি একটি উন্নয়ন মূলক পদক্ষেপ। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থনীতি; অকার্যকর এর কেন্দ্রে রয়েছে দেশটির 'শ্রমবাজার অথবা শ্রমশক্তি' যা রয়েছে বর্ণবাদের বলয়ের মধ্যে। একমাত্র এই বলয় ভেদের মাধ্যমেই সম্ভব দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থনৈতিক অবকাঠামোকে সঠিক পথ প্রদর্শন করানো। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রকৃত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এখনও অবাস্তব হিসেবে রয়েছে এই সত্য কথাটির একটা বাস্তব বা সত্য কারণ আছে। বাস্তবতা নিজেই কথা বলে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
জোশুয়া বুডলেন্ডার <jbudlender@umass.edu>

> বেইলআউট-পরবর্তী সমৃদ্ধিঃ

গ্রিসের দারিদ্র্যের নতুন ভূচিত্র

ভ্যাসিলিস আরাপগ্লু, ক্রেট বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রিস।

ফাঁকা বাড়ির দেওয়ালে চিত্রিত দারিদ্রতা; যেখানে রাস্তায় ঘুমানো অনেকের কাছে দৈনন্দিন বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে।
কৃতিত্ব: ভ্যাসিলিস আরাপগ্লু।

আট বছর কঠোর নিষ্ঠুরতার পর, গ্রিক সরকার পোস্ট-ব্যালাউট যুগের পূর্বাভাস দিয়েছিল এবং এর "ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কৌশল" তুলে ধরেছিল, এটি একটি পরিকল্পনা যার ব্যাপারে আগেই ইউরো গ্রুপ, ইউরোপীয় কমিশন এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সাথে সমঝোতা হয়েছিল,এবং তারা আর্থিক সহায়তার প্রোগ্রামগুলি থেকে প্রস্থান করার পর আর্থিক নজরদারি বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা করে। এই পরিকল্পনাটি গ্রিক মালিকানার সংস্কার এবং "ন্যায্য ও অন্তর্নিহিত অগ্রগতি" এই প্রস্তাবকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের বিষয় সূচিতে আনতে চেষ্টা করে।

এই সংক্ষিপ্ত নোটটি গ্রিক শহরগুলিতে দারিদ্র্যের উপর সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফলগুলিতে তাদের বিস্তৃত সময়-স্থান ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে, এবং তাদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নীতি সাফল্যের পরিকল্পনাগুলির দাবিগুলি মূল্যায়ন করে। পোস্ট-বেইলআউট" কথাটা সম্ভবত "কল্যানের পরে" এই কথাটির দিকে একটি বিচ্ছিন্ন মুহূর্ত হিসেবে ধরা হয়, যেটি একটি কৌশল, যা সামাজিক বিধানগুলির বিকেন্দ্রীকরণ, বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশে ভিন্ন গতিতে অগ্রগতি এবং যা ইউরোপিয় কমিশন কতৃক শ্রম বাজারের অনিয়মকে আরও উন্নত করার জন্য এবং সামাজিক অধিকারগুলোকে আরও সংকোচন করতে নেয়া হয়েছে। "পোস্ট ওয়েলফেয়ার" কথাটা সামাজিক নিরাপত্তা নেট এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি প্রোগ্রামগুলির নকশাতে স্থানীয় রাষ্ট্র, বাজার এবং নাগরিক সমাজের সম্পর্ককে অন্তর্ভুক্ত করে। সামাজিক নীতি দায়বদ্ধতার প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বী কৌশলগুলির জন্য একটি রাজনৈতিক ক্ষেত্র তৈরি করে। একদিকে একটি নব্যউদারতাবাদ কৌশল লক্ষ্য নিয়েছে তারা স্থানীয় ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে পরিবর্তন করবে এবং তাদের ক্লায়েন্টদেরকে পুঁজি বিনিয়োগকারী এবং সামাজিক সেবার দায়িত্বশীল একজন ভোক্তা বানাবে। অন্যদিকে, প্রগতিশীল কৌশলগুলি হলো বাজারের নিয়মগুলিতে নিম্নমানের কল্যাণ ও নাগরিক সমাজের এই শীর্ষস্থানীয় প্রকল্পটিকে প্রতিহত বা বাধাগ্রস্থ করা। এডভোকেসি জোটগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে, তৃণমূলের উদ্যোগগুলোর জ্ঞান ও অভিযোগগুলোকে একীভূত করা এবং এদেরকে স্থানীয় সম্পদে অগ্রাধিকার পেতে সক্ষম করা এবং নাগরিক পরিবেশ, উন্নত অর্থনিতি, আবাসন, সামাজিক

>>

দেখভাল ও স্বাস্থ্যের মত নতুন ক্ষেত্রগুলোতে তাদের কর্মকান্ডগুলোর উন্নয়নে অর্থায়ন করা।

গ্রিসে, প্রথম দুইটি বেলআউট চুক্তির ফলে শ্রমশক্তি ও শ্রমিকের সম্পদগুলি হ্রাস করার ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা গঠন করা হয়। ২০১০ সালে শুরু হওয়া বাস্তব সম্মত অবস্থার নাটকীয় অবনতি গত দুই বছরে স্থগিত করা হয়েছে। তবে ইউরোপীয় পুঁজিবাদ বর্তমানে সংগঠিত হওয়ার পথে এই পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে মেরামত করা যাবে না। ২০১৬ সালে দারিদ্র্যের হার, যখন ২০০৮-এর মান অনুসারে গণনা করা হয়, তা প্রায় ৫০%। এর মানে এই যে গ্রীক জনগোষ্ঠীর অর্ধেক দেশের দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করে, যদি আমরা দেশের ২০০৮ সালের মানগুলি ব্যবহার করি। কিন্তু যদি কেউ বর্তমান আয় মান ব্যবহার করে তবে ২৫ বছরেরও কম বয়সী জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হয় দরিদ্র, গুরুতরভাবে বঞ্চিত, বা বেকার। বাচ্চাদের মাঝে পার্ট টাইম কাজ বিস্ফোরিত হয়েছে: ২৫ বছরের কম বয়সী চারটি কর্মচারীর মধ্যে একটি অংশ অংশীদারি করে। সময় এবং পাঁচজনের মধ্যে একজনের কাজ দরিদ্রদের মধ্যে পড়ে। গ্রীস একটি অসহায় বা অনিশ্চিত জীবনযাপনের অবস্থার মধ্যে বর্ধিত বৈষম্য এবং তার অর্ধেক জনগোষ্ঠীর অর্ধেকের সাথে বেলআউট চুক্তির বাইরে চলে গেছে। নতুন দারিদ্র্যের কারণে অনেকেই তরুণ প্রজন্ম, অভিবাসীদের এবং শহরের অধিবাসীদের প্রভাবিত করছে।

সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফলগুলো (আমার সাম্প্রতিক বইয়ের প্রতিবেদনে *দক্ষিণ ইউরোপের দরিদ্র্যতা ও গৃহহীনতা* সম্পর্কিত *কনটেস্টেড ল্যান্ডস্কেপসঃ এথেন্সের প্রতিফলন* যা আমি কোস্তাস গাউনিসের সাথে সহ লেখিত) স্থানীয় দারিদ্র্য বিরোধী নীতিগুলোকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে তা স্থির করে। "সামাজিক সংহতি আয়" এর পরিকল্পনা প্রবর্তন সামাজিক পরিষেবাদির বিচ্ছিন্নতার মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা রেখেছে তবে আয় সহায়তা কমছে এবং তা কঠোর পরিশ্রমী পদ্ধতিতে অনেকগুলি শর্ত সাপেক্ষে। স্বত্যন্ত্র তহবিলকে আর্কৃষ্ট করার জন্য সম্পদ বন্ঠন করা হয়েছে এবং নাগরিক সংস্থার সামাজিক অন্তর্ভূক্তির পুনর্বিবেচনা বাধ্য করা হয়েছে। এটি জোর দেওয়া উচিত যে বেলআউট প্রেগামগুলি কেবল দুর্বল এবং অপর্যাপ্ত ফর্মগুলির সমর্থনেই নয় বরং জনসাধারণের বিধানগুলির বেসরকারীকরণ এবং দাতব্য ব্যবস্থা সক্ষম করার জন্য একটি নির্দিষ্ট অভিযানের আকার দেয়।

মধ্যবর্তী শ্রেণির নাগরিকদের চিহ্নিত করতে পারে (যেহেতু তারা নিরস্ত্রীকরণের একটি সাধারণ ভাগ্যের ঝুঁকি প্রতিনিধিত্ব করে) এবং অন্যদিকে প্রান্তিক জনগোষ্টি "মাদকাসক্ত, মানসিকভাবে অসুস্থ, অবৈধ অভিবাসী, এবং সরকারী পদক্ষেপ এর সাথে "নতুন দরিদ্র" মাঝামঝি একটি কৃত্রিম বিভাগ তৈরি করা হয়েছিল তা আবিষ্কার করা সবচেয়ে বিরক্তিকর ছিল। এই ক্ষেত্রে, স্থানীয় নীতির প্রতিক্রিয়াগুলির ঘাটতি কেবল বস্তুগত ক্ষয়ক্ষতির সমাধান করার ব্যর্থতা নয়, বরং অপরাধী ও ভয় এড়ানোর জন্য নিরর্থকদের মধ্যে প্রতীকী বিভাগগুলির শিলালিপিও নয়।

বিপরীতে, সুশীল সমাজের মধ্যে বহুবচন বাজারের যুক্তি এবং দারিদ্র্য ত্রাণের পুরোনো প্রতিষ্ঠিত অনুশীলনের প্রশ্নগুলি সক্ষম করেছে। প্রশাসনিক শ্রেণিতে যারা পরে নি তাদের মধ্যে চাহদা পূরণের অনেক বেশী বা কম সংঘঠিত প্রচেষ্টা জুড়ে আশার একটি বিচ্ছুরণ ছড়িয়ে পড়েছে। আনুষ্ঠানিক সমর্থন প্রান্তিকতার বিরুদ্ধে একটি ঢাল হয়েছে এবং স্থানীয় সংহতি উদ্যোগগুলি একটি প্রতিবেশি ইউরোপীয় অভিবাসন নীতির বিরুদ্ধে গ্রিক শহরে উদ্বাস্তুদের স্বাগত জানিয়েছে।

তবুও "স্বতঃস্ফূর্ততা বা সুনাম" পরিবর্তনের জন্য পর্যাপ্ত নয়, বিশেষত যখন তৃণমূল উদ্যোগগুলি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সন্দেহের সাথে সংঘটিত হয় বা ভারী আমলাতান্ত্রিক আশেপাশে কাজ করতে হয়। ব্যাপক বিশ্বাসের বিপরীতে, যেখানে নাগরিক সমাজ ঐতিহাসিকভাবে সক্রিয় ছিল সেখানে জ্ঞান সংগ্রহের জন্য কয়েক বছর সময় লেগেছিল, যেখানে স্বেচ্ছাসেবক সেক্টর, পেশদার সমিতি স্কোয়াটার এবং তৃণমূল উদ্যোগগুলির সহযোগিতা করে এবং যেখানে আন্তর্জাতিক সমর্থন প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনের লিঙ্ক স্থাপন করা হয়েছে। তবুও, এই ক্ষমতা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অনাবিস্কৃত রয়ে যায়। সরকারী দলগুলোর সদস্যদের মধ্যে কর্তৃত্ববাদী এবং ক্লায়েন্টলিস্ট মানসিকতা এখনও বিদ্যমান, সমষ্টিগত সংগঠনগুলি সামাজিক দক্ষতা হ্রাস এবং ভয়েস ভঙ্গকে রাষ্ট্রের এক্সটেনশন হিসাবে ব্যবহার করে। গ্রীক "নায্য ও সমতুল্য বৃদ্ধির কৌশল" নীতিগত বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা এবং পোস্ট-কল্যাণের ভবিষ্যতে ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠাঙ্গুলির সাথে আপোসে পৌছানোর একটি প্রচেষ্টা হিসাবে দেখা যেতে পারে। স্বচ্ছতার অভাবের জন্য কমিশনের সাথে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অলোচনার জন্য নাগরিক সমাজ সংগঠনগুলির সাথে আলোচনা-সমালোচনা করেছে। এই পরিকল্পনায় দারিদ্য নিরসনের ব্যাপারে কংক্রিট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় না এবং লক্ষ্যমাত্রার বর্তমান নিম্ন স্তরের সামাজিক প্রভাবগুলি মূল্যায়ন না করে লক্ষ্যযুক্ত সহায়তার মূল্য প্রশংসা করে।

একইভাবে, "যুবকের অর্থনৈতিক ও সামাজিক একত্রীকরণ" এবং "সামাজ ভিত্তিক অর্থনীতির" অগ্রাধিকারগুলি কংক্রিট ব্যবস্থা দ্বারা সমর্থিত নয়। শরনার্থী এবং অভিবাসী একত্রীকরণের চাপা সমস্যাটি কেবল উল্লেখযোগ্য হয়ে হানা দিচ্ছে। এই পরিকল্পনাটি কমিশনের সাথে অলোচনার মূল ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করে, প্রাথমিকভাবে যৌথ দরকষাকষির পুনরুদ্ধার এবং নূন্যতম মজুরি, যা শ্রমিকদের জন্য উদ্বেগের বিষিয় ছিল। তা সত্ত্বেও, প্রধান বিরোধী শ্রম আইন বিপরীত করা, কম আয় এবং তরুণ স্ব-কর্মসস্থান কর এবং পেনশন কাট স্থগিত করা, যা ইতিমধ্যে ঋণদাতাদের সাথে একমত হয়েছে, তা অত্যন্ত কঠিন হবে। এ ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দেওয়া নাগরিক সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থপরতার জন্য স্থানীয় সংগ্রামই আশাবাদের একমাত্র ভিত্তি। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
ভ্যাসিলিস আরাপল্পু <arapov@uoc.gr>

> ল্যাটিন আমেরিকাতে কেন অধিক মহিলা দরিদ্র?

জুলিয়ানা মার্টিনেজ ফ্রেনজোনি, কোস্টারিকা বিশ্ববিদ্যালয়, ও আইএসএ-এর দারিদ্রতা, সমাজকল্যাণ ও সামাজিক নীতি (আরসি১৯)- শীর্ষক গবেষণা পর্ষদের সদস্য

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, নির্বাচনী প্রতিযোগিতা ও বাম রাজনীতির আবির্ভাব সত্ত্বেও, লাতিন আমেরিকায় নারী দরিদ্রতার হার, প্রতি ১০০ জন পুরুষে, ১১৪ জন হতে বেড়ে ১২৭ জনে দাঁড়িয়েছে (চিত্র ১)। এই অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ নারীর কী সমস্যা ছিল?

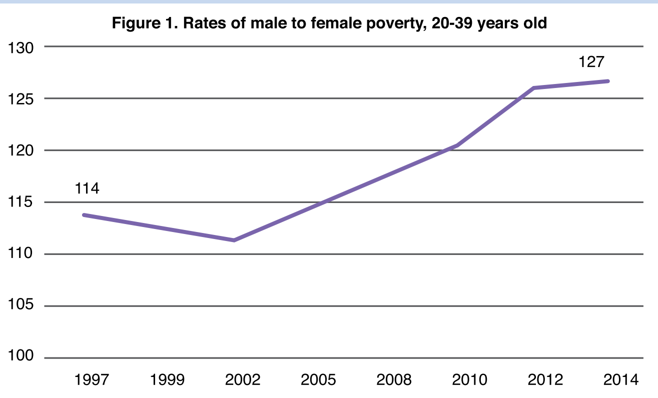

তথ্যসূত্র: ইসিএলএসি-এর তথ্য নিয়ে নিজস্ব ব্যাখ্যা, সিপালস্ট্যাট, ২০১৮।

> প্রসঙ্গ

লাতিন আমেরিকা "বাম রাজনীতি" বা "গোলাপী জোয়ার" থেকে বেরিয়ে এসেছে, যা ১৯৯৮ সালে যাত্রা শুরু করে ২০১০ সাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। নির্বাচনী প্রতিযোগিতা প্রগতিশীল কর্মপন্থায় ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল এবং উন্নত শ্রম ও সামাজিক রীতিনীতির চাহিদার উপর গুরুত্বারোপ করেছিল।

বাম রাজনীতির এ পালাবদল ছিল পূর্বের রক্ষণশীল সরকারের প্রতিশ্রুতির অপূর্ণতার কারণে নাগরিকের মাঝে সৃষ্ট মোহমুক্তির ফসল। এ মোহমুক্তি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বয়ে আনে। প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, বিভিন্ন বামপন্থী দল ও এর নেতাবর্গ পরিবর্তনের আওয়াজ দিয়েছিল, বিশেষ করে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের উপর। ২০০০ সালের দিকে এ অঞ্চল জুড়ে সামাজিক অবস্থার ও সরকারী নীতির ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে।

> রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ

গোলাপী জোয়ারের ফলে বাস্তবায়িত অর্থনৈতিক নীতি মূলত শ্রম বাজারের নীতি সংস্কার করেছিল, যা প্রকৃত ন্যূনতম মজুরী ও এর ক্রমবর্ধমান বিধিবদ্ধকরণ ঘটিয়েছিল। মোট সরকারী ব্যয়ের একটি বিশাল অংশ ছিল সামাজিক ব্যয়, যা ২০০০ সালে ৪৯% থেকে বেড়ে ২০১৪ সালে ৫৮% এ উন্নীত হয়। ইকোনমিক কমিশন ফর ল্যাটিন আমেরিকা এন্ড দ্য ক্যারিবিয়ান (ইসিএলএসি)-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, মাথাপিছু আয় ২০০০ সালে ৬৮৭ ইউএস ডলার থেকে বেড়ে ২০১৪ সালে ১,৬১৯ ইউএস ডলার হয়েছিল। এ প্রবৃদ্ধির মাত্রা দেশ ভেদে ভিন্ন হলেও, এ পরিবর্তনের হাওয়া পুরো অঞ্চল জুড়েই বয়ে চলে এবং নতুন ও সংস্কারপূর্ণ উভয় ধরণের কার্যক্রমেই তা পরিলক্ষিত হয়।

সামাজিক ব্যয় নারীর গতিশীলতা ও কাজের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুযোগ হস্তলব্ধ করতে সাহায্য করে। লাতিন আমেরিকার সরকারী উদ্যোগের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল নারী ও মায়েদের লক্ষ্য করে। নীতি-উন্নয়ন কন্ডিশনাল ক্যাশ ট্রান্সফার (সিসিটি) ও পেনশন বৃদ্ধির মাধ্যমে আয়যোগ্য নারীর অনুপাত বৃদ্ধি করেছিল। এ ধরণের উদ্যোগ নারীর বার্ধক্যকালীন সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে দেয়, স্বামীর কর্তৃত্বের অধীনে থেকে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার তুলনায়। উপরন্তু, মাতৃত্বকালীন ছুটির সময় ও সুবিধাদি বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং ধীরে ধীরে পরিবারের বাইরেও নারীর মাতৃত্বের দেখভালের বিষয়টি পুনস্থাপিত হয়। শ্রম-বাজারে ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর জীবনে পরিবর্তন সূচিত হয়।

> শ্রম বাজার ও রাষ্ট্র একত্রীকরণ

২০০০ সালের দিকে, নারীর কর্মে অংশগ্রহণ তৃতীয় স্তরের শিক্ষার কারণে কমে গিয়েছিল: যখন ২৪ হতে ৫৯ বছর বয়সের উচ্চ শিক্ষিত নারীর কর্মে অংশগ্রহণের হার ছিল ৯০ শতাংশ। শ্রম শক্তিতে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কম শিক্ষিত নারীর অংশগ্রহণকেও তাগিদ দেয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও, এসব নারীদের শ্রম বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে কাঠামোগত বাঁধার মুখোমুখি হতে হয়। পরিবর্তনের সামগ্রিক ধরণ ছিল অপূর্ণাঙ্গ। অবশ্য, নারীর আয় বৈষম্যও ছিল খণ্ডায়িত।

বিভিন্ন কারণে, ২০০০ সালের প্রথম দিকে শ্রম বাজারে উঁচু ও নিচু উভয় আয়ের নারীদের অন্তর্ভুক্তি কমে গিয়েছিল। অধিকতর মন্দ অবস্থার মধ্যে ছিল- নারীর লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজন, আগাম ও বেশি জন্মাহার, ও রাষ্ট্রীয় পরিষেবা গ্রহণের বা ব্যক্তিগত বাজার সেবা ক্রয়ের সীমিত সম্পদ। এই অপরিবর্তিত লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজন বলে দেয়, উচ্চ শিক্ষিত নারীরা প্রজনন হ্রাস ও স্থগিত এবং ব্যক্তিগত বাজার সেবা ক্রয়ের মাধ্যমে পুরুষের সমহারে শ্রম শক্তিতে অংশগ্রহণ করছে।

> পরিবর্তিত পরিবার ব্যবস্থা

লাতিন আমেরিকার পরিবারগুলোতে দ্বিতীয় জনতাত্ত্বিক বিপ্লবের ফল-

>>

শ্রুতিতে অতিশয় পরিবর্তন এসেছে। এক্ষেত্রে, বিভিন্ন বৈবাহিক সম্পর্ক বলতে বুঝানো হয়েছিল বৃহত্তর পরিবারের বিভিন্ন বিকল্প ধারায় প্রবেশ ও প্রস্থান এবং সেই সাথে অধিকার ও কর্তব্যের উত্তম বণ্টন। যদিও এ অঞ্চলের খুব কম সংখ্যক পরিবারই অস্থিতিশীল ও ভাঙ্গন প্রবণ ছিল।

এই অঞ্চল জুড়ে একক পরিবার হ্রাস পাচ্ছে, যেহেতু পরিবার ব্যবস্থার পতন হচ্ছে এবং একক নেতৃত্বের পরিবার, এক সঙ্গে বসবাস, সমকামী যুগল ও অন্যান্য আকারের পরিবার বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিবাহ বিচ্ছেদের হার বৃদ্ধি এ ধরণের পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে। চিত্র ২ প্রদর্শন করে দ্বৈত পিতামাতার ও পুরুষ প্রধান পরিবারের পতন বনাম নারী প্রধান পরিবারের বৃদ্ধি। সংজ্ঞাগতভাবে, পরিবারের এককসমূহ সংঘাতপূর্ণতার পাশাপাশি সহযোগিতামূলকও। নিরন্তর এই পারিবারিক পরিবর্তন পরিবারের সহযোগিতামূলক দিককে অস্বীকার করে, যা প্রাপ্ত বয়স্কদের নিয়ে সুগঠিত এবং যারা পুরনো ও নতুন সংঘাত তুলে ধরার মাধ্যমে নিজেদের ও তাদের সন্তানদের শিক্ষাদান করে, অতঃপর সামাজিক ঝুঁকি থেকে রক্ষা করে। এই রূপান্তরের একটি অন্যতম ফলাফল হল, সেসব সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি যারা তাদের পিতামাতার সাথে একই ছাদের নিচে বাস করে না।

পরিবারের এই রূপান্তর সবার জন্যই তাৎপর্যপূর্ণ। জাতীয় হিসাব বিবরণী দেখায় যে, লাতিন আমেরিকার শিশু ও যুবকদের কমপক্ষে ৬০% ব্যয়ভার আসে ব্যক্তিগত স্থানান্তরের মাধ্যমে। শিশুদের অর্থনৈতিক ভরণপোষণ ও প্রতিপালনের ভার সাধারণত তাদের অভিভাবক হিসেবে মায়েদের সাথে জড়িত। মায়েরা তাদের খাওয়ায়, দেখাশোনা করে, স্বাস্থ্য পরীক্ষা করায় এবং সন্তান পালনের এরকম অনেক দীর্ঘ সূচির কাজ সম্পন্ন করে থাকে। এই গোপন প্রজন্মের প্রয়োজনীয়তা, অর্থমূল্য ও ব্যয় পরিবারের মধ্যেই সংগঠিত হয় এবং এগুলো নারীর অবৈতনিক অভিভাবকত্ব ও গৃহস্থ কার্যকলাপ দ্বারা সাব্যস্ত করা হয়। আঞ্চলিক জরিপ প্রতিবেদন অনুযায়ী, এসব মূলত আয়, বয়স ও পারিবারিক ব্যবস্থা নির্বিশেষে ঘটে থাকে।

Figure 2. Latin America: Evolution of households headed by men and women, 1997-2014

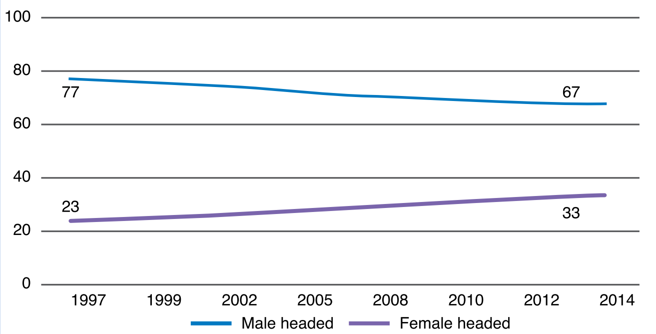

তথ্যসূত্র: ইসিএলএসি-এর তথ্য নিয়ে তৈরি।

নারীর শ্রম বাজারে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হলেও, পুরুষের গৃহস্থালি কাজে অংশগ্রহণে তেমন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। নারীরা পুরুষের তুলনায় ২ বা ৩ গুণ বেশি অবৈতনিক অভিভাবকত্ব ও গৃহস্থালির কাজ করে থাকে। অধিকন্তু, পরিবারে বিচ্ছিন্নতা দেখা দিলে, খুব কম সন্তানই তাদের পিতার সাথে অবস্থান করে। গৃহস্থালির কাজের এরকম স্থায়ী ও অসম বিভাজন নারীর সম্পদ অর্জনের সুযোগ সৃষ্টিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। গৃহস্থালির কাজের চাপ নারীর শ্রম বাজারে অংশগ্রহণের সুযোগকে (যেমন-পরিশোধিত কার্য ঘণ্টা) সীমিত করে এবং পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে পেশাগত বিচ্ছিন্নতা বজায় রাখে। আয় বৈষম্য নারীর গৃহস্থালির অপরিশোধিত কাজকে পরিশোধিত কাজে রূপান্তরের যোগ্যতাকে আংশিক সীমিত করে দেয়, যা লাতিন আমেরিকার অসমতার একটি অন্যতম দিক।

> তাৎপর্য

পরিবর্তিত পরিবার ব্যবস্থা, যেখানে পিতা বৈবাহিক সম্পর্কের বহির্ভূত ভূমিকা এড়িয়ে চলে, ও শিশু কল্যাণমূলক প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ মূলত উপযোগী রাষ্ট্রীয় আইন ও নীতির উন্নয়ন ঘটায়। রাষ্ট্র এসব ক্রমবর্ধমান তালাকপ্রাপ্ত পরিবার যেমন- একক পিতামাতা (বিশেষত এক মাতৃ পরিবার), দ্বৈত আয়ের পরিবার, সমকামী দম্পতি ও দরিদ্রতার শিকার শিশু ও মহিলা, এদের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য নীতি নির্ধারণ করতে বাঁধার সম্মুখীন হয়। উপরন্তু, এই বৃহৎ পরিসরের পারিবারিক ব্যবস্থার বৈধ স্বীকৃতি ও সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এবং পরিবার ব্যবস্থার মধ্যকার সহযোগিতাকে জোরদার করে তুলতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের দাবি করা হয়। সব মিলিয়ে, এটি সকল রাজনৈতিক দল এমনকি বাম দলগুলোর জন্যও নতুন হুমকি স্বরূপ। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
জুলিয়ানা মার্টিনেজ ফ্রেনজোনি <juliana.martinez@ucr.ac.cr>

> "দাতব্য অর্থনীতি" কল্যাণ রাষ্ট্রের পরিসরে

ফাবিয়ান ক্যাসল, ডুইসবার্গ-এসেন বিশ্ববিদ্যালয়, জার্মানি

শুধু জার্মানিতে মিলিয়ন মিলিয়ন লোক রান্না করা স্যুপ, খয়রাতি কাপরের দোকান, খাদ্য বিতরণের কেন্দ্র, ও অন্য খাদ্য দোকানের ক্রেতা। ক্রিয়েটিভ কমনস।

২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে এসেনের (জার্মানি) স্থানীয় খাদ্য ব্যাংক (তাফেল)-এর বোর্ড সিদ্ধান্ত নেয় যে অভিবাসীদের সুযোগ সীমিত করা হবে। একজন তরুণ অভিবাসীর অসদাচরনকে কেন্দ্র করে, খাদ্য ব্যাংক জার্মান পাসপোর্ট ব্যতিত সকলের জন্য খাদ্য ব্যাংকের সুযোগ প্রত্যাহার করে। জাতিগত জনগোষ্ঠীগুলোর উপর একটি স্থানীয় খাদ্য ব্যাংকের সুযোগ সীমাবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক মহলে আলোড়ন তৈরি করে এবং এই সিদ্ধান্তের মধ্যে অন্তর্নিহিত বর্ণবাদ ইস্যুটি ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়। এ্যাসেনের মামলাটি একটি ভিন্ন ধারার সামাজিক প্রশ্নের অবতাড়না করে। এ্যাসেনের মতো একটি শহরে যেখানে ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে ব্যাপকভাবে মেরুকরণ বিরাজমান সেখানে, "উচু ও নিচু" অবস্থানগত সম্পর্কের পার্থক্যগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করার পরিবর্তে "অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত জনগোষ্ঠী" এর মধ্যেকার বৈষম্যপূর্ণ সম্পর্কের একটি নতুন ইস্যু এজেন্ডাটিতে স্থাণ পায়। বিরোধী দলটিকে এখন *"সুবিধাবঞ্চিত এবং ঝুঁকিপূর্ণ অবসরভাতাভোক্তা জার্মান "এবং" তরুণ উদ্যমী নন-জার্মান"* জনগণের বলে মনে করা হয়। এমনকি গণতান্ত্রিক সমাজের পটভূমি থেকেও এই ধরনের স্থানান্তরকে যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে আলোচনা করা উচিত। পাশাপাশি সেই তথ্যগুলো জনসমক্ষে তুলে ধরা প্রয়োজন। তবে ইউরোপীয় বড় শহরগুলোতে স্থানীয় খাদ্য ব্যাংকের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা যেন এই নতুন এজেন্ডাতে একটি অত্যাবশ্যকীয় ইস্যু। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই বিতর্কটি কেবলমাত্র সামান্যই প্রশ্ন করেছে যে কেন ২১ শতকের জনগণ জার্মানির মতো দেশে বা অন্য ইউরোপীয় এবং উত্তর আমেরিকার দেশগুলিতে দৈনন্দিন ভিত্তিতে খাদ্য ব্যাঙ্ক ব্যবহার করছে।

জার্মানিতে, খাদ্য সাহায্যের সরকারী সংখ্যা তথ্য শুধুমাত্র জার্মান ফুড ব্যাংক (টাফেল ডুয়েচল্যান্ড ই.ভি.)-এর মতো অভ্যন্তরীণ জাতীয় অ্যাসোসিয়েশনগুলোর তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে পাওয়া যায়। অ্যাসোসিয়েশন জানায় যে ২০১৬ সালে শুধুমাত্র তাদের সদস্য সংগঠন গণনা করে ৯৩৪টি স্থানীয় খাদ্য ব্যাংক ছিল। আমরা যদি মৌলিক পণ্যগুলি "সুবিধা বঞ্চিতদের" মাঝে ত্রাণ বিতরণ করে এমন অন্যান্য সমস্ত সংস্থাকে বিবেচনা করি তবে আমরা সারা ইউরোপ জুড়ে এবং এর বাইরেও দারিদ্র্য সংকট মোচনের অনেক বৃহত্তর সিস্টেম খুঁজে পাই। শুধুমাত্র জার্মানিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ, স্যুপ কিচেন (লঙ্গরখানা), বিনামূল্যে বস্ত্র বিতরন কেন্দ্র, খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র এবং অন্যান্য খাদ্য ব্যাংক

>>

ব্যবহার করে। আমাদের নিজস্ব গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে প্রায় ৫০০০-৬০০০ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাত্র ১৬ জনের মধ্যে ১৬ টি বুন্দে-সল্যান্ডার (জার্মান রাজ্য) খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। ১৯৮০ এর দশকের (অথবা আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে) দারিদ্র্য ত্রাণের একটি নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যে সিস্টেম একটি "নতুন দাতব্য অর্থনীতি" বলা যেতে পারে।

"নব্য দাতব্য অর্থনীতি" বলতে একটি বিতরণ পদ্ধতিকে বোঝায় যার মধ্যে মূল সামগ্রীগুলো স্বেচ্ছাসেবকের মাধ্যমে এবং নিম্ন পারিশ্রমিকে কর্মী নিয়োগ করে দরিদ্র এবং অভাবীদের কাছে বিনামূল্যে বা হ্রাসকৃত মূল্যে বিতরন করা হয় । নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহের উপর এই বিতরণ পদ্ধতিটি নির্ভর করে। তিন ধরণের উৎস থেকে দ্রব্য সামগ্রীগুলো সরবরাহ হয়ে থাকে "যখন শিল্প কারখানায় অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদন হয়, দ্বিতীয়ত এমন সামগ্রী যা আর বিক্রি করা যাবে না কারণ সেই পণ্য সামগ্রীগুলোর ক্ষেত্রে বিপণনের উদ্দেশ্যে প্রণীত সংবিধিবদ্ধ মান রক্ষা করা যায় নি; এবং ব্যক্তিগত পরিবারের দ্বারা যে পণ্য আর প্রয়োজন নেই।

"নব্য দাতব্য অর্থনীতি" এমন গোষ্ঠীদের টার্গেট করে, যাদের পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পণ্য বিতরনে অংশগ্রহণের জন্য সম্পদ নেই বা কোন ব্যবস্থা নেই । যাইহোক, এই নতুন অর্থনীতিতে প্রাথমিকভাবে দৈনন্দিন জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। যেমন, এটি বিভিন্ন ধরনের সহযোগীতাকে প্রভাবিত করে, যা একসময় কল্যাণ রাষ্ট্র এবং তার সংস্থার একচেটিয়া দায়িত্ব ছিল (যেমনটি আমরা বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপ বা উত্তর আমেরিকাতে চলমান ছিল বলে জানতাম)। কল্যাণ রাষ্ট্রের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় নীতি অনুসারে দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে আর্থিক সুবিধা বিতরণে যে ব্যবধান তৈরি হয় পরবর্তীতে সেটি সামাজিক পরিষেবাগুলির মাধ্যমে কমিয়ে আনা হয়।

তবুও "নব্য দাতব্য অর্থনীতিতে" বস্তুগত সুবিধাদির পাশাপাশি অভাবীদের ভর্তুকি প্রদানের জন্য সংবিধিবদ্ধ সামাজিক বীমা, সরবরাহ, বা কল্যাণ কাঠামোর ব্যবস্থা থাকে। এমনকি কখনও কখনও এটা তাদের প্রতিস্থাপন করে। প্রতিস্থাপন করার ক্ষেত্রে, ব্যবহারকারীদেরকে উল্লেখ করা হয় যে ত্রাণের উপর ভিত্তি করে এই নতুন জীবনজীবিকা সংক্রান্ত সহায়তা ও পরিষেবা প্রদান করা হয়। এটি পাওয়া যাবে কিনা তা কে প্রাপ্য তার উপর নির্ভর করে না, বরং দান করা যাবে এমন উপহার সামগ্রী পাওয়ার উপর (কৃতজ্ঞতা অনস্বীকার্য)। "নব্য দাতব্য অর্থনীতিতে" সহযোগীতা প্রদানের প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন এসেছে যেটি দারিদ্র্য নিরসনকে রুপান্তর করেছে দারিদ্র উপশমে। দাতা এবং সহায়ক উভয় পক্ষই "অপরিচিতদের মধ্যে সৌহার্দতার" (হউক বুঙ্কহর্স্ট) পরিবর্তে সমবেদনার মনোভাব নিয়ে কাজ করছে। "নব্য দাতব্য অর্থনীতিতে" এই যে বৈশিস্ট ধারণ করে তা হয়ত দুর্ভাগ্যগ্রস্থ মানুষের প্রতি সাময়িক দৃষ্টিপাত করে তবে এটি প্রতিষ্ঠিত অধিকার বলে সমর্থন করা যায় না। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে শিল্পযুগের প্রথম দিক থেকে আমাদের জানা কেবলমাত্র আনুগত্য ও সমবেদনার ভিত্তিতে দারিদ্র্য দূরীকরণ ব্যবস্থা এটি নয়। "নব্য দাতব্য অর্থনীতিকে" একটি দ্বিতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবেও গণ্য করা যায়। প্রাথমিক বাজারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, দাতব্য অর্থনীতিতে প্রাথমিক পর্যায় থেকে উদ্বৃত্ত দ্রব্যাদি মাধ্যমিক পর্যায়ে স্থানান্তর করতে সহায়তা করে। এছাড়াও এই স্থানান্তর যারা প্রাথমিক পণ্য দান করে তাদের জন্য একটি অর্থনৈতিক সুবিধা যেমন সম পরিমান লাভ করার সুযোগ থাকে। উদাহরণস্বরূপ খাদ্য ছাড়কারীগণ এখনও ত্রাণসামগ্রী থেকে মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম, কারণ (ক) এর মাধ্যমে তাদের খরচগুলি হ্রাস করে এবং সম্ভবত কিছু কর সঞ্চয় করে; এবং (খ) সরকারী অবদানকারী বা স্পনসর সংস্থাগুলি তাদের কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার (সিএসআর) অংশ থেকে দান করে অভাবীদের উপকার করে আর এভাবেই জনসাধারণের ভাবমূর্তি উন্নত হয়।

অতএব "নব্য দাতব্য অর্থনীতি" একটি বৃহদায়তন এবং ক্রমবর্ধমান কল্যাণ রাষ্ট্রের ছায়ার অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করে। সরকারি চিত্রের বিপরীতে, খাদ্য ব্যাংক, স্যুপ রান্নাঘর, বিনামূল্যে পোশাক বিতরণ কেন্দ্র, এবং এগুলি নাগরিক সমাজের একমাত্র স্বেচ্ছাসেবা ভিত্তিক উদ্যোগ নয়। আমাদের গবেষণায় দেখা যায় যে জার্মানিতে "নব্য দাতব্য অর্থনীতিতে ৯০% সংস্থা" উপাদান সরবরাহ এবং সামাজিক পরিষেবাদির বিস্তৃত বর্ণালী সরবরাহ করে। সুতরাং, আনুষ্ঠানিক কল্যাণ রাষ্ট্রের সাথে দৃঢ় সংযোগ রয়েছে, যা দাতব্য অর্থনীতির অর্থায়ন থেকেও স্পষ্ট: যা পাওয়া যায় তা প্রায়শই দান, স্পনসরশিপ, পাবলিক ফান্ড, সদস্যপদ ফি, উৎপাদিত আয় এবং/অথবা একটি মিশ্রণের মিল পাওয়া যায়। তাছাড়া, ত্রাণ সহায়তা প্রদানকারীরা প্রায়শই মাধ্যম-পরীক্ষা চালায়, যেখানে কল্যাণ রাষ্ট্রের বিদ্যমান নিয়মাবলী প্রায়ই প্রয়োগ করা হয়। অন্য কথায়, কল্যাণ রাষ্ট্রের পরিষেবা ব্যবস্থায় "নতুন দাতব্য অর্থনীতি" কী সংযোগ করে তা জনপ্রশাসন কর্তৃক ব্যক্তির অবস্থার মূল্যায়নও করে। এটি জনসাধারণের সামাজিক ও কল্যাণ কর্তৃপক্ষের মধ্যে পরোক্ষ সহযোগিতা এবং "নতুন দাতব্য অর্থনীতি"-এর পরিষেবাগুলির মধ্যে পর্যবেক্ষণযোগ্য।

উদাহরণস্বরূপ, চাকরির ক্ষেত্র এবং কর্মসংস্থান সংস্থার কর্মীরা রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারী দরিদ্র ব্যক্তিদের খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র যেমন পরিষেবাগুলি দেখাবে। সুতরাং একটি নতুন সাবসিডিয়ারি সম্পর্ক তৈরী হয়েছে- যার ফলে ছোট ইউনিট পরবর্তী বৃহৎ ইউনিটের আগে সহায়তা সরবরাহ করতে পারে বলে প্রতিষ্ঠিত হয়। জনপ্রশাসন কর্মচারীরা "নতুন দাতব্য অর্থনীতি" সেবা বলতে একটি পরিপূরক হিসাবে অথবা এমনকি একটি প্রকৃত কল্যাণ রাষ্ট্রের সুবিধার জন্য সাবস্টিটিউট মনে করে যদিও সামাজিক আইনে যার কোনো ভিত্তি নেই।

যেখানে রাষ্ট্রের নিজ সীমানা এবং কর্মের যুক্তিগুলি অস্পষ্ট হয়ে যায় সেখানে "নব্য দাতব্য অর্থনীতিতে" নতুন শ্রম বিভাজন প্রধান উদাহরণ হিসাবে সেবা দিতে পারে। সুশীল সমাজ, অর্থনীতি এবং রাষ্ট্র, এই তিনটি সেক্টরের মধ্যে এই শ্রম বিভাজন হতে পারে। সুতরাং আমরা দরিদ্র মানুষের জন্য সহযোগীতায় ঐতিহ্যগত কাঠামোতে মৌলিক পরিবর্তনের পথে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
ফাবিয়ান ক্যাসল <fabian.kessl@uni-due.de>

> খাদ্য নিশ্চয়তার জ্ঞানতত্ত্ব: ২১ শতকের চ্যালেঞ্জ

মুস্তোফা কক, ইয়ারসন বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা এবং আইএসএ-এর অভিবাসনের সমাজবিজ্ঞান (আরসি৩১) ও কৃষি ও খাদ্য (আরসি৪০) শীর্ষক গবেষণা পর্ষদের সদস্য

১৯৭০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা ইস্যুটি একটি ডিসকোর্স হিসেবে আবির্ভূত হয়। বৈশ্বিক আর্থিক সংকটের সাপেক্ষে সকলের জন্য খাদ্য প্রাপ্যতা এবং সুযোগ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে খাদ্য নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ব পায়। ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার আয়োজিত ওয়ার্ল্ড ফুড সামিটে প্রদত্ত খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত সংজ্ঞাটি সর্বাধিক পরিচিতি পায়। এই সংজ্ঞা অনুসারে, "খাদ্য নিরাপত্তা বিদ্যমান থাকে যখন সব মানুষ সর্বদা পর্যাপ্ত, নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাবারের জন্য শারীরিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ পায় যা তাদের খাদ্যের চাহিদাগুলি এবং সক্রিয় ও সুস্থ জীবনের জন্য খাদ্য পছন্দগুলি পূরণ করে"।

এফএওর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থার ব্যাপক স্বীকৃতি সত্ত্বেও, খাদ্য নিরাপত্তা বোঝাতে একাধিক সংজ্ঞা ব্যবহার করা হয়, এছাড়া ইস্যুটি-কে অগ্রগণ্য করার বিষয়ে বিগত বছরগুলোতে ক্রমাগত মতামত পরিবর্তন হয়ে এসেছে, যার ফলে এটি একটি বিভ্রান্তিকর ধারণার পর্যায়ে রয়েছে। বাজার অর্থনীতিতে খাদ্য নিরাপত্তার ধারণাগত বিভ্রান্তি খাদ্যের প্রাপ্যতা কীভাবে পরিচালনা করা উচিত সেই সাথে খাদ্য ব্যবস্থার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনার প্রতিযোগীতামূলক ভাবনাকে প্রতিফলিত করে। অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে বিংশ শতাব্দীর শেষ অর্ধশত-কে নীতিমালা এবং অনুশীলনগুলি যেভাবে খাদ্য সরবরাহের শর্তাদি সম্পর্কে সংজ্ঞায়িত করেছে।

১৯৮০ সাল থেকে বিরাজমান মুক্ত বাজার নীতির পরিবেশে যখন বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বেগমান হয়ে উঠেছিল, এবং অর্থনীতি ও রাষ্ট্রের পুনর্গঠন চলছিল তার ভেতর দিয়ে খাদ্য নিরাপত্তার ধারণাটির পুনঃ সংস্করন হয়েছে। ১৯৭০ এর দশকের আর্থিক সংকট সমাধানে নীতিমালাগুলি এমনভাবে গৃহীত হয় যেন সামাজিক কর্মসূচিতে ব্যয় কর্তন এবং কর্ম পরিবেশে পরিবর্তন, অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকার সংকোচন, নিয়মতান্ত্রিকতা হ্রাসকরণ, ব্যক্তিগতকরণ এবং উদারীকরণ বাণিজ্যের পথ সুগম হয়। এই পরিবর্তনের ফলে উৎপাদন খাতে, এবং আনুষ্ঠানিক ও খন্ডকালীন কর্মসংস্থানের বেশির ভাগই অনানুষ্ঠানিক ও পরিষেবা খাতে পেশা ভিত্তিক একতার পতন ঘটে। সামাজিক কর্মসূচি কমে গেলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে থাকে, যার ফলে দারিদ্র্য ও খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার হার বৃদ্ধি পায়। নব্যউদারপন্থী খাদ্য নিরাপত্তা ডিসকোরসে একটি পরিবর্তন ঘটে, পূর্ববর্তী অধিকার-ভিত্তিক ভাষা স্থলে বাজার-ভিত্তিক বক্তব্য অন্তর্ভুক্ত হয় যার মাধ্যমে খাদ্যকে একটি পণ্য হিসাবে চিহ্নিত করে। খাদ্য-নিরাপত্তাহীনতাকে কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থার ব্যর্থতার পরিবর্তে ব্যক্তিগত ব্যর্থতা হিসাবে চিহ্নিত করে। ১৯৯৩ সালের বিশ্বব্যাংকের একটি দলিলে এই শিফটটিকে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করেছে যে: "যাইহোক, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে খাদ্য একটি পণ্য হিসেবে থাকে"। কল্যাণরাষ্ট্রের সামাজিক কর্মকাণ্ড সঙ্কুচিত হয়ে পড়লে, প্রাতিষ্ঠানিক ও স্থানীয় সরকারের খাতে জাতীয় সামাজিক কাজগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়; এবং সামাজিক সহায়তা ও যত্নের কাজগুলি ক্রমশ নাগরিক সমাজ ভিত্তিক সংগঠন (সিএসও) এর কার্যাবলীতে ও পরিবারের উপর বর্তায়। খাদ্য ব্যাংকের মতো বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারী পরিচালিত সামাজিক কর্মসূচির মধ্যে থাকা ফাঁকগুলো পূরণ করতে শুরু করে।প্রথমবারের মতো ১৯৬৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উদ্ভূত খাদ্য ত্রাণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার অভাব ছিল। তারপরেও সামাজিক কল্যাণ সংস্থাগুলির বিপরীতে, এখনও বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের জন্য" অতিরিক্ত জনসংখ্যার" কাছে "অতিরিক্ত খাদ্য" পৌঁছানোর বিশেষ ব্যবস্থা।

বাজার অর্থনীতিতে, জনগণের ভোগের জন্য উৎপাদিত পণ্যগুলি যখন তাদের সেরা মান রক্ষা করে নির্দিষ্ট তারিখের আগে বাজারে বিক্রি করা যায় না তখন সেগুলো উদ্বৃত্ত হয়। উদ্বৃত্ত খাদ্য দ্রব্য পুনঃবিতরনের মাধ্যমে খাদ্য অপচয় হওয়া এবং খাদ্য ঘাটতি মোকাবেলার সমাধানের ব্যবস্থা হিসেবে উন্নীত করা হয়েছে। এটি আপাতদৃষ্টিতে খুবই মহৎ উদ্যোগ মনে হলেও ক্রম বর্ধমান খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার

>>

ইস্যুতে সামাজিক সহায়তা এবং কৃষি-খাদ্য সংস্থার বিপণনের প্রয়োজনীয়তাগুলিতে সরকারের সংকীর্ণ ভূমিকাকে উপেক্ষা করে। যদি এটি সত্য হয় যে মানব ব্যবহারের জন্য উৎপাদিত ৪০% খাদ্য ফসলের জমি থেকে প্লেট পর্যন্ত আসার ধাপগুলোতে নষ্ট হয়ে যায় এবং এই অপচয় হ্রাস করার মাধ্যমে বিশ্বের সমস্ত খাদ্য নিরাপত্তাহীনদের মাঝে খাদ্য সরবরাহ করা যায় তাহলে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা খাদ্য ঘাটতির কারণে নয় বরং সুযোগের বৈষম্যতার কারণে। বর্তমানে বিশ্বের বেশিরভাগ শস্য ও তৈলবীজ মানব খাদ্যের পরিবর্তে পশু-খাদ্য, জৈব জ্বালানি, এবং শিল্পজাত পণ্য যেমন উচ্চ-ফ্রুকোজ শস্যের সিরাপ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। খাবারের অপচয় হ্রাসের ফলে এভাবে কৃষি--খাদ্য ব্যবস্থার লাভের প্রয়োজনীয়তা এবং কিছু খাতে ভর্তুকিগুলি একযোগে খাদ্য ও ক্ষুধা উভয়ের প্রচুর উদ্বৃত্ততা তৈরি করে।

> অগ্রগতি সার্বজনীন ছিল না

১৯৯৬ সালে ওয়ার্ল্ড ফুড সামিটে, ২০১৫ সালের মধ্যে পুষ্টিহীন লোকের সংখ্যা অর্ধেক কমিয়ে আনার অঙ্গীকার করা হয়েছিল। সেই সময়ে, খাদ্য নিরাপত্তার আনুমানিক সংখ্যা ৭৯৯ মিলিয়ন ছিল। ২০০৯ সালে, খাদ্য নিরাপত্তার আনুমানিক সংখ্যা ১,০২৩ বিলিয়ন পৌঁছেছে। এফএও ২০১২ সালে তাদের পদ্ধতি পরিবর্তন করে এর প্রতিক্রিয়া জানায়। এমনকি এই নতুন পদ্ধতিতে, ২০১৫ সালের মধ্যে অপুষ্টি মানুষের সংখ্যা ৮১৫ মিলিয়ন হ্রাস করা যেতে পারে। তাছাড়া, যুদ্ধ এবং সশস্ত্র সংঘাতের কারণে আফ্রিকায় এবং মধ্যপ্রাচ্যে দেখায় যে অপুষ্টি মানুষদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাম্প্রতিক দশকে, বিশ্বের বিভিন্ন অংশে সশস্ত্র সংঘর্ষে লক্ষ লক্ষ লোককে খাদ্য-নিরাপত্তাহীন উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার মধ্যে অন্তরভুক্ত করেছে। এফএও ২০১৭ অনুমান অনুযায়ী, বিশ্বের প্রায় ৮১৫ মিলিয়ন বার্ষিক খাদ্য-অনিরাপদ ও পুষ্টিহীন ব্যক্তিরা সংঘাতপূর্ণ দেশগুলিতে বসবাস করে। যুদ্ধবিদ্ধস্থ দেশগুলিতে অপুষ্টির ফলে প্রায় ৭৫% শিশু খর্বকায় বৃদ্ধির শিকার হয়। যুদ্ধের কারণে গার্হস্থ্য অর্থনীতি, অবকাঠামো এবং প্রধান রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংস হয়। ফলে লক্ষ লক্ষ লোক উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়, যখন এই লোকেরা নিজ নিজ অঞ্চলে আশ্রয়ের জন্য স্থানান্তরিত হতে চেষ্টা করে প্রতিবেশী দেশগুলি তখন উদ্বাস্তু শিবিরে পরিণত হয়েছে। পাকিস্তান ও ইরানে ৬ মিলিয়ন আফগান শরণার্থী, এবং তুরস্ক, জর্দান, লেবানন, ইরাক এবং মিশরে ৫.৬ মিলিয়ন সিরিয়ান, সাম্প্রতিক উদাহরণগুলির মধ্যে মাত্র দুটি গণ আঞ্চলিক স্থানান্তর হিসেবে বলা যেতে পারে। উদ্বাস্তুরা দীর্ঘমেয়াদী এবং দীর্ঘস্থায়ী খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এবং অপুষ্টিতে ভোগে, তবে তারা হোস্ট দেশগুলিতে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার উৎস হয়ে ওঠে।

> খাদ্য নিরাপত্তা ইস্যুতে ভবিষ্যত হুমকি

২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্ব জনসংখ্যা ৯ বিলিয়ন পৌঁছানোর আশা করা হচ্ছে। উন্নয়নশীল অর্থনীতিগুলি ধনী দেশগুলির বর্জ্য অপচয় পদ্ধতি এবং বিশ্ব জুড়ে সশস্ত্র সংঘাতগুলি উদ্বাস্তুদের নতুন মাত্রা তৈরি করে, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার স্তর আরও খারাপ হতে পারে। এ পর্যন্ত, আমরা আমাদের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর উপায় এবং দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য গ্রহণের সুযোগ উন্নত করার উপায় খোঁজার উপর নির্ভর করেছি। চাষাবাদে শিল্পপদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে উতপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টাগুলি বেশী দক্ষ কৃষকদের হাতে মালিকানার ক্রমবর্ধমানভাবে বৃদ্ধি পায় এবং লক্ষ লক্ষ কৃষক ও ছোট কৃষকদের শহরমুখী হতে বাধ্য করে। কৃষি প্রযুক্তির বর্ধিত ব্যবহার এছাড়াও পরিবেশগত সমস্যা সৃষ্টি করেছে, যেমন মাটি হ্রাস, বায়ু এবং জল দূষণ, এবং জীব বৈচিত্র্যের ক্ষতি হচ্ছে। গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমনে, কৃষি আনুমানিক ১৩% অবদান রাখে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিশ্বজুড়ে উৎপাদন ক্ষমতার আরেকটি হুমকি সৃষ্টি করে। খাদ্যের প্রাপ্যতা এবং হ্রাসযোগ্যতা এবং হ্রাস ও বর্জ্য হ্রাসের নতুন নীতিগুলি অনুসন্ধান করার সময়, আমাদের খাদ্য, খরচ নিদর্শন এবং কৃষি-ব্যবস্থার সংগঠন যা গত শতাব্দীতে প্রবলভাবে চলছে তা সম্পর্কে আমাদের প্রশ্ন করতে হবে।

উদীয়মান খাদ্য সার্বভৌমত্ব আন্দোলন কৃষক, শ্রমিক এবং ভোক্তাকে বিকল্প খাদ্য ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় যুক্ত করেছে। খাদ্য সার্বভৌমত্ব খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত পূর্ববর্তী বক্তব্যের সাথে কিছু অন্তর্দৃষ্টি প্রকাশ করে, জাতীয়/স্থানীয় সীমানাগুলির মধ্যে খাদ্য সরবরাহের শর্তগুলি সংজ্ঞায়িত করার জন্য রাজ্যগুলির ভূমিকা সম্পর্কে জোর দিয়ে এটি বিশ্বায়নের প্রতি প্রতিরোধের নতুন ধারনা অন্তর্ভুক্ত করে। খাদ্য নিরাপত্তার নব্যউদারপন্থী ব্যাখ্যা থেকে পৃথকভাবে, খাদ্য সার্বভৌমত্বের ডিসকোরস খাদ্যকে মানুষের অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। স্থানীয়/আদিবাসীদের দ্বারা জমি, পানি এবং জেনেটিক সম্পদ মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বকে চিহ্নিত করে; উতপাদন প্রক্রিয়ার দক্ষতার পরিবর্তে স্থায়িত্ব এবং স্থিতিস্থাপকতার উপর জোর দেয়; এবং খাদ্যকে একটি অস্ত্র হিসাবে ব্যবহারকে প্রত্যাখ্যান করে। খাদ্য নিরাপত্তার মতো, খাদ্য সার্বভৌমত্বের ডিসকোরসও গতিশীল এবং তরল, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস পরিবর্তন করে একটি আকৃতি ধারণ করেছে। খাদ্য ব্যবস্থার অগ্রাধিকারগুলি জনসাধারণের মনোভাব পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে খাদ্য সার্বভৌমত্ব কী ভূমিকা পালন করে এবং খাদ্য নিরাপত্তার পুনসংস্করন করার প্রক্রিয়াটি পর্যবেক্ষণ করা নিশ্চিতভাবে আকর্ষণীয় হবে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
মুস্তোফা কক <mkoc@ryerson.ca>

> বৈশ্বিক আধুনিকতা

সুজাতা প্যাটেল, ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ এডভান্সড স্টাডি, ইন্ডিয়া ও আইএসএ-এর সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাস (আরসি ০৮), নগর ও আঞ্চলিক উন্নয়ন (আরসি ২১), সমাজবিজ্ঞানের ধারণা ও পরিভাষা (আরসি ৩৫), ঐতিহাসিক সমাজবিজ্ঞান (আরসি ৫৬) শীর্ষক গবেষণা পর্ষদের সদস্য এবং আরসি ০৮-এর নির্বাহী সদস্য

১৯৯০ এর দশকের শেষের দিকে, "বিশ্ব আধুনিকতা" শব্দটি বৈশ্বিকীকরণের তত্ত্বগুলির প্রকৃতি এবং বিষয় নিয়ে তর্ক, বিতর্ক ও আলোচনাতে ক্রমবর্ধমানভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই শব্দটিতে একই সাথে দুটি ধারণা, বিশ্বায়ন এবং আধুনিকতাকে সংযুক্ত করে এ দুটি তত্ত্বকেই আবার পুনর্বিবেচনা করার সুযোগ তৈরি করেছে।

বিশ্ব আধুনিকতার তত্ত্ব প্রাথমিকভাবে মূলধারার সমাজবিজ্ঞানের আলোচনায় উদ্ভূত হয়েছিল যা গ্লোবাল উত্তর-এর অভ্যন্তরে সমসাময়িক পরিবর্তনগুলির মূল্যায়নে শাস্ত্রীয় বা ক্লাসিকাল তত্ত্বগুলির প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিল। এই প্রশ্নটি অন্যান্য প্রশ্নের গঠনে সহায়তা দেয়, যার মধ্যে একটি ছিল ১৯50 এবং ১৯৬০ দশকের আধুনিকায়ন তত্ত্ব যা কিনা ক্লাসিক্যাল সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব থেকে উৎসারিত এবং যার ভিত্তি ইউরোপীয় সামাজিক অবস্থানের উপর। ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার আলোকে এই তত্ত্ব বিশ্বব্যাপী আধুনিকতার বোঝার জন্য উপযোগী বলে ধারণা করা হত। অল্প সময়ের মধ্যে এটি স্বীকৃত হয়েছিল যে বাস্তবতাগতভাবে আধুনিকীকরণের মডেলটি ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সমপ্রকৃত বা হোমোজেনাইজ করা হয়েছে এবং হেজিমনিক ইউরোপের আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার আদলে প্রাতিষ্ঠানিক এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্বব্যাপী প্রতিফলিত করবে। এমন একটি বিতর্ক বা দৃষ্টিকোণের প্রয়োজন ছিল, যা আধুনিকতার একচ্ছত্র তত্ত্বের বিপরীতে, বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন অঞ্চলে স্বকীয় আধুনিকতার অভিজ্ঞতাগুলোকে সংগঠিত করার মাধ্যমে পার্থক্যগুলিকে স্বীকৃতি দিবে।

মূলধারার সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে এই তাত্ত্বিক অবস্থানের গ্রহণ একটি আশার সম্ভাবনা খুলিয়া দেয়। বিভিন্ন তাত্ত্বিক সূত্র যেমন, ওয়েবারিয়ান, মার্কসবাদী, কাঠামোগত, এবং পোস্ট-স্ট্রাকচারালিয়াল দিক থেকে এই তাত্ত্বিক অবস্থানের এবং গ্লোবাল উত্তরের বাইরে বিকশিত অন্যান্য ধারণার সাথে এটি সংযুক্ত করে স্বদেশীয় এবং/অথবা দক্ষিণ তত্ত্ব নামে এই নতুন এবং অভিনব দৃষ্টিকোণের উদ্ভব হয়। এটি গবেষণা এবং প্রতিফলনের পৃথক এলাকা হিসাবে গঠিত। বর্তমানে বিশ্ব আধুনিকতা হিসাবে সংজ্ঞায়িত ধারনার এলাকাটিতে আধুনিকতার মৌলিক তত্ত্ব সম্পর্কিত অন্টলজিকাল বা তাত্ত্বিক, জ্ঞানতত্ত্ব, এবং পদ্ধতিগত বিষয়গুলি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। আবার একই সাথে সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কিত মৌলিক নীতিগুলি আবারও বিতর্কের জন্য উন্মুক্ত হয়। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাতে আমি ১৯৮০ দশকের শেষের দিকে এবং ১৯৯০ দশকের প্রথম দিক থেকে আবির্ভূত বিভিন্ন তাত্ত্বিক রূপরেখা যেমন, একাধিক আধুনিকতা, দেশজ তত্ত্ব ও দক্ষিণ তত্ত্বগুলির দৃষ্টিকোণ এবং ঔপনিবেশিকোত্তর তত্ত্ব গুলী চিহ্নিত করেছি।

> একাধিক আধুনিকতা

একাধিক আধুনিকতার তত্ত্বের বহু রূপ রয়েছে এবং এতে অনেকের অবদান জড়িত। শ্মুয়েল আইসেনসাটড এই ধারণা ও শব্দটির রূপকার ছিলেন, যিনি সভ্যতার গবেষণায় আধুনিকতার সাথে সভ্যতাকে যুক্ত করে ছিলেন। তবে এই দৃষ্টিকোণটিতে আরও অনেকে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন যারা সভ্যতার সাথে আধুনিকতাকে চরিত্রায়িত করেন না। এই দৃষ্টিকোণের সাথে জড়িত পণ্ডিতরা নিম্নলিখিত ধারনাগুল অনুসরণ করেন: ক) আধুনিকতা একাধিক, অর্থাৎ আধুনিকতা একবচন নয়, এটা বহুবচন; খ) যদিও আধুনিকতার প্রাতিষ্ঠানিক অভিব্যক্তি অনুরূপ হতে পারে, তবে এর পার্থক্য প্রতিটি সমাজের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পটভূমির সাথে সম্পর্কিত; এবং গ) এই পার্থক্যগুলি বোঝার জন্য শাস্ত্রীয় সমাজবিজ্ঞান তত্ত্বগুলি পুনর্বিন্যাস করার প্রয়োজন রয়েছে।

সুতরাং একাধিক আধুনিকতার তত্ত্ব প্রথমত ইউরোপীয় ধারনা এবং ঐতিহাসিক পটভূমি থেকে উদ্ভূত। ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও দার্শনিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমে একটি স্বতন্ত্র আধুনিকতার ধারা যা বিভিন্ন দেশের পার্থক্যকে সংগঠিত করে একটি ধারণার সৃষ্টি করে। তারপর এই পার্থক্য-ভিত্তিক আধুনিকতা বিশ্বব্যাপী পার্থক্য নির্ধারণের জন্য একটি কাঠামো সংগঠিত করার জন্য একটি সূত্র উপস্থাপন করে কিনা তা অনুসন্ধান করে। দ্বিতীয়ত, পণ্ডিতগণ আধুনিকতার কেন্দ্রগুলির উপাদানগুলি তার প্রান্তস্থ এলাকাতে উপস্থিত কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন করার চেষ্টা করেন। আইসেনস্তাদ যুক্তি দিয়েছেন যে আধুনিকতার মূলে রয়েছে মানব কর্তৃত্ব তিনি এই কর্তৃত্বকে স্বায়ত্বশাসিত, যুক্তিসঙ্গত, সৃজনশীল, এবং মুক্ত হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তৃতীয়ত, মানব কর্তৃত্বর মূল ভিত্তি যদি যুক্তিযুক্ত হয়, তবে কীভাবে এই মূলধারা বিশ্বজুড়ে ভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছিল? আইসেনস্তাদের যুক্তি হচ্ছে এই যে, মূল যুক্তিবাদী মানব কর্তৃত্ব- বিবিধ অক্ষীয় সভ্যতার স্বতন্ত্র ধর্মবিশ্বাস থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তবে আধুনিকতার বৈশিষ্ট্যগুলি প্রথমে খ্রিস্টান-ইউরোপীয় অক্ষীয় বা অ্যাক্সিয়াল সভ্যতার মধ্য থেকে আবির্ভূত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে প্রসারিত হয়েছিল। এই পশ্চিমা মডেলটি তার আসল ছাঁচ এবং প্যাটার্নে অন্যান্য সমাজে গৃহীত হয় নি, বরং এর প্রতিটি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি অন্যান্য অক্ষীয় সভ্যতার প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে জড়িত হয়। নির্বাচন, পুনরাবৃত্তি এবং পুনর্গঠন করার ফলস্বরূপ, নতুন মূল বৈশিষ্ট্য উদ্ভূত হয়; এই আধুনিকতার পরবর্তী সংস্করণ যখন অন্যত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাবে তখন আধু-

>>

"পশ্চিমা বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক চর্চাকে পরিবর্তন করা দরকার; কারণ এটি প্রতিটি বিষয়কে বস্তু হিসেবে বিবেচনা করে"

নিকতার কেন্দ্রীয় দিকগুলি যেমন পেশাগত ও শিল্প কাঠামো বা শিক্ষা ও নগর গঠনের ক্ষেত্রে সর্বদা বিশ্বজুড়ে সমকেন্দ্রিকতা নিয়ে আসবে, তখন প্রাতিষ্ঠানিক গতিশীলতা এবং সম্পর্কিত সমস্যাগুলি যেমন ভাবে বিকশিত হবে তেমন পার্থক্য থাকবে কর্তৃত্ব এবং কাঠামো বিভাজনের, একে অপরের সাথে মিথস্ক্রিয়া থাকবে চিরন্তন। উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, একাধিক আধুনিকতার থিসিস বা তত্ত্ব সমসাময়িক সামাজিক তত্ত্বে যে সাংস্কৃতিক চেতনার যে ধারা তার সাথে পরিপূরক। এটা স্পষ্ট করে বলা যায় যে, আধুনিকতার এই আলোচনার মধ্যে আর্থসামাজিক বা বস্তুবাদী বিষয় গুলোকে পাস কাটানো হয়েছে। উপরন্তু, যদিও এই থিসিস ঐতিহাসিকতার পক্ষে যুক্তি দেয়, কিন্তু ঔপনিবেশিকতা, আধুনিকতার সংগঠন, এর শোষণমূলক প্রক্রিয়া এবং জ্ঞান সম্পর্কিত সিস্টেমের সম্পর্ক এবং বিশেষত সামাজিক বিজ্ঞানগুলির সাথে শোষণমূলক প্রক্রিয়ার সম্পর্কের কোনো উল্লেখ নেই। নিম্নবর্ণিত আলোচনা এই বিষয় গুলোর উপর আলোকপাত করবে।

> দেশজ এবং দক্ষিণের তত্ত্বসমূহ

দেশজ তত্ত্বগুলি উদ্ভাবনের পূর্বশর্ত এই যে, সামাজিক বিজ্ঞানগুলিতে তাদের অঞ্চলে নিজস্ব জ্ঞানতাত্ত্বিক বিষয়গুলি গঠন করার জন্য স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজন। তারা রয়াইন কনেলের যুক্তিকে স্বীকার করে যে অসম শক্তির ফলে মেট্রোপোল সমাজ প্রান্তস্থ সমাজে সামাজিক বিজ্ঞানগুলির মধ্যে উত্তর বিশ্বের তত্ত্বগুলি এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, দৃষ্টিকোণ ও সমস্যাগুলির সার্বজনীনীকরণ ঘটিয়েছে। দক্ষিণ বিশ্বে দুটি ধারণার মাধ্যমে এই প্রক্রিয়ার মূল্যায়ন হয়। প্রথম হল "বহির্মুখী" যা পলিন হাউন্টন্ডজের মতে, এটি বহিরাগতভাবে ভিত্তিক সামাজিক বিজ্ঞান হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। অন্যটি "একাডেমিক নির্ভরতা", যেমনটা সৈয়দ ফরিদ আলতাসের ধারণা। দ্বিতীয় যুক্তির মতে, পশ্চিমা বিশ্বের জ্ঞান সারা বিশ্বে আরোপ করা হয়, যা একই সাথে সমাজ থেকে বিছিন্ন এবং অপ্রাসঙ্গিক। এই পণ্ডিতরা এইভাবে "দেশজ" সমাজ ও সংস্কৃতি নির্ভর একটি বিকল্প সমাজবিজ্ঞান নির্মাণ করার প্রয়োজনের পক্ষে যুক্তি দেন।

দেশজ তত্ত্ব যুক্তি দেয় যে, যদি পশ্চিম দার্শনিকরা তার দার্শনিক পদ্ধতিগুলির সাথে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে পশ্চিমে বৃদ্ধি পায় তবে অন্যান্য সংস্কৃতি ও দার্শনিক পদ্ধতি থেকেও এটি করা সম্ভব। পশ্চিমের মহাকাব্যের কণ্ঠস্বর কে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য এটি নিজেই একটি মহিমান্বিত কণ্ঠস্বর দিতে চায়। এটি বিশ্বাস করে যে এটি এমন নীতি/বিমূর্তীকরণ তৈরি করতে পারে যা স্বতন্ত্র ইতিহাস এবং সামাজিক জীবনকে সংবেদনশীল করে এবং পশ্চিমা/উত্তর সমাজবিজ্ঞান দ্বারা প্রণয়ন করা "সর্বজনীন সমাজবিজ্ঞান" ভাষার বাইরে সমাজবিজ্ঞানের "বিকল্প" উপায় তৈরি করতে সহায়তা করে।

এই দৃষ্টিকোণের মধ্যে তিনটি শনাক্তযোগ্য দিক রয়েছে। প্রথমটি নাইজেরিয়ার সমাজবিজ্ঞানী আকিভোভো আকিনসোলার তত্ত্ব। তিনি দৃঢ়প্রত্যয়ী যে জনগণের কাহিনী, পৌরাণিক কাহিনী, প্রবাদগুলি এবং "সত্য আফ্রিকার জ্ঞানের ধারা" থেকে দেশজ সমাজতত্ত্ব গঠিত হতে পারে। তিনি এবং তার সহকর্মীরা নাইজেরিয়ার ইওরুবা গোত্রের কবিতা থেকে সংগৃহীত সমাজবিজ্ঞান তত্ত্বকে একত্রিত করেন। তাঁরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে এই কবিতার মূলনীতিগুলি ইঙ্গিত বহন করে যে, সমস্থ সামাজিক জীবনকে একক ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত হতে পারে, কারণ ব্যক্তি "স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নিজ স্বার্থের প্রয়োজনে অন্য ব্যক্তিদের সহযোগিতা কামনা করে", কারণ সাধারণ সম্প্রদায়ের জীবনের উপর ব্যক্তিটির অস্তিত্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, এমন কি এর ভিত্তি। এই অবস্থানটি বিভিন্ন পদ্ধতিগত ও জ্ঞান তত্ত্বের আলোকে সমালোচিত এবং প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে যেমন, স্থানীয় সংস্কৃতির ভিত্তি করে সমাজতত্ত্ব গঠন করা যায় কিনা, তাছাড়া অনুবাদ-এর সমস্যাত রয়েছে এবং ব্যাখ্যাগত "সত্য" তা নির্ণয়ের সমস্যাও থেকে যায়। তা ছাড়া, এসব তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা পর্যালোচনা করা যেতে পারে কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন করা হয়েছে।

দেশজ গবেষণার দ্বিতীয় প্রবণতাটি শেষ প্রশ্নটির- বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জিজ্ঞাসাবাদে দাঁড়াতে সক্ষম হওয়ার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছে। পশ্চিমা বিজ্ঞানকে পৃথিবীর একমাত্র প্রমাণ হিসাবে দেখার কোন কারণ নাই। একটি স্বায়ত্তশাসিত সামাজিক বিজ্ঞানের মাধ্যমে একই সাথে প্রাসঙ্গিক এবং সমালোচনামূলক আলোচনা সম্ভব এবং যুক্তিযুক্ত। সৈয়দ ফরিদ আলতাস পশ্চিমা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বাইরে অন্যকোন স্বতন্ত্র সংস্কৃতি যেমন, ইসলামের মতো স্বকীয় জ্ঞান ব্যবস্থাগুলির মধ্যে তাদের যে একটি বৈজ্ঞানিক সমালোচনা ও জ্ঞানতত্ত্ব রয়েছে তার মাধ্যমে সমালোচনামূলক বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা এবং পরীক্ষামূলক গবেষণা কে সহায়তা করতে পারে বলে মনে করেন। তিনি যুক্তি দেন যে, এই নীতিগুলি সমাজবিজ্ঞান-এর পদ্ধতি গঠন করার জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে। তিনি যে প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন তা ইসলামী সমাজবিজ্ঞান বা ইসলামী পদার্থবিজ্ঞান গড়ে তোলার পক্ষে না। এই ধরনের হস্তক্ষেপের অর্থ এই না যে বিজ্ঞানকে পরিত্যাগ করতে হবে, বিশেষ করে সমালোচনামূলক ও তদন্তমূলক বিজ্ঞানকে বরং এই সংযোজন চিন্তা ভাবনার ক্যানভাসকে বাড়াবে এবং অ-পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমালোচনামূলক ধারণাকে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা।

লিন্ডা তুহাইওয়াই স্মিথের কাজ থেকে দেশজ জ্ঞান চর্চার একটি তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়। তাঁর দৃষ্টিও পশ্চিমা বিজ্ঞানের দিকে। তিনি যুক্তি দেন যে প্রথাগত বৈজ্ঞানিক অনুশীলনগুলির পরিবর্তন করা প্রয়োজন কারণ এটি গবেষণার বিষয়টিকে গবেষণার একটি বস্তুতে পরিণত করে। পশ্চিমা বিজ্ঞান অভ্যন্তরীণ বা দেশজ জ্ঞানের সম্পৃক্ত না হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁদের "সত্য" চাপিয়ে দেন। তিনি বিজ্ঞানের পদ্ধতি পুনর্বিবেচনা করার প্রয়োজনীয়তা প্রস্তাব করেন এবং ব্যক্তি, সম্প্রদায় এবং তদন্তকারী ব্যক্তিদের বিভিন্ন আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের প্রতি সংবেদনশীল হওয়ার পক্ষে যুক্তি দেন। তিনি গবেষককে উদ্দেশ্যমূলক গবেষণা প্রক্রিয়াগুলির ক্ষমতাকে অস্থিতিশীল করার এবং গবেষণা প্রক্রিয়ায় অধস্তন/আদিবাসীর বক্তব্যকে প্রতিফলিত করার পরামর্শ দেন।

এই তিনটি প্রবণতা দক্ষিণের একাডেমিক জগতের অনুশীলনকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। কিন্তু আরও বৈপ্লবিক চিন্তার উন্মেষ ঘটেছে বি-উপনিবেশিক বা ডিকলনিয়াল দৃষ্টিকোণ থেকে যা মার্কস এর ধারণা থেকে উৎসারিত। মার্ক্সের নির্দেশিকা অনুসারে সামাজিক বিজ্ঞানের মূল কাজ হচ্ছে বিশ্বকে পরিবর্তিত করা, শুধু মাত্র পর্যালোচনা করা না।

>>

> বি-উপনিবেশিক বা ডিকলোনিয়াল দৃষ্টিকোণ

বি-উপনিবেশিক দৃষ্টিকোণ/তত্ত্বকে উপনিবেশবাদ/আধুনিকতা গবেষণা প্রোগ্রাম নামেও পরিচিত। এটি একটি বুদ্ধিজীবী আন্দোলন যা ল্যাটিন আমেরিকা অঞ্চল থেকে উদ্ভূত। এটা নির্ভরশীল তত্ত্ব, মুক্তির ধর্মতত্ত্ব, এবং ল্যাটিন আমেরিকার অভিজ্ঞতার প্রতিনিধিত্বমূলক সামাজিক আন্দোলন তত্ত্বগুলিসহ দৃষ্টিকোণগুলির সমন্বয় থেকে আবির্ভূত হয়। এর ক্যানভাসটি বিস্তৃত: এটি যুক্তি দেয় যে, আধুনিকতার ইউরোপীয় তত্ত্বগুলির পদ্ধতিগত সমালোচনা করা এবং একটি নতুন অবস্থান তুলে ধরা। একটি নতুন ধারনা তৈরির মাধ্যমে সামাজিক বিজ্ঞান সংস্কারের জন্য যুক্তি দেয়া হয় যা আধুনিকতার গবেষণায় "চিন্তার সীমানা"-কে প্রসারিত করতে পারে।

এটি সমসাময়িক আধুনিকতা তত্ত্ব এবং সমাজবিজ্ঞানের প্রধান ফল্ট লাইন বা বিভাজনের তাত্ত্বিক ভাষা থেকে ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা মুছে ফেলার পরামর্শ দিয়ে শুরু হয়। এটি যুক্তি দেয় যে, এই অদৃশ্যতা সমসাময়িক আধুনিকতার তত্ত্বকে একপেশে, জুথকেন্দ্রিক বা এথনসেন্ত্রিক করে তুলেছে। এই জুথকেন্দ্রিকতার একটি নতুন নাম দেওয়া হয় তা হচ্ছে ইউরোসেনট্রিজম বা ইউরোকেন্দ্রিকতা। বি-উপনিবেশিকবিদদের জন্য ইউরোকেন্দ্রিকতা একটি জ্ঞানের ভুবন যার মধ্যে সামাজিক বিজ্ঞানের সব শাখা বিশেষ করে ইতিহাস এবং সমাজবিজ্ঞান বিশেষভাবে গ্রথিত। তিনটি বিভাগ এই অবস্থানটি একত্রিত করে: এনিবাল কুইজানোর "ক্ষমতার ঔপনিবেশিকতা" তত্ত্ব; এন্রিক ডুসেলের "অভ্যন্তরীণতা/বহির্গমনতা"; এবং ওয়াল্টার মিগনলোর "ঔপনিবেশিক পার্থক্য"। এই তিনটি তত্ত্ব একে অপরের সম্পূরক।

কুইজানোর মতে, ক্ষমতার ঔপনিবেশিকতা দুটি ইউরোকেন্দ্রিক মিথ: বিবর্তনবাদ এবং দ্বৈতবাদের উপর নির্মিত। একদিকে, বিবর্তনবাদ আদিম থেকে আধুনিক পর্যন্ত একটি রৈখিক বিবরণ হিসাবে ইতিহাসকে সংগঠিত করে। ইউরোপীয় আধুনিকতার প্রাথমিক যুগে ধারণা করা এই রৈখিকতা বিশ্বের অ-ইউরোপীয় ইতিহাসগুলি ব্যাখ্যা করার জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে। দ্বৈতবাদ ইউরোপের ইতিহাস ও সমাজকে অ-ইউরোপীয়দের থেকে আলাদা করার জন্য ইউরোপীয়ানবাদ দ্বারা ব্যবহৃত আরেকটি হাতিয়ার এবং মিথ। দ্বৈতবাদের মাধ্যমে, ইউরোকেন্দ্রিকতা অন্য সমাজের জ্ঞানকে শুধু আলাদা করে দেখেনা বরং বিপরীত এবং বাইনারি হিসাবে গড়ে তোলে। এই বাইনারি বা দ্বৈতবাদের মাধ্যমে, অন্য সমাজগুলোকে শ্রেণিবদ্ধ করে, ইউরোপীয় ইতিহাস এবং সমাজকে উচ্চতর বলে মনে করে (যেহেতু এটি আধুনিকতা তৈরির ব্যাপারে প্রথমটি ছিল) এবং বাকি সমাজ গুলোকে নিকৃষ্ট বলে বিবেচনা করে।

ক্ষমতার ঔপনিবেশিকতা যুক্তি দেয় যে ইউরোসেন্ট্রিজম বিভিন্ন তত্ত্বগুলির নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ক) ভূমি দখল, শ্রম শোষণ, প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণের অর্থনীতি; খ) সেনাবাহিনী, পুলিশ, এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ; গ) পরিবার ও শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে লিঙ্গ এবং যৌনতা; এবং ঘ) জ্ঞানতত্ত্ব / জ্ঞান সিস্টেমের সম্প্রসারণ মাধ্যমে মনোজগৎ এবং জ্ঞানের পরিধিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থন করে।

ওয়াল্টার মিগনলের মতে ঔপনিবেশিক পার্থক্য (ঔপনিবেশিকতা থেকে আধুনিকতার বিভাজন এবং তার ব্যবহারে আরও বিভাগ এবং পার্থক্য তৈরি হয়) "ক্ষমতার ঔপনিবেশিকতা" এখনো বিরাজমান যা ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবী এবং রাজনৈতিক অবস্থানকে বিশেষাধিকার দেয়। মিগনেলো মনে করেন যে এই ধারণা ঔপনিবেশিক বিশ্বের ও তার জনগণের কল্পকাহিনীগুলি এবং তাদের জ্ঞানের অন্তর্ভূক্তিকরন বোঝাতে সাহায্য করে।

কুইজানোর বিবর্তনবাদের মিথকে এনরিক ডুসেল কিছুটা পরিমার্জিত করে বলেছিলেন যে সমসাময়িক ইতিহাসটি আঞ্চলিক ইউরোপীয় ইতিহাস থেকে উৎসারিত যাকে অভ্যন্তরীণ তত্ত্বের রূপ দেওয়া হয়েছে যাতে এটি সর্বজনীন এবং রৈখিক উভয় মিথের প্রতিফলন ঘটাতে পারে। তিনি সুপারিশ করেন যে ইউরোপের বাইরের বিশ্বকে উপলব্ধি করার উপায় হিসাবে ইউরোপ বিবর্জিত, বাহ্যিকতার তত্ত্বর গুরুত্ব। উপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে, আধুনিকতা এবং আধুনিকায়নের একটি গবেষণা প্রোগ্রাম প্রয়োজন। বিদ্যমান সমসাময়িক দার্শনিক, সামাজিক, এবং ঐতিহাসিক অনুমান পুনর্নির্মাণ এবং অ-উপনিবেশিক কণ্ঠস্বরের উপর ভিত্তি করে বিকল্প গবেষণা উপস্থাপন করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্য অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী: আঠারো শতকের শেষের দিকে গঠিত সামাজিক বিজ্ঞানগুলিকে পুনরায় সংগঠিত করা এবং থিম, বিশেষীকরণ এবং মূল প্রশ্নগুলির পুনঃনির্মাণের জন্য নতুন গবেষণা এজেন্ডা তৈরি করার মাধ্যমে এক নতুন সামাজিক বিজ্ঞান গড়ে তোলার উপর তিনি গুরুত্ব ■ন।

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
সুজাতা প্যাটেল <patel.sujata09@gmail.com>

> (যেখানে) আমাদের গুরুত্ব রয়েছে?

পোল্যান্ডের সমাজবিজ্ঞানের দিকে ফিরে তাকানো[১]

মার্থা বুচোল্ক, বন বিশ্ববিদ্যালয়, জার্মানি ও ওয়ার্শো বিশ্ববিদ্যালয়, পোল্যান্ড

লিওন পেত্রাজিস্কি ও ফ্লোরিয়ান নানিয়েস্কি পোল্যান্ড সমাজবিজ্ঞানের দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

শুরু থেকেই পোল্যান্ডে সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাসটি আন্তর্জাতিক পরিণতি এবং স্থানীয় সংযুক্তির মধ্যে দুশ্চিন্তার দ্বারা চিনহিত হয়েছিল। দুশ্চিন্তাটি সমঝোতা করা কঠিন ছিল, কারণ এটি তার শৃঙ্খলা পরিচয়ের গভীর ভিত্তিকে আঘাত করে এবং গবেষণা, তাত্ত্বিকতা, প্রাতিষ্ঠানিক এবং জীবনী সংক্রান্ত কৌশলগুলিতে অনুদিত হয়।

দুশ্চিন্তার ধারাবাহিকতা আংশিকভাবে এই কারণে যে, পোল্যান্ডের একাডেমিক সমাজবিজ্ঞান মূলত একটি বিদেশী আমদানি ছিল। যদিও আঠারো ও উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে পোলিশ অঞ্চলে অনেকগুলি মূল সামাজিক চিন্তা ভাবনা ছিল (এই সময়ের সেরা অংশের জন্য দেশটি নিজেই বিদ্যমান ছিল না), এটি সাধারণত ব্যক্তিগত বিজ্ঞান ছিল। যখন সমাজবিজ্ঞান প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রক্রিয়া প্রায়শই একই সময় বিভিন্ন দেশে শুরু হয়, তখন কয়েকটি স্বতন্ত্র লাইনের সাথে নতুন বিজ্ঞান দ্রুত বিকাশ শুরু হয়। এইগুলি জ্ঞানের প্রচলন এবং পারস্পরিক সংঘাতের দ্বারা চিহ্নিত করা হয় যা প্রায়ই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়। সামাজিক বিজ্ঞানের পশ্চাদপসরণ জাতীয়করণ করা লিও পেট্রাজিকি বা লুডওয়িক গুম্পলভিক্সের মতো লেখকদের অবদানকে মূল্যায়ন করা কঠিন করে তোলে। তাদের মূল ধারণাগুলো তাদের আশেপাশের স্থানীয় জ্ঞানের এবং রাজনৈতিক স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্যপুর্ন, কিন্তু তারা আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের অংশগ্রহণকে প্রতিফলিত করে। অন্যদিকে, সামগ্রিকভাবে সমাজ বিজ্ঞানের বিকাশে কেন্দ্রীয় ও পূর্ব ইউরোপের পণ্ডিতদের প্রভাব অসম্পূর্ণভাবে বড় ছিল। কারণ ১৯১৮ সালের আগে সমগ্র ইউরোপের বৈজ্ঞানিক সংযোগের প্রবেশাধিকারে বাধা তুলনামূলকভাবে কম ছিল।

পশ্চিমা শিক্ষিত একাডেমিক সমাজবিজ্ঞানীদের স্থানীয় ও বহুজাতিক বৈজ্ঞানিক নেটওয়ার্কের মধ্যে নিজেদের স্বার্থ কায়েমের দ্বৈত অভিজ্ঞতা ছিল। বিশেষত ফ্লোরিয়ান জ্যাননিইকি এবং স্টেফান কার্নোস্কি, যার কার্যকলাপে পুনঃনির্মিত পোলিশরা জাতি-রাষ্ট্রে উন্নত হয়েছিল। তারপরে, পশ্চিমা সমাজবিজ্ঞান সার্বজনীন হয়ে উঠেছিল: একটি নতুন বিজ্ঞান, নতুন চিন্তাভাবনা, নতুন পেশা, নতুন বুদ্ধিভিত্তিক নকশা এবং নীতি নির্ধারণে প্রশংসিত বন্ধন। এই নতুনত্বের এক টুকরা কামনা করার জন্য একটি সুস্পষ্ট অতিরিক্ত উৎসাহ ছিল যে এটি শোষণ করে পশ্চিমের সাথে একটি যোগাযোগ চ্যানেল রক্ষণাবেক্ষণ করে। পোলিশ সংস্কৃতিতে পুরো উনিশ শতককে একটি গল্প হিসেবে বলা যেতে পারে যা স্থানীয় সীমানা অতিক্রম করবে। একটি সমাজবিজ্ঞানী হয়ে এই লক্ষ্য অর্জন করার এক

>>

উপায় ছিল।

১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে প্রথম পোলিশ একাডেমিক সমাজবিজ্ঞানীগণ পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞানের সার্বজনীনতাকে স্টক-ইন-ট্রেড হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, তাদের উত্তরাধিকারীদের জন্য এটি আর এত সহজ ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং স্ট্যালিনিজমের অন্ধকার সময়ে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সংযোগটি কেটে ফেলা হয়েছিল এবং একাত্মতা ও ধারাবাহিকতার বিপরিতে সংকির্নতা ও একঘরে করার সমস্যা তীব্রভাবে নিজেকে উপস্থাপন করে। ১৯৫০-এর দশকে যখন পোলিশ সমাজবিজ্ঞান বিশ্বকে পুনরায় চালু করে, তখন একাত্নতার কৌশল পরিমার্জিত করতে হয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে, এটি প্রমাণিত হয় যে সমাজতন্ত্রের অধীনে পোলিশ সমাজটি পশ্চিমের জন্য আকর্ষণীয় ছিল, এবং দুটো বিশ্বকে স্তুপীকৃত সমাজবিজ্ঞানীদের একটি মিশন হিসাবে পরিণত করেছিল- সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে সর্বাধিক মহাজাগতিক ও পশ্চিম ভিত্তিক - যারা পূর্ব ব্লকের অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশিরভাগ স্বাধীনতা উপভোগ করেছিল। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে, একাত্নতার এবং স্থানিয়ভাবে গবেষণার সেরা উপায় ছিল উদারপন্থী তত্ত্ব (গৃহজাত পোলিশ মার্কসিজমের জোরালো প্রভাবের সাথে সোভিয়েত মানের থেকে অনেক দূরে)।

পশ্চিমা দেশগুলি অদ্ভুতভাবে ইংরেজী, অদ্ভুত একাডেমিক লেখা, তাত্ত্বিক গঠনের ফাঁক, এবং প্রায়শই অশোধিত পদ্ধতির জন্য ক্ষমা করে দেবে, কারন এটি সে সময়ের বন্য পশ্চিমাদের কাছ থেকে এমন অপরিচিত অবাক করার মত সভ্য কর্মকান্ড খুবি আশ্চর্যের ছিল। বিংশ শতাব্দীতে যদি কোনও পয়েন্ট থাকে যে, পোলিশ সমাজবিজ্ঞানটি এডওয়ার্ড সাইদের অর্থে প্রাচ্যায়িত হয়েছে, সম্ভবত এটি তখনই ছিল। অন্যদিকে, কিছু সমাজবিজ্ঞানী, শুধুমাত্র স্টানিস্লো ওসোওস্কির নাম উল্লেখ করতে হয়, যিনি একই সময়ে দুটি দুনিয়ার একাত্মতার দক্ষতা অনুশীলন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এই প্রবণতা- যেখানে পোলিশ সমাজবিজ্ঞানী হওয়ার কারণে নিজেকে সর্বজনীন বৈধতা এবং আন্তর্জাতিক পরিণতি দাবি করতে পারে- ১৯৮০ এর দশকে এটির চরম অবস্থা দেখেছিল। এই কারণেই পোলিশ এলাকা "সলিডার্নোস্ক" এর হ্যালমার্কের সাথে স্পষ্টভাবে সর্বজনীনভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এটি তাত্ত্বিকভাবে অনুপ্রেরণামূলক এবং পরীক্ষামূলকভাবে চ্যালেঞ্জিং ছিল। কিন্তু নতুনত্বের প্রভাব দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সৌভাগ্যক্রমে, দশ বছরেরও কম সময়ে, আন্তর্জাতিক পরিণতি দাবি করার একটি নতুন সুযোগটি পদ্ধতিগত রূপান্তরের সাথে আসে: ১৯৮৯ এর পরে, প্রত্যেকেই এতে আগ্রহী ছিল, এমনকি পোল্যান্ড কেবল অন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহকর্মী ছিলেন, নিজেদের অধিকারে সমাজের একটি অংশ হয়ে নয়।

বলার পদ্ধতিতে, পোলিশ সমাজবিজ্ঞানটি দেশে সাম্প্রতিক গণতান্ত্রিক ব্যাকস্লাইডের জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। ২০১৫ সাল পোলিশ রূপান্তরের হাস্যকর চিন্তাকে আবার পুনরুজ্জীবিত করেছে। বিদেশে, ১৯৮৯ এর পরে আমাদের কি ভুল হয়েছে তা জিজ্ঞাসা করা হয় এবং এই মূলত স্থানীয় প্রশ্নটির উত্তর দিয়ে আমরা আবার গণতন্ত্রের সংকট এবং আইন, সাংস্কৃতিক যুদ্ধ এবং জনবহুল বিপ্লব সম্পর্কিত সাধারণ বিতর্কে অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছি। আমাদের এলাকা সকলের জন্যই অধিক মুল্যবান।

কিন্তু আমাদের ধারণা করতে দিন যে, অ্যান্টিডেমোক্রেটিক ব্যাকল্যাশ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সাথে মোকাবিলা করতে পারে এবং তাকে পুনরুদ্ধার করতে পারে এবং পোলিশ সমাজটি সেই পর্যায়টিকে পুনঃস্থাপন করে যা ২০০৭ এর পরে পৌঁছেছে বলে মনে হয়: ঘটনাহীন স্থিতিশীলতা। তাহলে আমরা কি কাজে লাগব? পোলিশ সমাজবিজ্ঞানটি এখন পর্যন্ত, স্বতঃস্ফূর্ত অস্বাভাবিক সমাজের একটি বিজ্ঞান, বাস্তব এবং কাল্পনিক বিচ্যুতির স্ব-উদ্ভূত গবেষক।

আমরা পোলিশ ব্যতিক্রমবাদের উপর খাওয়াচ্ছি। কিন্তু আমাদের সমাজের জন্য আমাদের যা ইচ্ছা করা উচিত তা হলো অবশেষে এটি ব্যতিক্রম হতে হবে। তবে, এর অর্থ এই যে, একশ বছর বয়সী সার্বজনীনভাবে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার সাথে আমাদের মোকাবিলা করার অন্যান্য উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

চ্যালেঞ্জটি তুচ্ছ নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিজীবিদের নৈতিক দ্বন্দ্বের মূলতম আন্তর্জাতিক ফলপ্রসূতার উপর পুরানো চাপ বিজ্ঞান ও উচ্চশিক্ষার নবায়নযোগ্য ব্যবস্থাপনা থেকে কিছু অপ্রত্যাশিত সহায়তা লাভ করেছে, যা বর্তমান জাতীয় রক্ষণশীল সরকার সহজেই উদার পূর্বসূরিদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছে। পোল্যান্ডে আমার বই *সমাজবিজ্ঞান: অবিরত করা?* (২০১৬)-এ আমি এই যুক্তি দিয়েছি যে আন্তর্জাতিক ফলপ্রসূতা এবং স্থানীয় যোগসূত্রের মধ্যে উত্তেজনারে সাথে মোকাবিলা করা পোলিশ সমাজবিজ্ঞানকে বেঁচে থাকার এবং বিষয়বস্তুর জন্য একমাত্র উপায় ছিল। সার্বজনীন পরিণতির মাঝে কাল্পনিক পুরস্কারের চেতনা প্রতিরোধ করা এইরকম একটি মাধ্যম হিসাবে বিবেচ্য বিষয় যা আমাদের নিজস্ব সমাজে গুরুত্বপূর্ণ নয় কারণ এটি অন্যদের জন্য অনন্য।

[1] গবেষক পোলিশ ন্যাশনাল সেন্টারের সহযোগিতায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
মার্থা বুচোল্ক <mbucholc@uni-bonn.de>

> পোল্যান্ড ও জার্মানির তরুণ অনিশ্চিত শ্রমিক

জান জারজাস্তি, ও **জুলিয়াস গারদস্কি**, ওয়ার্শো স্কুল অফ ইকোনোমিক্স, পোল্যান্ড, **অ্যাডাম ম্রোজোভিকি,** ইউনিভার্সিটি অফ রোক্ল, পোল্যান্ড ও শ্রমিক আন্দোলন বিষয়ক আইএসএ-এর গবেষণা কমিটির সদস্য, এবং **ভেরা ট্রাপম্যান,** লিডস ইউনিভার্সিটি বিজনেস স্কুল, যুক্তরাজ্য

ইউরোপের তরুণ প্রজন্মের জীবনে অনিশ্চয়তা বেড়ে যাওয়া সংক্রান্ত অসংখ্য গবেষণা রয়েছে। যেগুলো ক্ষণস্থায়ী ও অনৈচ্ছিকভাবে পার্ট-টাইম চাকরির সুবাদে উদ্ভূত হয়েছে, শ্রমিক সংঘের খপ্পরে পড়ছে এবং প্রশিক্ষণ থেকে কাজে যাওয়া কঠিন করে তুলছে। এই প্রকল্পের প্রারম্ভকালীন কাজ ইউরোপের দুইটি দেশ- পোল্যান্ড ও জার্মানিকে[১] আলোকপাত করে। জার্মানি সমন্বিত বাজার অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রতিনিধি (সিএমই, হল ও সস্কিস যেমন বলেছেন), সাধারণভাবে শ্রমিকদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গ্যারান্টিকৃত নিরাপত্তা বলা হয়। এখন, শ্রম বাজার ২০০০-এর এখানেও দেওয়া হয়েছে, এজেন্সির কাজ বৃদ্ধি, স্বল্পকালীন চাকরি বৃদ্ধি, শ্রম বাজারের দোদুল্যমানতা, মজুরির স্থবিরতা ও শ্রমিক সংঘের মূল্য হাকাঁহাকিঁর পর ছাড়ের বিষয়গুলোতে সংশোধন করে। পোল্যান্ডে উদার বাজার অর্থনীতির (উবাঅ) কাছাকাছি এসে, চাকরির বাজারের অনিশ্চয়তা আইনি পরিবর্তন থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এটা উদার বাজারের শিথিল ব্যবস্থাকে উপজীব্য করছে।

উভয় দেশেই তরুণরা শ্রম বাজারে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। এটা (পোল্যান্ডে) বড় ধরনের স্বল্পকালীন চাকরির ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হচ্ছে। দারিদ্র্যের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলছে, (জার্মানিতেও) একই অবস্থা বিরাজ করছে, বড় ধরনের অর্থনৈতিক চাপের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলছে। আমরা অনুমান করে নিতে পারি যে, এই তারুণ্যের অনিশ্চয়তা ফল হিসেবে অনিশ্চিত চাকরির ক্ষেত্র, কাজের মজুরি, সামাজিক দৃঢ়তা ও পুরো সামাজিক অধিকার আর এই ব্যক্তি বিশেষে এই অনিশ্চয়তা বোধ আত্মপরিচয় ও সামাজিক একাত্মতার ক্ষয়িষ্ণুতার জায়গা থেকে সৃষ্টি বলে দেখা যায়। যাই হোক, এসকল নেতিবাচক বিষয়গুলো থাকার পরও এত অনিশ্চয়তায় সামষ্টিকভাবে তারুণ্যের ব্যবহার সীমিত হলেও তাদের জীবনের সার্বিক পরিতৃপ্তি অনেক উপরে। এটা এই প্রশ্নের অবতারণা করে যে, ক্রমবর্ধিত অনিশ্চিত কর্মজী-

>>

বন ও সামাজিক সচেতনতা এবং তরুণদের জীবনের কৌশলগুলোর সঙ্গে এর সম্পর্ক কী? পোল্যান্ড ও জার্মানির তরুণদের মধ্যে অনিশ্চয়তাকে একটা সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়? কিংবা, এটাকে একজন ব্যক্তিকে অভিযোজিত করতে হয়, কর্ম পরিবেশের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত এমন আদর্শ হিসেবে তারা দেখছে কিনা?

কাজের পূর্ব ক্ষেত্রের বিষয়গুলোতে দুইটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। ১) পোল্যান্ড ও জার্মানিতে অস্থিতিশীল কর্ম তৎপরতা ও বিভিন্ন অনিশ্চিত কর্মীদের জীবন মানের প্রভাবের নানা দিক সামাজিক-অর্থনৈতিক সচেতনতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিএটিআই-এর জরিপের ওপর বড় (সংখ্যা=১০০০ প্রত্যেক দেশের ক্ষেত্রে), রেন্ডম নমুনা নিয়ে বয়স ১৮-৩০, এবং ২) ক্রমবর্ধিত বেকারত্বের অনিশ্চয়তা ও জীবনে চলার কৌশল/ক্যারিয়ারের বেড়ে ওঠা এবং তাদের সামষ্টিকভাবে ব্যবহার (ও অব্যবহার) অনুসন্ধানে সারা বিশ্বের ১২০টি দেশের, এদের মধ্যে পোল্যান্ড (৬০), ও জার্মানি (৬০), বয়স ১৮-৩৫, অনিশ্চিত তরুণদের আত্মজীবনীমূলক ন্যারেটিভের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে যারা নিয়োগের ক্ষেত্রে আদর্শিক মানে উন্নীত হয়নি, বেকার, অথবা কাশিপ্র (কারিগরি শিক্ষার প্রশিক্ষণে) নানা অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে।

এই গবেষণাটি এখনও চলমান রয়েছে, তবে কিছু পর্যবেক্ষণ থেকে দৃষ্টি তুলে ধরা হয়েছে। এই গবেষণার গুণগত দিকটি অনিশ্চয়তার ব্যক্তিক অনুধাবনকে উপজীব্য করে। কাজের ক্ষেত্রে শতকরা ৪৮.৮ ভাগ পোল তরুণ এবং শতকরা ৩১ ভাগ জার্মান তরুণ নানা অনিশ্চয়তায় কাজের বিষয়টি উপস্থাপন করেছে। তারা স্বল্প মজুরি পাচ্ছে কিংবা স্বল্পকালীন চাকরিতে নিয়োগ লাভ করছে। এখনো, দুইটি দেশের অর্থনৈতিক সচেতনতায় তারতম্য বিদ্যমান।

আমাদের প্রত্যাশার বিপরীতে, তরুণ পোল ও জার্মানদের অনিশ্চিত অবস্থা তাদের দুইটি দেশের অর্থনীতির সচরাচর লক্ষ্যমাত্রায় তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারে নি। আমরা অনুমান করে নিয়েছি যে, অস্থায়ীভাবে একটি নিয়োগ রাষ্ট্রের যে কোন কর্মতৎপরতায় অর্থনীতি ও সমানাধিকারবাদে বড় সমর্থন যোগাতে পারে। এই গবেষণায় ১৫টি চলক ব্যবহৃত হয়েছে। পোল্যান্ডে স্থায়ী ও স্বল্পস্থায়ী নিয়োগকৃত ব্যক্তির কেবল ৫টি চলকের পরিসাংখ্যিক পার্থক্য দেখা গেছে।

এছাড়া, স্থায়ীভাবে নিয়োগকৃতদের থেকে অস্থায়ীভাবে নিয়োগকৃতদের কিছু কিছু দিক থেকে উদার দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। জার্মানিতে, এই পার্থক্যটি সুস্পষ্ট। সামাজিক সমাজতন্ত্রের দিক থেকে (শতকরা ৩৩.৮ ভাগ বনাম শতকরা ২৪.৮ ভাগ) অস্থায়ীভাবে নিয়োগকৃতরা কম সহযোগিতাপূর্ণ, যা সামাজিক সমানাধিকারবাদের (শতকরা ৬৯.১ ভাগ বনাম শতকরা ৬৫ ভাগ প্রত্যেকে) চেয়ে খুবই কম। তরুণ পোলদের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলো "গার্হস্থ্য পুঁজিবাদ"-এর সঙ্গে আপেক্ষিকভাবে শক্ত জোরালো সমর্থন পরিগ্রহ করে (পোলিশ কোম্পানিগুলোর মনোনয়ন ও অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ): শতকরা ৫৩.৪ ভাগ পোলিশের তুলনায় শতকরা ১২.৩ ভাগ জার্মান ইন্টারভিউদাতা বয়সকালে বাধ্যতামূলক পেনশন গ্রহণের থেকে স্বেচ্ছায় পেনশন গ্রহণ পছন্দ করে । তরুণ জার্মানদের অর্থনৈতিক সচেতনতা সমন্বিত বাজার অর্থনীতির (সবাঅ) দিকে, তাদের সমর্থন কাজে শ্রমিকদের ব্যবস্থাপনায় সমর্থন, কর নীতির ওপর ভিত্তি করে আয়ের পার্থক্যের ঘাটতি পুরণ, এবং ইউরোপে শ্রমিকদের অবাধ চলাচল (জার্মানদের এটা শতকরা ৮৮.৭ ভাগ, পোল্যান্ডে শতকরা ৬৬.৬ ভাগ)। আর কিছু দৃশ্যমান অসামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও তরুণ পোলদের দৃষ্টি উদার বাজার অর্থনীতির (উবাঅ) দিকে।

এই গুণগত গবেষণাটি কাজের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে আত্ম-জীবনীমূলক দিক উপজীব্য করে তোলে। আমরা জীবন সম্পর্কিত ছয় ধরনের কৌশল, নানাদিক থেকে অনিশ্চয়তার যোগসূত্রে আবদ্ধ, এরকম কাজের জীবনের ধরনগুলো পুনর্নির্মাণ করেছি। "শ্রমিকরা" যারা নীল-রং বিশিষ্ট কলারওয়ালা, তারা স্থিতিশীল ও সম্ভাব্যভাবে নিয়োগের মধ্যে রয়েছে বলে মনে করেছে। পেশাগত স্বাধীনতা সাধারণত গ্রহণযোগ্য বিষয় নয়, কিন্তু অভ্যস্ত এবং অন্য কোথাও স্থিতিশীলতা খুঁজ.তে ব্যস্ত, জীবনে কাজহীনতার নানা পর্যায়ে লক্ষ্যের ক্ষেত্রে আত্ম-সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। "পেশাজীবীরা" যারা সাদা-কলারবিশিষ্ট শ্রমিক তারা আশা করে স্থিতিশীল, অধিক মজুরিতে সারাদিনব্যাপী কাজ ও ভাল ক্যারিয়ারের প্রত্যাশা, হয় শ্রম বাজারে কাজের রদবদলে একটি প্রেয়াজনীয় অনিশ্চয়তার অভিজ্ঞতা, না হয়, বয়স্ক শ্রমিকদের দলে ব্যক্তিক জীবনকে উপেক্ষা করে সমালোচনা করে। বিশেষ এনজিওগুলোর প্রজেক্টগুলোতে "সৃজনশীলদের" দিয়ে একটি ভিন্ন ধারা সূচিত হয়, সৃজনশীল পেশা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র হিসেবে, যারা কর্পোরেট বা কারখানাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বাধীনতাকে একটি প্রয়োজনীয় মূল্য হিসেবে বিবেচনা করে। "ভিন্নমাত্রিকভাবে সৃজনশীলরা" নানা ধরনের উদ্যোগ নিয়ে প্রকল্পের সূচনা করে। অনিশ্চয়তা নিয়োগকর্তা, পরিবার অথবা রাষ্ট্রের সমর্থন পাওয়ার ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য মূল্য হিসেবে বিবেচিত হয়। পরিশেষে, মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার জন্য এবং/ কিংবা নিরাপত্তার স্বার্থে জীবন অভিজ্ঞতার মূল্যের বর্জন, এবং এ বিষয়ে তথ্যদাতারা" প্রত্যাহার"-এর ধরনটিকেই তুলে ধরেছেন, এখানে একধরনের "প্রতিবন্ধকতা" বিদ্যমান, যা কঠিন অনিশ্চয়তা, তবে সক্রিয়ভাবে একে অপরের সঙ্গে ক্রিয়াশীল নয়, নিয়মিতভাবে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, যা হারিয়ে যায়-বা এতে নিজের জীবনের তাৎপর্য কখনো অর্জিত হয় না।

পরিমাণগত ও গুণগত অনুসন্ধান একই সঙ্গে তুলে ধরে যে, উভয় দেশের তরুণরা অনিশ্চিত বোধ করছে। তবে তারা সমালোচনা করে না অথবা, তাদের অনিশ্চয়তাকে চ্যালেঞ্জ করে না। অধিকাংশ তরুণরা এই অনিশ্চয়তায় অভ্যস্ত হয়ে উঠছে, এটাকে হয় জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে স্বল্পস্থায়ী বা, তারা যে ঝুঁকি নিচ্ছে, এই ঝুঁকি নেওয়ার সুবাদে তাদের মূল্য দিতে হবে এমনটাই ভেবে নিচ্ছে। সমালোচনা একেবারেই হালকা এবং এটা রাজনৈতিক করে তোলে ও ইউনিয়ন সংগঠিত করে। অন্য কথায়, আমরা অনিশ্চয়তার একটি চলমান "স্বাভাবিকীকরণ" যাকে অনেক তরুণ দৃশ্যমান-স্বাভাবিক পরিস্থিতি হিসেবে মনে করে থাকে, এরকম একটি বিষয়ের সাক্ষী হচ্ছি।■

[১] এই প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে "পোল্যান্ডে ও জার্মানিতে তরুণ অনিশ্চিত শ্রমিক: কর্ম পরিবেশ ও বসবাসের অবস্থা, সামাজিক সচেতনতা, ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ-এর উপর একটি তুলনামূলক সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা"-শীর্ষক প্রকল্পের আগেই। যেখানে অর্থ সহায়তা দিয়েছে পোল্যান্ডের ন্যাশনাল সাইন্স সেন্টার ও জার্মান রিসার্চ ফাউন্ডেশন (ডিএফজি)। গবেষক দলের মধ্যে জার্মানি থেকে ছিলেনে ভ্যারা ট্রাপম্যান, জুলি-মারিয়া লোরেনজেন, আলেকজান্দ্রা সিহাউস, ডেনিস নিউম্যান. গবেষক দলের মধ্যে পোল্যান্ড থেকে ছিলেন জুলিয়াস গারদস্কি, এড্যাম ম্রোজোভিকি, জ্যান জারজাস্তি, ম্যাগদালিনা আন্দ্রেজুক, আলেকজান্দ্রা দ্রাবিনা-রোজিভিকি, জেসেক বুরস্কি, মাতিউজ ক্যারোলাক, আগাতা ক্রাসোস্কা।

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
অ্যাডাম ম্রোজোভিকি (মূল গবেষক)
<adam.mrozowicki@uwr.edu.pl>,
জান জারজাস্তি
<jczarz@sgh.waw.pl>
জুলিয়াস গারদস্কি
<jgarda@sgh.waw.pl>
ভেরা ট্রাপম্যান
<V.Trappmann@leeds.ac.uk>

> কেন সবাই ডান-পন্থা দলগুলোতে ভোট দিয়ে থাকে?

কাতার্জিনা দেবস্কা, সারা হের্সজিংস্কা, জাস্টিনা কসসিংস্কা, ও কামিল ট্রেপকা, ইউনিভার্সিটি অফ ওয়ার্শো, পোল্যান্ড

ব্যাপক জনসমর্থন থাকার পরেও পিআইএস সরকার সুদূরপ্রসারী আন্দোলনকে ইন্ধন দিয়েছে। Flickr/Platforma Obywatelska RP। স্বত্ব সংরক্ষিত।

২০১৬ সালে প্রকাশিত গ্লোবাল ডায়ালগে আর্লি হোসচাইল্ড দেখান যে, সমাজবিজ্ঞানীদের প্রবন্ধের শিরোনামে বর্ণিত বিষয়ে কেবল অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া ও আবির্ভূত সামাজিক সংবেদনশীলতার মধ্য দিয়ে নয়, আরো এসকল দলের সমর্থনকারীদের জীবনীকেও প্রশ্ন করে উত্তর অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। একই বিষয়ে অভিন্ন দৃষ্টি আমাদের গবেষক দলও মনে করে (সংশ্লিষ্ট আমাদের রচয়িতার পাশাপাশি প্রধান অনুসন্ধানকারী হিসেবে অধ্যাপক ম্যাসিয়েজ গোডুলা ও স্টানিস্লো চাংকোস্কি, মাজা গ্লোওয়াকা, জোফিয়া সিকো-রস্কা এবং মিকোলাজ সিস্কা) যারা ২০১৫ সালে পোল্যান্ডের ক্ষমতাসীন দলের ল অ্যান্ড জাস্টিজ (পিস) পার্টির সমর্থন বাড়ার কারণ খুঁজে বের করেছেন। ল অ্যান্ড জাস্টিজ একটি সামাজিক রক্ষণশীল দল: মূল্যবোধের দিক থেকে রক্ষণশীল ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সামাজিক সমাজতন্ত্রবাদী। এমনকি ইউরো-পিয় ইউনিয়নের বিরোধী ও জাতীয়তাবাদী সরকার ইউরোপিয় ইউনিয়ন ও পোলিশ সমাজের অন্যান্য উদার অংশের কাছে বহুভাবে সমালোচিত হয়েছে। এর সমর্থন ধীরে ধীরে বেড়েই চলেছে: ২০১৭ সালে এটা শতকরা ৫০ ভাগ ভোট পেয়ে নির্বাচনে জয় করেছে।

> আমাদের গবেষণা পরিচিতি

আমাদের গবেষণাটি পোল্যন্ডের কেন্দ্রীয় অংশের একটি শহরে করা হয়েছে, যাকে "মিয়াস্কো" (পোল্যান্ডের একটি "ছোট শহর") নাম দিয়েছি। ২০১৫ সালে মিয়াস্কোতে ক্ষম-তাসীন দল শতকরা ৫০ ভাগ ভোট লাভ করেছিল। তুলনামূলকভাবে জাতীয়ভাবে তাদের ভোট ছিল শতকরা ৩৭.৬ ভাগ। আমাদের প্রতিবেদনে "মিয়াস্কোর ভাল পরিব-র্তন: পোলিশ রাজনীতিতে নতুন কর্তৃত্ববাদ একটি ছোট শহরের থেকে" তুলে ধরা হয়। পিস রাজনীতিবিদরা ২০১৫ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্যাম্পেইনের শুরু থেকেই "ভাল পরিবর্তন"-এর লক্ষ্যটি ব্যবহার করেছে।

পিস সমর্থকদের রাজনৈতিক দৃঢ়তা অনু-সন্ধান করতে গিয়ে আমরা ৩০ জনের প্রত্যে-কের জন্য দুইটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি। একটি মিয়াস্কোর অধিবাসীদের। এটা অনেকটা জীবনীমূলক। আর দ্বিতীয়টি, গর্ভ-পাত বা কল্যাণ রাষ্ট্রের বিভিন্ন নীতি সংশ্লিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। আমাদের পদ্ধতি পিয়েরে বর্দুর শ্রেণি বিভাজন তত্ত্ব অনুসারে ও এর পোলিশ আত্তীকরণ, লিখেছেন ম্যাসিয়েজ গোডুলা ও জেমিস্লো সাদুরা। আমরা আমাদের তথ্য দাতাদের শ্রমিক শ্রেণি ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি এই দুইটি ভাগে বিভক্ত করেছি। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমরা সাক্ষাৎকারগুলো তথাকথিতভাবে "রূপান্তরে হেরে যাওয়া"-দের থেকে গ্রহণ করি নি। যারা ১৯৮৯ সালের পর পুঁজিবাদী পরিবর্তনের মধ্যেও যারা দারিদ্রই থেকেছে; তাদের বোঝাতে এই পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়েছে।

> তুমুল প্রতিযোগিতার দুইটি বিষয়: গর্ভপাত ও শরণার্থী

শ্রমিক শ্রেণি সাক্ষাৎকারদাতারা সাধারণত গর্ভপাতের বিষয়টির ক্ষেত্রে একেবারে নিষে-ধাজ্ঞার বিরোধিতা করেছে। বয়স্ক শ্রমিক শ্রেণির নারীরা প্রচলিত গর্ভপাত বিরোধী আইনের ব্যাপকতাকে গ্রহণ করতে চেয়েছে। মধ্যবিত্ত নারীরা তাদের নিজেদের জন্য পছ-ন্দের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছে এবং অসুস্থ সন্তান লালন-পালনের বোঝা সম্পর্কে আলোকপাত করেছে। আমাদের সাক্ষাৎকারদাতাদের গর্ভপাত বিরোধী আইনের সম্ভাব্য ব্যাপকতার তাৎপ-র্যপূর্ণ খোলামেলা আলোচনা সত্ত্বেও জোরা-লোভাবে গর্ভপাতের বিরুদ্ধে তীব্র বিরোধিতা এসেছে।

আমাদের সাক্ষাৎকারদাতাদের অধিকাং-শই ছিল পোল্যান্ডে শরণার্থী গ্রহণের বিপক্ষে। শ্রমিক শ্রেণির সাক্ষাৎকারদাতারা তুলে ধরেন যে, শরণার্থীরা কাজ করতে চায় না। আর তারা সামাজিক সুবিধাও আশা করে না। তারা সামাজিক দেখাশোনার পোলিশ সিস্টেম ও তাদের দেওয়া সুবিধাগুলো থেকে উদ্ভূত অন্যায্যতার বিপদের দিকটি তুলে ধরেছেন। তারা শরণার্থীদের সঙ্গে যুদ্ধের ব্যাপারে একটি ব্যাপার উল্লেখ করেছেন এবং তারা এটাও বলেছেন যে, তাদের আশ্রয় দেওয়া উচিৎ, কিন্তু এটা পোলিশ রাষ্ট্রে নয়। কেবল দুইজন সাক্ষাৎকারদাতা বলেছেন যে, পোলিশ সমাজে শরণার্থীরা কোন ক্ষতি করে নি, কেননা বিগত সরকার স্বল্প সংখ্যক শরণার্থী গ্রহণ করতে চেয়েছিল।

মধ্যবিত্ত সাক্ষাৎকারদাতারা প্রায়ই দাবি করেছেন যে, আগতরা একটি ভিন্ন সংস্কৃতির ছাপ বহন করেছে এবং তারা পোলিশ ও ইউ-রোপিয় সংস্কৃতির নিয়মগুলো রপ্ত করতে অনাগ্রহী ছিল। যারা যুদ্ধ থেকে পালিয়ে এসেছে, তাদের যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতার সাধারণ দিকগুলো ও পোলিশ সমাজের রাজ-নৈতিক অস্থিতিশীলতার সঙ্গে সংহতির নজির-

>>

গুলো বিরল হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। মধ্যবিত্ত সাক্ষাৎকারদাতাদের অনুযায়ী, শরণার্থীরা যেখানকার, তাদের সেখানকার জায়গায় থাকা উচিৎ"। কারো কারো জন্যে, একজন বলেছেন যে, ইউরোপের ধারণা হল বর্জনের, ইউরোপের "শুদ্ধতা" রক্ষা করার জন্য শরণার্থীদের ধর্ম ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে চিহ্নিত করে তাদের বাইরেই রাখা প্রয়োজন। শৃঙ্খলা ও স্পষ্ট সীমারেখা ঠিক রাখার সমাধানের দিকটি সম্পর্কে একজন মধ্যবিত্ত শ্রেণির নারী সাক্ষাৎকারী বলেছেন যে, যদি শরণার্থীদের পোল্যান্ডে থাকতে হয়, তাদের পোলিশ সমাজ থেকে বাইরে থাকতে হবে।

> গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামোতে প্রতিষ্ঠানগুলোর ধ্বংসসাধন

২০১৫ সালের ডিসেম্বরে, সরকার সাংবিধানিক বিচারের কাজে বাধা দিতে শুরু করেছিল। একটি আইন পোলিশ সংবিধানের জন্য কতটা প্রাসঙ্গিক, এটা নির্ধারণ করতে ম্যান্ডেট দেওয়া হয়েছিল। পূর্বের সরকার পাঁচজন বিচারককে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে আইন পরিষদের নির্বাচনের কেবল পূর্বেই নিয়োগ দিয়েছিল। তখনকার সংসদীয় গরিষ্ঠতায় রক্ষণশীল-উদার সুশীলদের সঙ্গে কৃষিজীবী শ্রমিকের মৈত্রেয়ে তিনজন বিচারককে নির্বাচিত করার অধিকার ছিল। কিন্তু তারা নির্বাচিত করেছিল পাঁচজনকে। এ কারণ সত্ত্বেও বিচার ব্যবস্থায় তিনজন বিচারকের ব্যবস্থাকেই (বৈধভাবে) এবং অবৈধভাবে দুইজন বিচারককে (অবৈধভাবে নির্বাচিত করে) রেখেছিল। পিস অধ্যুষিত নতুন সংসদ পাঁচজন বিচারককে মনোনয়ন দিয়েছিল। আর বিচার ব্যবস্থা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলোর প্রকাশনা বন্ধ করে দিয়েছিল। এতে রাষ্ট্রপতি আন্দ্রেজ দুদার নিকট নতুন বিচারকদের শপথ গ্রহণকালে একটি সাংবিধানিক সংকটই তৈরি হয়নি, সরাসরি ওয়ার'শ-এর রাজপথসহ অন্যান্য বড় বড় পোলিশ শহরে-এর প্রতিবাদ হয়েছিল। এই প্রশ্নের উত্তরে সরকারের মাপকাঠিতে সাংবিধানিক বিচার ব্যবস্থা আইনসংগত, এটা ভঙ্গ হচ্ছে না কিংবা তা পক্ষাপাতের পর্যায়ে পড়ছে কিনা: এ কাজের ধারায় পিস সমর্থকদের সমর্থন আছে কিনা, দাবি হচ্ছে এটা সুশীল সমাজ অধ্যুষিত বিচার ব্যবস্থায় "বহুত্ব"-কে হাজির করছে। এর প্রতিদ্বন্দ্বীদের জন্য এই মাপকাঠিগুলো গণতন্ত্রের একটি আঘাত হিসেবে এসেছিল এবং সরকারের ওপর যে কোন সাংবিধানিক নিয়ন্ত্রণ বিলম্বিত করার একটি সফল প্রয়াস ছিল।

> পিস সামাজিক নীতি: "৫০০+ পরিবার"-প্রোগ্রাম

২০১৬ সালের এপ্রিলে পিস সরকারের সামাজিক নীতির প্রতীক হিসেবে "৫০০+ পরিবার" প্রোগ্রামটি শুরু হয়। এটা নিশ্চিতভাবেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ। এই প্রোগ্রামটি সার্বজনীনভাবে শিশুদের সহযোগিতার জন্য একটি প্রোগ্রাম:- প্রত্যেক পরিবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সন্তানের জন্য (দরিদ্র পরিবারগুলো তাদের প্রথম সন্তানের জন্য অর্থ লাভ করে) ৫০০ স্লতিস (প্রায় ১২০ ইউরো) লাভ করে। এই বাস্তবায়ন পোল্যান্ডের পরবর্তী ধারার কমিউনিস্টদের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসে: পোলিশ রাষ্ট্র ১৯৮৯ সাল থেকে মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণিকে সুবিধা দেওয়ার জন্য বড় পরিসরে বণ্টন প্রক্রিয়া জারি রেখেছে।

অধিকাংশ অংশগ্রহণকারীরাই শিশুদের সুবিধার বাস্তবায়ন কার্যক্রমকে সমর্থন করেছিলেন। ব্যতিক্রম হল কেউ কেউ মধ্যবিত্ত শ্রেণি উদার বৈপরীত্যের হয়েও এটাকে "ভোট কেনা"-র একটি ধরন হিসেবে মনে করেছিলেন। সুবিধাগুলো মধ্যবিত্ত শ্রেণির সাক্ষাৎকারদাতাদের আওতায় ছিল, যারা তাদের পরিচিতিকে দেশের নতুন শক্তি হিসেবে মনে করেছিলেন। এতে শিশুদের সুবিধার জন্য ব্যয়, অপচয় হিসেবে দেখা হয় নি, বরং, এটাকে পশ্চিমের উন্নত দেশগুলোর "স্বাভাবিক" একটা মাপকাঠি হিসেবে দেখা হয়েছিল, এর প্রতীক হিসেবে পোল্যান্ডেও এটা যুক্ত হয়েছে। শ্রমিক শ্রেণির অংশগ্রহণকারীরা শিশু সুবিধার পক্ষে ছিল। তাদের মধ্যে একটা বড় অংশ এই প্রস্তাবনায় সমর্থন করেছিলেন যে, স্থানীয় কর্তৃত্বের কিছু গ্রহীতাদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করা উচিৎ।

> পিসের সমর্থনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরে সমর্থন থাকার কারণ

ল অ্যান্ড জাস্টিস জীবনে তাদের পুনর্বণ্টনমূলক প্রোগ্রাম গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি নতুন শাসনের রূপের প্রতিনিধিত্ব করে। আমাদের গবেষণাটিতে দেখানো হয় যে, পিসের সমর্থকেরা জনমতামতের ক্ষেত্রে যতটুকু ধরে নেওয়া হয়েছে, তার থেকেও অধিক বিভক্ত। এই গবেষণাটিতে আমরা এই সামাজিক পার্থক্যগুলো কী কী এবং ডানপন্থী দলের উত্থানে কোন দিকগুলো কাজ করে, এই দিকগুলো অনুসন্ধানের চেষ্টা করছি।

আমাদের গবেষণা দেখায় যে, পিসের জন্য দরিদ্রদের থেকে যে সমর্থন, তা কেবল আর্থিক সহযোগিতার জন্যে লাভ হয় নি। বরং, এটা অত্যন্ত সফল হয়েছে এ কারণে যে, সমাজের সর্বস্তরের নানা প্রয়োজন ও মূল্যবোধকে ঘিরে এর কার্যক্রম নির্ধারিত হয়েছে। পিস রাজনীতিবিদেরা সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে বিগত "এলিটদের" অপরিমিত ভোগের সমালোচনা করে শ্রমিক শ্রেণির মর্যাদা ও পরিচয়ের জায়গা নির্মাণকে উপজীব্য করেন। তারা মধ্যবিত্তদের আকাঙ্ক্ষার মানসিকতায় সার্বভৌমত্ব ও শৃঙ্খলা তুলে ধরেন। আমাদের গবেষণাটি খুব মজার একটি দিক প্রতিভাত করে: রাজনৈতিক মতামত ও ঘোষণা সবসময় সাক্ষাৎকারদাতাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে ছাপিয়ে যায় না।

একই সময়ে, পিস গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে (যেমন- সাংবিধানিক বিচার), গণতন্ত্র ও "ভাল পরিবর্তন"- এর নামে ধ্বংসসাধন শুরু করেছে। এই গবেষণাটি আরো দেখায় যে, পিসের সঙ্গে যারা থাকেন, তারা নিজেদের "ডেমোক্র্যাট" দাবি করেন। তবে তারা এর উদার ধরনটিকে বাদ দিচ্ছে, যার ভিত্তি অপরিহার্যভাবে নিজের ভেতরেই সীমিত। ম্যাসিয়েজ গোডুলা এই প্রপঞ্চটিকে "নতুন কর্তৃত্ববাদ" হিসেবে অভিহিত করেন। গোডুলার মতে, আমরা জন পরিসরের (অতীতের সংবাদপত্রগুলোর চেয়ে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে) এই মৌলিক পরিবর্তন এবং ভোটার ও ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের সুনির্দিষ্ট সম্পর্কের সাপেক্ষে এটাকে "নতুন কর্তৃত্ববাদ" হিসেবে পর্যবেক্ষণ করছি।

আমাদের গবেষণার ফলাফল নির্দেশ করে যে, ডানপন্থী দলগুলো সম্পর্কিত প্রচলিত ব্যাখ্যাগুলোর সাফল্য কমে গেছে। প্রাপ্ত ফলাফলগুলো জন সাধারণের বেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং বাম ও ডানপন্থী ইন্টেলেকচুয়ালদের যারা পোলিশ সমাজের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনায় সক্রিয়, তাদের মধ্যে নানা বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
কাতার্জিনা দেবস্কা
<k.debska@is.uw.edu.pl>
সারা হের্সজিংস্কা
<sara.herczynska@gmail.com>
জাস্টিনা কসসিংস্কা
<j.koscinska@is.uw.edu.pl>
কামিল ট্রেপকা
<k.trepka@is.uw.edu.pl>

> সর্বজনীন পরিমন্ডলে সমাজবিজ্ঞানের সম্ভাবনা

মার্সেজ জোলা, ইউনিভার্সিটি অব ওয়ার্শো, পোল্যান্ড

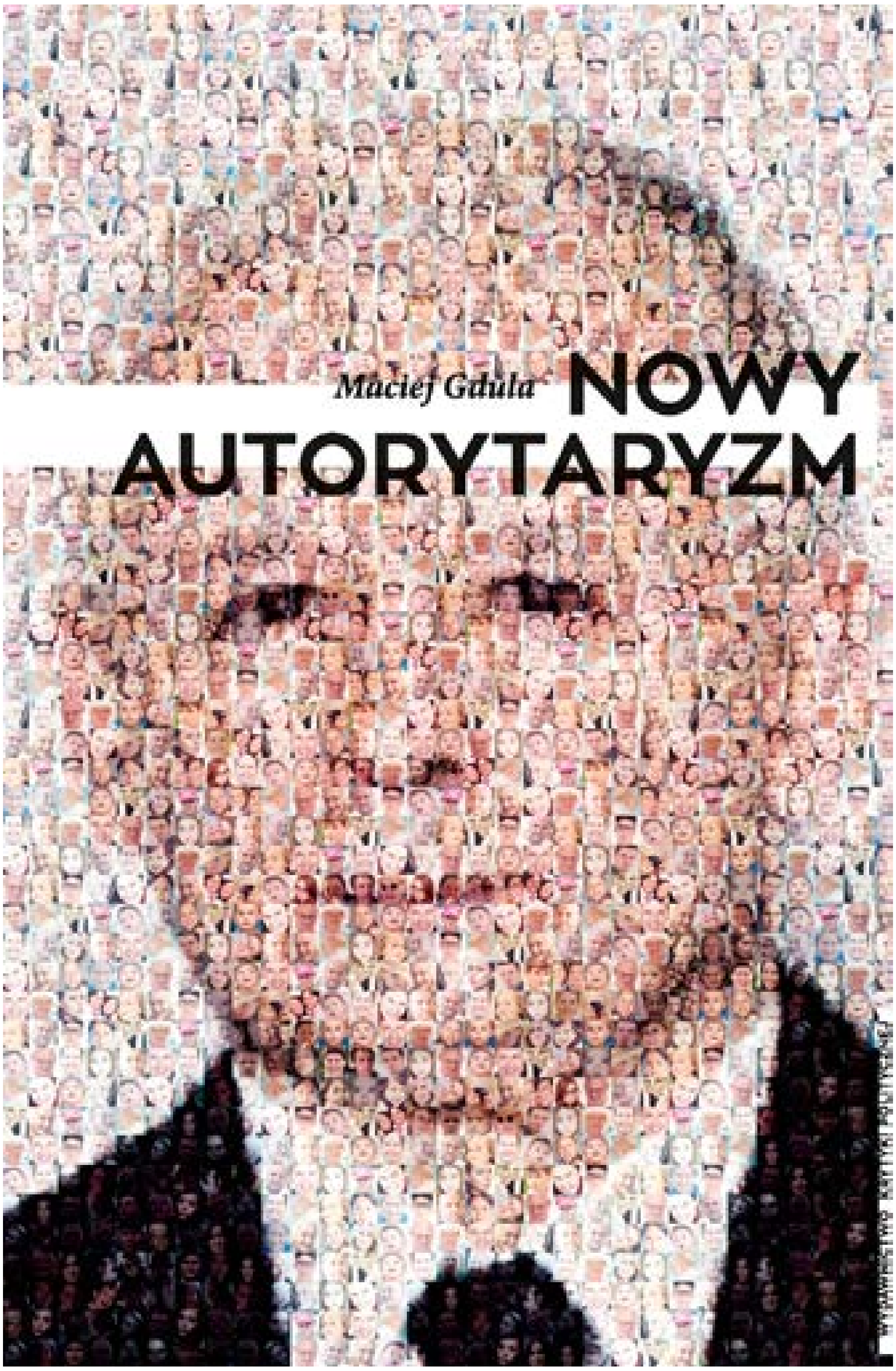

জোলার নতুন কর্তৃত্ববাদ হলো সর্বজনীন সমাজবিজ্ঞান শাখার একটি ভাল উদাহরণ।

২০১৭ সালের নভেম্বর ল এন্ড জাস্টিস পার্টির (পিআইএস) সরকার গঠনের নির্বাচনের পর দুই বছর হয়ে গেছে। যখন এই দুই বছরে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের অনেক নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছে, ৪০ শতাংশেরর বেশি ভোটার এখনো এই সরকার সমর্থন করে। এটা এই পর্যায়ে ছিল যে, সেনাবাহিনীর প্রতিবেদন "মিয়াতকোয় সন্তোষজনক পরিবর্তনঃ ছোট শহরের প্রেক্ষাপট থেকে পোল্যান্ডিয় রাজনীতিতে নব্য-কর্তৃত্ববাদ" প্রকাশিত হয়েছে।

কেন্দ্রীয় পোল্যান্ড মিয়াতকোয় অবস্থিত একটি ছোট শহরে পরিচালিত গবেষণা ভিত্তিক এই প্রতিবেদন একটি ঘৃণ্য আলোচনাকে প্ররোচিত করেছে, যেখানে সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ এবং বিজ্ঞানীররা কয়েক সপ্তাহব্যাপী অংশগ্রহণ করেছিল। এর কয়েকটি ধারণা ও ব্যাখ্যা রাজনীতি ও সমাজের চলমান বিতর্কে নিত্য প্রসঙ্গ হিসেবে স্থান পেয়েছে। যাইহোক, এই প্রতিবেদনের সার্থকতা পালনের পরিবর্তে আমি এর সম্ভাবনার সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ভাবতে চাই। জনসমাবেশে সমাজবিজ্ঞানের উপস্থিতির জন্য কলাকৌশল পুনর্চিন্তা করার জন্য এবং শুধু ব্যাখ্যাই নয়, সমাজ পদ্ধতির প্রভাবে এর ভূমিকা জোরদারকরণে এটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। যদিও প্রাথমিকভাবে আমি পোল্যান্ডের ক্ষেত্রকে বুঝাতে চাই, এটা পোল্যান্ডে ঘটে যাওয়া পদ্ধতিতে মৌলিক কিছু নয়।

>>

> একটি নতুন সর্বজনীন পরিমন্ডল

একটি নতুন জনসমাবেশ জনবিতর্কে এর প্রভাব বাড়ানোর জন্য সমাজবিজ্ঞানের বিষয়-বস্তুর প্রতিফলন ঘটাতে হলে অবশ্যই জনমনে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক পরিবর্তন গুলো বিবেচনা করতে হবে। সংক্ষেপে বলতে, সংবাদের প্রভাব থেকে ইন্টারনেটের কর্তৃত্বের দিকে পরিবর্তনের মধ্যেই এগুলো নিহিত আছে। আগের জনসমাবেশে অন্তত রাজনী-তির সাথে জড়িত বিষয়গুলো সংবাদের মাধ্যমে সংঘটিত হত, এবং "সাংস্কৃতিক মধ্য-স্থতাকারী"- সাংবাদিক, বিশেষজ্ঞ, এবং রাজ-নীতিবিদগণ জনবিতর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। ইন্টারনেটের প্রসার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উভয় ক্ষেত্রেই মুদ্রণ সংবাদকে আঘাত করেছে। পোল্যান্ডে এই পদ্ধতি ছিল খুবই দ্রুত এবং নাটকীয়। উদাহ-রণস্বরূপ, ২০০৫ এবং ২০১৭ সালের মধ্যে সবচেয়ে বড় পত্রিকা *"Gazeta Wyborcza"* তার ৭৫ শতাংশ পাঠক হারিয়েছে।

ইন্টারনেট শাসিত জনসমাবেশে সংবাদের বিষয়বস্তু নির্মাণের একটি বড় বিচ্ছুরণ রয়েছে। এটি পরিচালিত হয় বৃহৎ ওয়েবকাস্ট, ছোট বিশেষায়িত ওয়েবকাস্ট তথা ইউটিউবের মত একজন প্রযোজক যে প্রায়ই বহু দর্শক সমাবেশ ঘটাতে পারে, তাদের দ্বারা। এই প্র-যোজকদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার গতি, বৃহৎ দ্ব-ন্দ্ব, কেলেঙ্কারি এবং নৈতিকতার ওপর জোর দিয়ে সামাজিক দৃষ্টি পাওয়ার প্রতিযোগিতা তীব্র হচ্ছে।

> মধ্যস্থতাকারীদের দুর্বলতা ও সমাজবিজ্ঞান

জনসমাবেশে প্রবেশের ক্ষীয়মাণ প্রতিবন্ধ-কতা গুলো ভুল তথ্যের প্রসার ও চলমান ইস্যুর বিস্তার পরিবর্তন করে যা ইচ্ছাকৃতভাবে "উত্তর-সত্য" ধারণার বিকাশ করে সত্যের উল্লেখে জবাবদিহিতাকে নষ্ট করে। সামাজিক দৃষ্টির জন্য বর্বর প্রতিযোগিতা উপাদানগুলো সংগ্রহের দীর্ঘসূত্রতা ও জটিল পুস্তক লেখার উপর ভিত্তি করে সাংবাদিকতাকে প্রভাবিত করছে। বহু গণমাধ্যম নিরাপদে রাখার উপায় হল সভ্যতার সংগ্রাম হিসেবে গণইস্যু নিয়ে বেশি আলোচনা না করে নৈতিক শ্রেয়োবোধ ও অংশগ্রহণ দ্বারা গণমাধ্যমের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি পরিচিতি সম্পর্কিত শ্রোতা সমাজ গড়ে তোলা। প্রকাশ্য ব্যাপারগুলো নিয়ে রাজনীতি ও আলেচনা এই অবস্থাগুলোর সাথে খাপ খায় এবং রাজনীতিবিদগণের বৈপ্লবিক চিন্তা উপ-স্থাপন করে এবং উপযোগী বিবৃতির মাধ্যমে "গণমাধ্যম ও সন্ত্রাস"-এ পরিণত হয়।

দর্শকরা ক্ষীপ্র, আক্রমণাত্মক ও নৈতিক আলোচনায় অংশ নেয়, কিন্তু আরও জানার জায়গা রয়েছে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ সার্বজনীন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত এবং একই সময়ে গবেষণার ফলাফলের সামনে তাদেরকে মুখোমুখি করে। প্রযোজকদের মধ্যে তীব্র প্র-তিযোগিতার অর্থ হল যে, জনবিতর্ক ব্যর্থপ্রবণ এবং দ্রুত মন্তব্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। চিরাচরিত সাংবাদিকতা সময় ও অর্থের বাইরে চলে যাচ্ছে। এই অবস্থায় যে সমাজতা-ত্তিক জ্ঞান যা বাস্তবতার নতুন ব্যাখ্যা দেয়, তা জনবিতর্কের গতিকে প্রভাবিত করে বৃহৎ স্বার্থ ও প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়।

> সমাজবিজ্ঞানের যেকারণে গুরুত্বপূর্ণ

তাহলে এরকম জ্ঞান সৃষ্টি করার নিয়ম কি? এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মিয়াতকো এবং তার অভ্যর্থনা সম্পর্কে আমি কিছু নিবন্ধ তৈরির ঝুঁকি নিব।

প্রথমত, যখন লেখা পাওয়া যায় ঐ মুহূর্ত-টা গুরুত্বপূর্ণ। পোল্যন্ডে পিআইএস-এর সম-র্থনের সূত্রগুলোর ওপর প্রতিবেদন একই সময়ে উপস্থিত হয় যখন পূর্ব ব্যবহৃত কিছু ব্যাখ্যা কম প্রত্যয়জনক হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি সাধারণ বিশ্বাস এমন ছিল যে, যখনই পিআইএস অভিজাতদের বিবেচনা করার প্র-তিশ্রুতি দিয়েছিল, তবুও এটি দুর্নীতিপরায়ণ অভিজাতশ্রেণী সৃষ্টি করছে। যা তার আদর্শকে লঙ্ঘন করে পতনের দিকে যেতে পারত। এর মধ্যে এরকম কিছুই ঘটেনি এবং পিআইএস এখনো ৪০ শতাংশ জনগণের সমর্থন লাভ করছে। প্রতিবেদনটি একটি নব্য-কর্তৃত্ববাদের দমষ্টিভঙ্গি দিয়ে ঘটনাটি ব্যাখ্যা করেছে যা অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি নিজেদের অভি-জাতকে নিয়ন্ত্রণ ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের গতিকে নির্দেশনা দিতে একজন নেতার ভূমিকা ব্যাখ্যা করছে।

প্রভাব বিস্তারের চিন্তা করার জন্য চলমান সামাজিক পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য এটি সম্পূর্ণ সমাজবিজ্ঞানী-দের ওপর বর্তায় না। কিন্তু আমরা উৎপাদনের গতির প্রশ্নকে উপেক্ষা করতে পারি না। চিরা-চরিত শিক্ষাগত উৎপাদন থেকে এটা অবশ্যই দ্রুতগামী হতে হবে যাতে বর্তমানে বিপুল জনগোষ্ঠীর সাথে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোর সম্প-র্ক করা যায়। পিআইএস সমর্থকদের ওপর গবেষণাকে গভীর করতে কয়েকটি স্থানে আরও গবেষণা করা, সাক্ষাতের সংখ্যা আরও বাড়ানো এবং তাদেরকে আরও বিস্তৃত করাটা বেশি উত্তম হতে পারতো। সমস্যা হল যে, উদাহরণস্বরূপ যখন এগুলো শুধু ঐতিহাসিক হয়, এই প্রচেষ্টার ফলাফল ঘটতে পারে।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হল সাধারণ জ্ঞানের সাথে সম্পর্ক। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশো-নাগুলো জটিল হয়ে যাচ্ছে এবং গবেষণা সমস্যা ও তাদের উপসংহারগুলো এমনভাবে গঠিত হচ্ছে আর উপস্থাপিত হচ্ছে যে, শিক্ষিত পাঠকের কাছেও পড়া কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যখনই এমন কোনো জ্ঞান উৎপাদন করা হয় যার একটি সামাজিক প্রভাব আছে বলে মনে করা হয়, আমাদের অবশ্যই ব্যাপক বিচার বিশ্লেষণের দিকে যাওয়া উচিত এমনকি বিশেষ করে যখন আমরা দ্বিমত হই তখনও। এটা অযোগ্যতা, অজ্ঞানতা, বৈষয়িক সীমাব-দ্ধতা ইত্যাদির প্রমাণ হিসেবে এগুলোকে প্র-ত্যাখান করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়না, বরং এগুলোকে প্রত্যয়ন করার জন্য বিচার্য বিষয়বস্তু হিসেবে ধরা হয়।

মিয়াতকোতে আমাদের গবেষণার ক্ষেত্রে, পিআইএস সমর্থকদের ব্যাপারে বহু জনপ্রিয় মতামত ছিল। তার মধ্যে একটি ছিল এই বি-শ্বাসযে, পিআইএস সমর্থকরা হল প্রাথমিক-ভাবে সেসব মানুষ যারা আলাদা অথবা অন্তত একটি গভীর আঘাত রয়েছে এমন মানুষ। এটা জীবনবৃত্তান্তিক সাক্ষাতকারে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। কারণ বহুসংখ্যক উত্তরদাতা তাদের লক্ষ্য অর্জনের বিষয়ে অথবা তাদের সফলতার বিষয়ে কথা বলেছে। আরেকটি অভিযোগ যা আমরা বিবেচনা করি তা হল একটি অনুমান যে, পিআইএস-এর সমর্থন হল কর্মসূচি চক্র থেকে ৫০০+ তহবিল হিসেবে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ উপহারভিত্তিক (প্রথম সন্তানের পর প্রত্যেকের জন্য প্রায় ১২০০ টাকার ভাতা)।

পিআইএস-এর পক্ষে ভোটদানকারীরা ব্য-ক্তিগত চাহিদা পূরণের জন্য এই প্রোগ্রামটি নির্ধারণ করে নি, কিন্তু রাষ্ট্রের একাত্মতার প্রমাণ হিসেবে এবং একটি ব্যাপক নীতি পরি-বারকে সমর্থন করে পোল্যান্ড অবশেষে যে উন্নত দেশগুলোতে যোগদান করেছে তার চিহ্ন হিসেবে এটি ব্যাখ্যা করেছে।

তৃতীয়ত, জনগণের আলাপ-আলোচনার নিরাসক্ততার জটিলতায় সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞান প্রবর্তন করা দরকার।মানুষ সরলতা পছন্দ করে কিন্তু সবসময় নয় ! যদি তাদের জ্ঞান থাকে যা অভিজ্ঞতা ও মতামতগুলোকে সমৃদ্ধ করে, তাদের গভীরভাবে আবদ্ধ করে তাহলে অব্যশই তাতে কৌতূহল থাকতে হবে। মিয়া-তকোর ওপরে রিপোর্ট পড়তে যারা আগ্রহী ছিল উদাহরণস্বরূপ অভিজাত শ্রেণিদের উপর নানাবিধ সমালোচনা প্রণয়ন করে পিআইএস--এর নিম্নশ্রেণির প্রতিনিধি ও মধ্যশ্রেণির সম-র্থকরা। অভিজাত শ্রেণির বিচ্ছিন্নতা ও তাদের সাধারণ মানুষ থেকে দূরত্ব-এর উপর ভিত্তি করে ছিল পূর্ববর্তীদের সমালোচনাবিদ্যা। পরবর্তীতে এলিট শ্রেণিরা তাদের নৈতিক অনুশাসন থেকে দূরে চলে আসে দুর্নীতির সাথে আপোষের দ্বারা মধ্যবিত্তদের শাসন করার জন্য। দীর্ঘকাল পরে এটাই ছিল প্রথম উপলক্ষ যেখানে পলিশ জনবিতর্কে শ্রেণি

>>

বৈচিত্র্যতার বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। জটিল ও মূল বিষয়ের দাবিতে ছকের বিরুদ্ধে মানুষ কৌতূহলী হয়। যাইহোক,এটি বৈজ্ঞানিক জটিলতার একটি প্রদর্শনের চেয়ে বেশি হওয়া উচিত। সংবাদকে সহহজিকরণ করা, যা সামাজিক দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জ্ঞানকে জনপ্রিয় করে, তা সমাজবিজ্ঞানীদের জন্য একটি উপায় নয়। তার পরিবর্তে, জনকথনের মধ্যে জ্বালা ধরা ও বিরোধের সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে জটিলতা প্রবর্তিত হওয়া উচিত।

> সমাজবিজ্ঞানের ভূমিকা

সমাজবিজ্ঞান থেকে আমরা এমন কি পেতে পারি যা সামাজিকভাবে যৌক্তিক জ্ঞান প্রদান করে? এমন কোনো উত্তর নেই যা সমাজবিজ্ঞানীদের সন্তুষ্ট করবে এটা বুঝেই আমি কিছু তালিকা করব যা বিশেষ করে আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

এই ধরনের সমাজবিজ্ঞানের যোগাযোগের চলমান পদ্ধতিকে নিষ্ক্রিয় করার সুযোগ আছে যার আনুষ্ঠানিক দ্বন্দ্ব নিরসনের একটি প্রবণতা রয়েছে যেখানে সংবাদের সহজিকরণ ও বর্বরকরণ সর্বোচ্চ ক্ষমতা বহন করে। এই বিষয়ের অবস্থার জন্য আমরা সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদগণকে দোষারোপ করতে পারিনা। তারা এমন কিছু নির্দিষ্ট অবস্থায় বিরাজ করে যা তারা সহজে আলাপ আলোচনায় করতে পারেনা।
যাইহোক, আমাদের গণযোগাযোগকে হুমকি দিয়ে বিপরীত প্রবণতাকে সমভার করে এমন জ্ঞান দিয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের দ্বারা কেন এই নিয়মগুলি সংস্কৃত হবে না তার কোনো কারণ নেই।

সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল সেসব মানুষের নিকট সত্য বাণী পৌঁছে দেয়া যাদের জনসমাবেশে সামান্য পরিমাণ জায়গা থাকে। আমার পক্ষে জনপ্রিয় শ্রেণীর জন্য জায়গা তৈরি করা এবং তাদের প্রেক্ষাপট ও অভিজ্ঞতাগুলো দেখানো বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয় প্রশ্ন হল জনসমাবেশে অন্যান্য বিষয়ের বিপরীতে সমাজবিজ্ঞান কিভাবে নিজের জায়গা করে নিবে। আমার মতে, সবচেয়ে কাছাকাছি বিষয় হল একে সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদের বিপরীত হিসেবে চিন্তা করা। সমাজবিজ্ঞান তার বোধগম্যতা এবং যে জ্ঞান সে প্রদান করে তার এবং সামাজিক দৃষ্টির আকর্ষণের জন্য দ্বন্দ্ব থেকে এর একক কর্তৃত্ব এবং চাপ ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব থেকে দূরত্বেরর জন্য ব্যাতিক্রম। এই ধরনের সমাজবিজ্ঞান সামাজিক বাস্তবতা সংজ্ঞায়িত করতে তাদের ক্ষমতার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার মাধ্যমে জনসমাবেশে অন্যান্য অংশগ্রহণকারীর প্রতি একটি সমভার হতে পারে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
মার্সেজ জোলা <gdulam@is.uw.edu.pl>